দাকায়েকুল আখবার

মূল ঃ হুজ্জাতুল ইসলাম
ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদক ঃ আল-হাজ্জ মাওলানা
এ. কে. এম. ফজলুর রহমান মুন্সী
এম. এম. (ফার্স্টক্লাশ; ডি, এফ, বি, এ, (অনার্স); এম. এ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ
৬, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

সৃষ্টি রহস্যের গোড়ার কথা

মাওয়া হিবুল্লাদুন্নিয়া ও শরহে মাওয়াহিব এবং মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক কিতাবে হযরত যাবের বিন্ আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একদিন আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! আমার পিতা এবং মাতা আপনার জন্য কোরবান হউক। আপনি আমাকে বলিয়া দিন যে, সকল বস্তু সৃষ্টি করিবার আগে আল্লাহ পাক কোন জিনিস পয়দা করিলেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর করিলেন, হে জাবের! আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছু সৃষ্টি করিবার পূর্বে স্বীয় নূর হইতে তোমার নবীর নূরকে পয়দা করিলেন। তারপর সেই নূর আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক বিচরণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে লাওহে মাহফুজ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশ্‌তা আসমান, যমিন, সূর্য, চন্দ্র, জ্বিন ও ইনসান্ কিছুই ছিল না। কেবল আল্লাহ পাক ছিলেন এবং নূরে মুহাম্মদী (সঃ) আল্লাহর নির্দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

তারপর আল্লাহ পাক যখন সৃষ্টিজগত পয়দা করিতে মনস্থ করিলেন, তখন সেই নূর মোবারককে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। (১) প্রথম ভাগ হইতে কলম, দ্বিতীয় ভাগ হইতে লাওহে মাহফুজ, তৃতীয় ভাগ হইতে আরশে মোয়াল্লা পয়দা করিলেন। (২) তারপর চতুর্থ ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ হইতে আরশে মোয়াল্লা বহনকারী ফেরেশ্‌তামণ্ডলী, দ্বিতীয় ভাগ হইতে কুর্‌শী, তৃতীয় ভাগ হইতে অন্যান্য ফেরেশ্‌তাদিগকে পয়দা করিলেন। (৩) তারপর চতুর্থ ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহার প্রথম ভাগ হইতে আকাশমণ্ডল, দ্বিতীয় ভাগ হইতে ভূমণ্ডল, তৃতীয় ভাগ হইতে জান্নাত এবং জাহান্নাম পয়দা করিলেন। (৪) তারপর ইহার চতুর্থ ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহার প্রথম ভাগ হইতে মুমিন বান্দাহদের চোখের নূর, দ্বিতীয় ভাগ হইতে মুমিন বান্দাহদের কলবের নূর ইহাই আল্লাহর মারেফাত এবং তৃতীয় ভাগ হইতে মুমিন বান্দাহদের ভালবাসার নূর ইহাই তাওহীদের মূল সূত্র 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পয়দা করিলেন। (৫) তারপর ইহার চতুর্থ খণ্ডকে পুনরায় চারিভাগ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সমস্ত মাখলুকাত পয়দা করিলেন।

আল্লাহর মারেফাত কালেমা তাইয়্যেবা

হাদীসে কুদ্‌সীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনি সৃষ্টি না হইলে আমি এই জগত সংসার সৃষ্টি করিতাম না।" অন্য এক হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, "হে আমার প্রিয় হাবীব! আপনাকে সৃষ্টি না করিলে আমি আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল, সৃষ্টি করিতাম না এবং আকাশমণ্ডলকে সুউচ্চে স্থাপন করিতাম না এবং ভূমণ্ডলকে নিম্নে বিছানাস্বরূপ করিতাম না।" অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহু (সঃ) ফরমান, "আমি তখনও নবী ছিলাম যখন হযরত আদমের (আঃ) অস্তিত্ব পানি এবং কাদার মধ্যে নিহিত ছিল।" অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "আমি হযরত আদমের (আঃ) চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ পাকের দরবারে একটি নূর ছিলাম!" হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "সমস্ত মাখলুকাত হইতে আমার নিকট যিনি অধিক প্রিয় ও সম্মানিত এবং যাহার পবিত্র নাম আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য সৃষ্টি করার বিশলক্ষ বৎসর পূর্বে আরশে মোয়াল্লাতে আমার নামের পাশে লিখিয়া রাখিয়াছি, তিনিই নুরনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি এবং তাহার উম্মতগণ বেহেশ্‌তে প্রবেশ না করা পর্যন্ত অন্যান্যদের বেহেশতে প্রবেশ করা হারাম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, "হযরত আদমের (আঃ) দেহে রূহ ফুৎকার করার পর যখন তাহার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল, তখন তিনি আরশের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন লেখা রহিয়াছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" তখন আদম (আঃ) তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ পাক বলিলেন, এই নাম আমার প্রিয় হাবীবের। যিনি শেষ যমানায় নবী হইবেন। তাঁহার সৃষ্টি না হইলে তোমাকেও সৃষ্টি করিতাম না। সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে তিনি আমার নিকট বেশী প্রিয়।" কলম পয়দা হইয়া সর্বপ্রথম লাওহে মাহফুজে এই কথা কয়টি লিখিল, "আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নাই, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম, হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।" সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে তাহাকে আল্লাহ পাক বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন!

আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মদী (সঃ) হইতে সমস্ত রূহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই" বলিয়া স্বীকৃতি তলব করিলেন। তখন সর্বপ্রথম মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাঁ বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিলেন। তারপর আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মদীর (সঃ) দ্বারা সমস্ত নবীগণের নূরকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। তখন নবীগণের

নূর চাহিয়া দেখিল যে, তাহাদের উপর একেকটি নূর চমকাইতেছে। তাহারা এই নূরের পরিচয় জানিতে চাহিলে আল্লাহ পাক বলিলেন, "ইহা নূরে মোহাম্মদী (সঃ)। তোমরা যদি তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে নবী পদ দান করিব।" তখন তাহারা প্রত্যেকেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সঃ) সাইয়্যেদুল মুরছালীন বলিয়া ঈমান আনয়ন করিলেন এবং এই উছিলায়ই তাহারা নবী পদপ্রাপ্ত হইলেন।

আল্লাহ পাক হইলেন, 'রাব্বুল আলামীন' এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হইলেন 'রাহমাতুল্লিল্ আলামীন।' সমস্ত সৃষ্টজগত রাসূলুল্লাহর (সঃ) রহমতের অণুকণা ধারণ করিয়া টিকিয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। আল্লাহ পাকের পূর্ণ পরিচয় একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া আর কেহই লাভ করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। এইজন্য রাসূলুল্লাহকে (সঃ) মহব্বত করিলেই আল্লাহ পাকের মহব্বত লাভ করা যাইবে। অন্যথায় আল্লাহ পাকের মহব্বত ও কুদরত হাসিল করা কোন মতেই সম্ভব হইবে না। এইজন্যই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে, "যদি তোমরা আল্লাহর সহিত বন্ধুত্ব করিতে চাও তাহা হইলে আমার এত্তেবা ও অনুসরণ কর। তবেই আল্লাহ পাক তোমাদিগকে বন্ধুরূপে কবুল করিবেন।" আল্লাহুম্মা আতিনা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা রাসূলিকা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

পরম করুণাময় ও অনন্ত দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি।

الحمد لله رب العلمين- وصلوة وسلاما على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين-

"(আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন; ওয়া ছালাতাঁউ ওয়া ছালামান্ আলা হাবিবিহি মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহী আজ্মায়ীন)।" যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক, সমুদয় প্রশংসার যোগ্য তিনিই। আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও আসহাবগণের উপর স্বীয় করুণা ও রহমতের ধারা বর্ষিত করুন।

প্রথম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর সৃষ্টি রহস্য

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম 'শাজ্বারাতুল্ ইয়াকীন' নামে চারি কাণ্ড বিশিষ্ট একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। তারপর নূরে মোহাম্মদীকে ময়ূরের আকৃতিতে শুভ্র মুক্তার আবরণের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া উক্ত বৃক্ষের উপর রাখিয়া দেন। সত্তর হাজার বৎসর তিনি এইরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের তাস্বীহ পাঠে নিবিষ্ট থাকেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক লজ্জার আয়না তৈরী করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখেন। তিনি যখন স্বীয় সুন্দর লাবণ্যময় ও জাঁকজমকপূর্ণ ছবি আয়নার মধ্যে দেখিতে পান, তখন লজ্জিত হইয়া আল্লাহ তায়ালাকে অবনত মস্তকে পাঁচবার সিজদাহ করেন। এই কারণেই হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)এর উম্মতের উপর দৈনিক নির্দিষ্ট সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হইয়াছে।

আল্লাহ পাক পুনরায় যখন উক্ত নূরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন উহা আল্লাহর ভয়ে লজ্জিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া যায়। আল্লাহ পাক তাঁহার মাথার ঘর্ম হইতে ফেরেশ্তাদিগকে এবং মুখমণ্ডলের ঘর্ম হইতে আরশ-কুরসি, লৌহ-মাহফুজ, কলম, চন্দ্র, সূর্য, পর্দাসমূহ, তারকারাজি এবং আকাশস্থিত যাবতীয় বস্তু পয়দা করেন। আর কর্ণদ্বয়ের ঘর্ম হইতে ঈহুদী, নাসারা, অগ্নি উপাসক এবং অন্যান্য অনুরূপ জাতিসমূহের আত্মা সৃষ্টি করেন। তাঁহার পদদ্বয়ের ঘর্ম হইতে ভূমণ্ডলস্থিত সমুদয় বস্তু সামগ্রী সৃষ্টি করেন।

তারপর আল্লাহ পাক নূরে মুহাম্মদীকে (সঃ) সম্মুখের দিকে তাকাইতে আদেশ করেন। তিনি সম্মুখ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাঁহার সম্মুখে, পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে যথাক্রমে হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)এর নূর দেখিতে পান। অতঃপর নূরে মুহাম্মদী (সঃ) সত্তর হাজার বৎসর পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তাস্বীহ পাঠ করেন।

আল্লাহ তায়ালা নূরে মুহাম্মদী (সঃ) হইতে সমস্ত নবীগণের নূর সৃষ্টি করিয়া উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত নবীগণের রূহ্ পয়দা হইয়া বলিয়া উঠিল ঃ

لا اله الا الله محمد رسول الله–

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূ-লুল্লা-হ))

অর্থাৎ "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।" তারপর আল্লাহ তায়ালা লোহিত আকীক পাথরে একটি লণ্ঠন বা ফানুস তৈরী করিয়া হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে নামাযের সুরতে উহাতে বসাইয়া রাখেন।

অতঃপর উল্লিখিত আত্মাসমূহ নূরে মুহাম্মদী (সঃ)কে একলক্ষ বৎসর পর্যন্ত তাওয়াফ করেন এবং তাস্বীহ তাহ্লীল পাঠ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সময় আল্লাহ পাক তাঁহাদিগকে নূরে মুহাম্মদী (সঃ)এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে নির্দেশ করেন। এই আত্মাসমূহের মধ্যে যাহারা নূরে মুহাম্মদী (সঃ)এর পবিত্র মস্তক দেখিয়াছে তাঁহারা পরিণামে খলীফা ও বাদশাহ্ হইয়াছে। যাহারা পবিত্র মুখমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা ন্যায়পরায়ণ, আমীর ও সাধক হইয়াছে। যাহারা কর্ণদ্বয় দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা সত্যের সাধক হইয়াছে। যাহারা চক্ষুদ্বয় দেখিতে পাইয়াছে, তাহারা পবিত্র কোরআন শরীফের তত্ত্বাবধায়ক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। ভ্রূদ্বয়ের দর্শকগণ ভাগ্যবান হইয়াছে। যাহারা গণ্ডদ্বয় দেখিয়াছে,, তাহারা বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান হইয়াছে। যাহারা পবিত্র নাসিকা দেখিয়াছে, তাহারা হেকীম, ডাক্তার ও সুগন্ধি বিক্রেতা হইয়াছে। আর যাঁহারা ওষ্ঠ মোবারক দেখিয়াছে তাহারা রূপবান ও উযির হইয়াছে। যাহারা মুখ গহ্বর দেখিয়াছে, তাহারা রোযাদার হইয়াছে। দন্তরাজির দর্শকগণ সুন্দর সুন্দর নর-নারী হইয়াছে। রসনা মোবারকের দর্শকগণ রাজদূত হইয়াছে। হলকুমের দর্শকগণ বক্তা, মোয়াজ্জিন ও উপদেষ্টা হইয়াছে। শ্মশ্রু মোবারকের দর্শকগণ ধর্মযোদ্ধা হইয়াছে। গ্রীবা মোবারকের দর্শকগণ ব্যবসায়ী হইয়াছে। বাহুদ্বয়ের দর্শকবৃন্দ তীরন্দাজ ও তরবারী যোদ্ধা হইয়াছে। ডান বাহুর দর্শকগণ নাপিত হইয়াছে। বাম বাহুর দর্শকগণ জল্লাদ ও

বীর পুরুষ হইয়াছে। ডান হস্তের দর্শকগণ সাব্বাক ও শিল্পী হইয়াছে। বাম হস্তের দর্শকগণ কয়াল হইয়াছে। উভয় হস্তের দর্শকগণ দানবীর ও বিজ্ঞ হইয়াছে। হাতের পিঠ দর্শকগণ কৃপণ ও অসৎ হইয়াছে। ডান হস্তের পিঠ দর্শকগণ রঞ্জক হইয়াছে। বাম হস্তের পিঠ দর্শকগণ কাঠুরিয়া হইয়াছে। অঙ্গুলি দর্শকগণ লেখক ও মুন্সী হইয়াছে। ডান হস্তের অঙ্গুলির পিঠ দর্শকগণ দরজী হইয়াছে। বাম হস্তের অঙ্গুলির পিঠ দর্শকগণ কর্মকার হইয়াছে। বক্ষ দর্শকগণ আলেম, মোজ্তাহিদ, চিন্তাবিদ ও কৃতজ্ঞ হইয়াছে। পৃষ্ঠ দর্শকগণ ধর্মানুরাগী হইয়াছে। কপাল দর্শকগণ গাজী হইয়াছে। উদর দর্শকগণ স্বল্পেতুষ্ট ও সংসার ত্যাগী হইয়াছে। হাটুদ্বয় দর্শকগণ রুকু সিজদাহকারী হইয়াছে। পদদ্বয় দর্শকগণ শিকারী হইয়াছে। পদতল দর্শকগণ পর্যটক হইয়াছে। ছায়া মোবারক দর্শকগণ গায়ক ও রুটি প্রস্তুতকারক হইয়াছে। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, তাহারাই খোদায়ী দাবীদার ফেরাউন, নমরুদ ও অন্যান্য কাফেররূপে পরিগণিত হইয়াছে। যাহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা সত্ত্বেও দেখিতে পায় নাই, তাহারা ইহুদী, নাসারা, অগ্নিউপাসক ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

আল্লাহ পাক হুযুর করীম (সঃ)এর আহ্মদ احمد। নামের আকৃতিতে নামাযকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন নামাযের দণ্ডায়মান হওয়া (ا) আলিফ অক্ষর সদৃশ। রুকুর অবস্থা (ح) হা-অক্ষর সদৃশ। সিজদাহ্ করা (م) মিম অক্ষর সদৃশ এবং নামাযের বৈঠক ও উপবেশন (د) দাল অক্ষর সদৃশ।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হুযুর করীম (সঃ)এর মুহাম্মদ محمد নামের আকৃতিতে পয়দা করিয়াছেন। যেমন (م) মিম্ অক্ষরের মতই মানুষের মস্তক গোলাকার। হস্তদ্বয় (ح) হা অক্ষরের মত বাঁকা। উদর (مـ) দ্বিতীয় মিম্ অক্ষরের মতই মোটা ও গোল এবং পদদ্বয় (د) দাল অক্ষরের ন্যায়। এই কারণেই কোন কাফের তাহার মানবাকৃতিতে দোযখের অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে না, বরং কাফেরকে শূকরের আকৃতিতে দোযখের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হইবে।

والله اعلم بالصواب

(ওয়াল্লাহু আ'লামু বিছ্ছাওয়াব)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাই ইহার অধিক ভাল জানেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত আদম সফীউল্লাহ (আঃ)এর সৃষ্টি রহস্য

হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, "আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)কে বিভিন্ন দেশের মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। পবিত্র কাবা শরীফের মাটি হইতে মস্তক, দোহনার মাটি হইতে বক্ষস্থল, ভারতবর্ষের মাটি হইতে উদর ও পিঠ, হস্তদ্বয় পূর্বদেশের মাটি হইতে এবং পদদ্বয় পশ্চিমদেশীয় মাটি হইতে পয়দা করিয়াছেন।"

হযরত ওয়াহ্‌হাব ইবনে মাম্বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহ তায়ালা সপ্তস্তরের মৃত্তিকা হইতে হযরত আদম (আঃ)এর সপ্তঅঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন– প্রথম স্তরের মাটি হইতে তাঁহার মস্তক, দ্বিতীয় স্তরের মাটি হইতে তাঁহার ঘাড়, তৃতীয় স্তরের মাটি হইতে তাঁহার বক্ষস্থল, চতুর্থ স্তরের মাটি হইতে তাঁহার হস্তদ্বয়, পঞ্চম স্তরের মাটি হইতে তাঁহার উদর ও পিঠ, ষষ্ঠ স্তরের মাটি হইতে তাঁহার উরুদ্বয় ও নিতম্ব এবং সপ্তম স্তরের মাটি হইতে তাঁহার পদদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, "আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)এর মাথা বাইতুল মোকাদ্দাসের মাটি হইতে এবং চেহারা মোবারক বেহেশতের মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর দন্তরাজি হাউজে কাউসারের মাটি হইতে, দক্ষিণ হস্ত কাবা শরীফের মাটি হইতে, বাম হস্ত পারস্যের মাটি হইতে, হাড়সমূহ পাহাড়ের মাটি হইতে, লজ্জাস্থান বাবেল দেশের মাটি হইতে, পার্শ্বদেশ ইরাকের মাটি হইতে, হৃদয় ফেরদাউসের মাটি হইতে, নয়ন-যুগল হাউজে কাউসারের মাটি হইতে এবং জিহ্বা তায়েফের মাটি হইতে পয়দা করিয়াছেন।"

তাঁহার মস্তক বাইতুল মোকাদ্দাসের মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উহা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও আলাপ আলোচনার স্থান হইয়াছে। বেহেশতের মাটি হইতে তাঁহার মুখমণ্ডল তৈরী হইয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর, মনোহর ও লাবণ্যময় হইয়াছে। তাঁহার দন্তরাজি কাউসারের মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উহারা স্বাদের ও আস্বাদনের স্থান হইয়াছে। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাবা শরীফের মাটি হইতে তৈরী হইয়াছে বলিয়া উহা সাহায্যের স্থান হইয়াছে। তাঁহার পিঠ ইরাকের মাটি হইতে তৈরী হইয়াছে বলিয়া উহা শক্তি ও সামর্থের স্থান হইয়াছে। তাঁহার লজ্জাস্থান বাবেল দেশের মাটি হইতে তৈরী হইয়াছে বলিয়া উহা কাম-স্থান হইয়াছে। তাঁহার হাড্ডি পাহাড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উহা শক্ত ও সুদৃঢ় হইয়াছে। তাঁহার অন্তর ফেরদাউসের মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উহা ঈমান ও বিশ্বাসের স্থান হইয়াছে। আর তাঁহার জিহ্বা তায়েফের মাটি হইতে তৈরী হইয়াছে বলিয়া উহা সাক্ষ্যদানের স্থান হইয়াছে।

পরম কৌশলী আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)এর দেহে সর্বমোট নয়টি দরজা রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে সাতটি হইল মস্তকে, যেমন– (১) দুই চক্ষু, (২) দুই কর্ণ, (৩) দুই নাসিকার ছিদ্র এবং (৪) মুখগহ্বর। অবশিষ্ট দুইটি কোমরের নীচে– বাহ্যনালী ও প্রস্রাব-নালী শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আর আল্লাহ পাক চক্ষুদ্বয়ে দর্শন শক্তি, কর্ণদ্বয়ে শ্রবণ শক্তি, নাসিকায় ঘ্রাণশক্তি, জিহ্বায় আস্বাদন শক্তি, হাতদ্বয়ে স্পর্শ শক্তি এবং পদদ্বয়ে চলন শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক যখন হযরত আদম (আঃ)কে রূহদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রূহ্‌কে আল্লাহ তাঁহার মুখে বা মস্তকে প্রবেশ করিতে নির্দেশ দিলেন। উহা মস্তকে প্রবেশ করতঃ দুইশত বৎসর পর্যন্ত হযরত আদম (আঃ)এর মস্তকে বিচরণ করিয়া চক্ষুদ্বয়ে অবতরণ করে। তখন হযরত আদম (আঃ) স্বীয় দেহ-কাঠামোর প্রতি নজর করিয়া সমস্ত শরীর অবলোকন করিলেন। আর যখন রূহ কর্ণে প্রবেশ করিল তখন তিনি ফেরেশতাগণের তাস্‌বীহ পাঠ শ্রবণ করিলেন। অতঃপর রূহ্‌ নাসিকায় প্রবেশ করিয়া হাঁচি ছাড়িতে না ছাড়িতে পুনরায় মুখ ও কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ পাক তাঁহাকে الحمد لله 'আলহামদুলিল্লাহ্‌' অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য বলিতে শিখাইলেন। আর হযরত আদম (আঃ)এর হাম্‌দ শ্রবণ করিয়া আল্লাহ পাক তাঁহাকে يرحمك الله 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাকে রহম করিবেন বলিয়া আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। তারপর রূহ্‌ বক্ষস্থলে প্রবেশ করিলে হযরত আদম (আঃ) তাড়াতাড়ি দণ্ডায়মান হইতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু কিছুতেই দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না। এই জন্যই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–

وكان الانسان عجولا

(ওয়া কানাল্‌ ইনছানু আজুলা)

অর্থাৎ ঃ "মানুষ অত্যন্ত চপলমতি ও জলদিবাজ।"

অতঃপর রূহ্‌ যখন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিল, তখন হযরত আদম (আঃ) খাদ্য ভক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। অতঃপর রূহ দেহে প্রবেশ করিলে দেহ রক্ত, মাংস, শিরা-উপশিরায় পরিণত হইল। আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)এর শরীরকে নখের আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া দিলেন। তাই তাঁহার দেহের সৌন্দর্য ও লাবণ্য দিন দিন অধিকতর বর্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু ভুল পথে পদক্ষেপের ফলে আল্লাহ পাক শাস্তি স্বরূপ তাঁহার সেই নখের আবরণকে চামড়ার আবরণে পরিবর্তিত করিয়া দেন, আর পূর্বাবস্থার চিহ্নস্বরূপ হস্ত-পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে সামান্য একটু নখ রাখিয়া দেন।

দয়াময় আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে রূহদান

করিলেন এবং তাঁহাকে বেহেশতের পোশাকে সুসজ্জিত করিলেন। তখন নূরে মোহাম্মদী (সঃ) তাঁহার মুখমণ্ডলে ও পেশানিতে পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় চমকাইতে থাকে। তারপর যখন তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইল। আর আল্লাহ পাক ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ করিলেন, "হে ফেরেশতাগণ! তোমরা হযরত আদম (আঃ)কে আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহের দর্শক হিসাবে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করাও। তাহা হইলে তাঁহার ঈমান আরও সুদৃঢ় হইবে।" ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আদম (আঃ)কে স্কন্ধে স্থাপন করিয়া প্রায় দুইশত বৎসর পর্যন্ত সমুদয় নভোমণ্ডল পর্যটনে অতিবাহিত করিলেন।

তারপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)এর সওয়ারী বা বাহনের নিমিত্ত 'মাইমুনা' নামক একটি ঘোটকী তীব্র সুগন্ধবিশিষ্ট মেশ্‌ক দ্বারা সৃষ্টি করেন। উহার দুই পাখা মণিমুক্তা দ্বারা তৈরী করিয়া তিনি তাঁহাকে উহাতে উপবেশন করিতে বলিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) উহার লাগাম ধরিয়া আর হযরত মিকাইল (আঃ) উহার ডাহিনে এবং হযরত ইস্রাফিল (আঃ) উহার বামে থাকিয়া হযরত আদম (আঃ)কে সমস্ত আকাশে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ফেরেশতাদের সাক্ষাত হইতেই তিনি তাহাদিগকে–

السلام عليكم

(আচ্ছালামু আলাইকুম)

অর্থাৎ "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন আর তাঁহারাও প্রত্যুত্তরে–

وعليكم السلام ورحمة الله–

(ওয়া আলাইকুমুচ্ছালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহ্)

অর্থাৎ তোমাদের উপরও শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইলেন। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন, "হে আদম! এইরূপ সালামই আমি তোমাকে এবং তোমার বিশ্বাসী বংশধরগণের নিমিত্ত উপঢৌকনস্বরূপ দান করিলাম। তোমরা উহাদ্বারা একে অপরকে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাষণ করিবে।"

বিঃ দ্রঃ হাদীস শরীফে আছে السلام قبل الكلام। অর্থাৎ এক মুসলমান অপর মুসলমানের সহিত কথা বলিবার পূর্বে প্রথমে সালাম প্রদান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ফেরেশতাগণের সৃষ্টির বিবরণ

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক সৃষ্টিকুল নিয়ন্ত্রণ ও সৃষ্টজীবের তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ), হযরত আজরাইল (আঃ) ও হযরত ইস্রাফিল (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়াছেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে আল্লাহ পাকের বাণী বাহক ও প্রধান দূতের কার্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। আর হযরত মিকাইল (আঃ)কে খাদ্যদ্রব্য বন্টন ও শিলা বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণের কার্যে, হযরত আজরাইল (আঃ)কে জীবের রূহ কবজ বা মৃত্যু-দূতের কার্যে এবং ইস্রাফিল (আঃ)কে বিশ্ব প্রলয়ঙ্করী শিঙ্গা ফুকাইবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইস্রাফিল (আঃ) আল্লাহ পাকের সমীপে আবেদন করিয়াছেন, "হে আল্লাহ! আমাকে সাত আকাশ, সাত যমিন, পাহাড়-পর্বত, হিংস্র জীব-জন্তু ও মানব-দানবসমূহের শক্তি প্রদান করুন।" দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ তাঁহাকে উল্লিখিত বস্তুসমূহের শক্তি দান করেন। তাঁহার দেহে অসংখ্য পালক রহিয়াছে এবং তাঁহার মস্তক জাফরানী রং-এর পশম দ্বারা আবৃত। তাঁহার এক এক পশমে হাজার হাজার মুখমণ্ডল আছে। আর প্রত্যেক মুখে অগণিত জিহ্বা রহিয়াছে। তাঁহার মুখমণ্ডল ও জিহ্বাসমূহ সুপ্রশস্ত পাখা দ্বারা পরিবৃত। তিনি প্রত্যেক জিহ্বা দ্বারা অসংখ্য ভাষায় আল্লাহ পাকের তাস্‌বীহ পাঠ করেন। তাঁহার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা একজন করিয়া ফেরেশতা পয়দা করেন। এই সকল ফেরেশ্‌তা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তাস্‌বীহ পাঠে নিমগ্ন থাকিবে। তাঁহারাই মর্যাদাশালী আরশ বহনকারী কিরামান কাতিবীন ফেরেশ্‌তা। তাঁহারা সকলেই হযরত ইস্রাফিল (আঃ)এর আকৃতিতে গঠিত।

হযরত ইস্রাফিল (আঃ) প্রত্যহ তিনবার করিয়া জাহান্নামের প্রতি নজর করেন। উহাতে তাঁহার দেহ প্রায় বিগলিত হইয়া যায় এবং ধনুকের রশির মত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সদাসর্বদা তিনি কান্নাকাটি ও রোনাজারীতে সময় অতিবাহিত করেন। যদি আল্লাহ পাক তাঁহাকে চোখের পানি ফেলিতে ও ক্রন্দন করিতে নিষেধ না করিতেন, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার চোখের পানিতে ভাসিয়া যাইত এবং হযরত নূহ (আঃ)এর প্লাবনের আকার ধারণ করিত। যদি তাঁহার চক্ষুর পানি পৃথিবীর উপর নিপতিত হইত, তবে সমস্ত পৃথিবীবাসী হযরত নূহ (আঃ)এর তুফানের মত পানিতে ডুবিয়া মৃত্যবরণ করিত। তাঁহার শরীরের পরিধি এতই বিস্তৃত যে সমস্ত সাগরের পানি যদি তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হয় তথাপি একবিন্দু পানিও ভূমিতলে পতিত হইবে না।

হযরত ইস্রাফিল (আঃ)এর সৃষ্টির পাঁচশত বৎসর পর আল্লাহ পাক হযরত মিকাইল (আঃ)কে পয়দা করেন। তাঁহার আপাদমস্তক জাফরানী রংয়ের পশমে এবং পাখায়

পরিবৃত। প্রতিটি পশমের গায়ে অসংখ্য মুখ ও চক্ষু রহিয়াছে। প্রত্যেক মুখে অসংখ্য জিহ্বা আছে। প্রত্যেক জিহ্বার সাহায্যে তিনি অসংখ্য ভাষায় আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করেন। তাঁহার প্রত্যেক চোখ মুমিন মুসলমান ও পাপীদের জন্য ক্রন্দন সহকারে আল্লাহ তায়ালা সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করে ও রহমত কামনা করে। আর প্রত্যেক চক্ষু হাজার হাজার বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করে। উহাদ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহার আকৃতির সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা পয়দা করেন। যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠে আত্মনিয়োগ করিবে। তাহাদিগকে 'রূহানী ফেরেশ্‌তা' বলা হয়।

হযরত আজরাইল (আঃ)কে আল্লাহ পাক হযরত ইস্রাফিল (আঃ)এর মতই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারও মুখ, জিহ্বা এবং পাখা রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়
মৃত্যুর ইতিহাস

পবিত্র হাদীস শরীফে জনাব হুযুর করীম (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকে পয়দা করিয়া শত আবরণের মধ্যে উহা গোপন করিয়া রাখেন। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল অপেক্ষা প্রকাণ্ড করিয়া উহার আকৃতি গঠন করতঃ উহাকে সত্তরটি শৃংখলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। উহার প্রতিটি শৃংখল প্রায় এক হাজার বৎসরের রাস্তার সমপরিমাণ লম্বা ও দীর্ঘ। ফেরেশ্‌তাগণ কখনও উহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেন না। তবে কি উহার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে তাহারা অবগত ছিলেন না; কিন্তু চতুর্দিক হইতে উহার বিকট ও প্রলয়ঙ্করী চীৎকার শুনিতে পাইতেন।

হযরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টির পূর্বে সকলেই সে সম্পর্কে অনবগত ছিলেন। হযরত আদম (আঃ)এর সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ তায়ালা যখন মালাকুল মউতকে মৃত্যুর কার্যে নিয়োগ করিলেন তখন তিনি প্রার্থনা করিলেন– "হে আল্লাহ! মৃত্যু আবার কি জিনিস?" তখন আল্লাহ তায়ালা উক্ত আবরণকে উন্মুক্ত হইতে এবং সমস্ত ফেরেশ্‌তাদিগকে উহার প্রতি নজর করিতে নির্দেশ দিলেন। যখন ফেরেশ্‌তাগণ উহাকে দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন আল্লাহ পাক মৃত্যুকে বলিলেন– "হে মৃত্যু! তুমি তোমার সমুদয় পাখা বিস্তার করিয়া তাহাদের মস্তকোপরি উড়িয়া বেড়াও এবং তোমার সমস্ত চক্ষু উন্মিলিত করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আল্লাহ পাকের নির্দেশানুযায়ী যখন মৃত্যু উড়িতে আরম্ভ করিল, তাহা দর্শন করিয়া ফেরেশতাগণ মুর্চ্ছিত হইয়া দুই হাজার বৎসর পড়িয়া রহিলেন। তারপর তাহারা চৈতন্য লাভ করিয়া আরজ করিলেন, "হে আল্লাহ! ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন কি?" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ পাক বলিলেন,

"হে ফেরেশতাগণ! ইহা আমারই সৃষ্ট এবং ইহা অপেক্ষা আমিই মহীয়ান ও গরীয়ান। প্রতিটি সৃষ্টজীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে।" আর আল্লাহ তায়ালা হযরত আজরাইল (আঃ)কে বলিলেন, "হে আজরাইল! আমি তোমাকে সৃষ্ট-জীবের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন করিলাম।" হযরত আজরাইল (আঃ) প্রার্থনা করিলেন, "হে আল্লাহ! মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি আমার নাই। কেননা মৃত্যু আমার অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী।" তখন হযরত আজরাইল (আঃ) আল্লাহ পাক প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া মৃত্যুকে স্বীয় আয়ত্তে আনয়ন করেন।

অতঃপর মৃত্যু আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিল, "হে আল্লাহ! আমাকে একবার নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে উচ্চৈঃস্বরে কিছু বলিবার অনুমতি প্রদান করুন।" আল্লাহ্ পাকের অনুমতি লইয়া মৃত্যু অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "হে সৃষ্টজীব সকল! স্মরণ রাখিও, আমি সেই মৃত্যু–যে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন করে, মাতা-কন্যায়, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, সবল-দুর্বলে এবং ভ্রাতা-ভগ্নির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়; ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা বিরান ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। আমি অবশ্যই মৃত্যু দান করিব, যদিও তোমরা গগণচুম্বি অট্টালিকায় থাক না কেন। এমন কি কোন জীবই আমার স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইবে না।"

যখন কাহারও মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে, তখন মৃত্যু স্বীয় বিকট মূর্তিতে মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। মুমূর্ষু আত্মা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "হে ব্যক্তি! তুমি কে এবং তুমি কি চাও?" প্রত্যুত্তরে সে বলে, "আমি মৃত্যু, আমি তোমাকে পৃথিবী হইতে বাহির করিব, তোমার সন্তানদিগকে অনাথ, এতিম করিব এবং তোমার স্ত্রীকে বিধবা করিব। তোমার ধন-দৌলত, অর্থ- সম্পদ তোমার সেই সকল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করিব, যাহারা তোমাকে পৃথিবীতে পছন্দ করে নাই এবং তুমিও যাহাদের পছন্দ কর নাই। তুমি নিজের জন্য যে সকল সৎকার্য করিয়াছিলে, আজ তাহারাই তোমার উপকারার্থে তোমার দোসর হইবে; আর কিছুই তোমার কোন প্রকার উপকার করিতে সক্ষম হইবে না।" এই সকল কথা শুনিয়া সেই ব্যক্তি তাহার মুখমণ্ডল দেওয়ালের দিকে ফিরায়, কিন্তু মৃত্যুদূতকে সেদিকেও হাজির দেখিতে পায়। পুনরায় সে অন্যদিকে মুখ ফিরায়, কিন্তু সেইদিকেও মৃত্যুকে দেখিতে পায়। পরিশেষে মৃত্যু বলিতে থাকে, "হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি জান না যে, আমিই সেই মৃত্যু– যে তোমার চোখের সম্মুখ হইতে তোমার মাতা-পিতার রূহ কবজ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তখন তাহাদের কোনই উপকার করিতে পার নাই। আজ তদ্রূপ আমি তোমার সন্তানদের সম্মুখ হইতে তোমার রূহ্ ছিনাইয়া লইয়া অনন্ত জগতে বিলীন হইয়া যাইব; কিন্তু তাহারা তোমার কোনই উপকার করিতে পারিবে না। আমিই সেই মৃত্যু, যে অত্যন্ত শক্তিশালী জাতিসমূহকে ধ্বংস করিয়াছে।"

অতঃপর মৃত্যুদূত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "হে ব্যক্তি! পৃথিবী তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে?" প্রত্যুত্তরে সে বলে, "আমি পৃথিবীকে ধোকাবাজ, প্রবঞ্চক ও প্রতারক হিসাবেই পাইয়াছি। উহা আমার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই।" তারপর আল্লাহ

পাক মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্মুখে পৃথিবীকে কুৎসিত বৃদ্ধা রমণীর আকৃতিতে তুলিয়া ধরিবেন। তখন পৃথিবী মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "হে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুমি কি আমার বুকে পাপকাজ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলে বা লজ্জিত হইয়াছিলে? আর পাপ কর্ম হইতে বাঁচিয়াছিলে? তুমি আমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলে কিন্তু আমি তোমাকে অন্বেষণ করি নাই। তুমি আমার মোহে এতই বিভোর, বিবেকহীন, অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিলে যে, হালাল হারামের কখনও পার্থক্য কর নাই। তুমি কি মনে করিয়াছিলে যে, তোমাকে পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে না? কিন্তু তুমি মনে রাখিও, আমি তোমাকে এবং তোমার কার্যক্রমকে মোটেই পছন্দ করি নাই।"

মুমূর্ষু ব্যক্তি আরও দেখিতে পাইবে যে, তাহার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত অন্যের হাতে চলিয়া যাইতেছে। তখন উক্ত মালামাল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, "হে পাপী নরাধম! তুমি আমাদিগকে অন্যায়ভাবে সঞ্চয় ও সংগ্রহ করিয়াছিলে এবং দরিদ্র-ভিক্ষুককে আমাদের হইতে মোটেই দান-খয়রাত কর নাই। আজ আমরা অন্যের হাতে যাইতেছি। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন–

يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتى الله بقلب سليم–

"(ইয়াউমা লা ইয়ান্‌ফায়ু মালুঁ ওয়ালা বানুনা ইল্লা মান্ আতাল্লাহা বিক্বাল্‌বিন্ ছালীম)"
অর্থাৎ ঃ "সেইদিন ধন-সম্পত্তি ও পুত্র-কন্যা কোন উপকার করিতে পারিবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সমীপে পবিত্র আত্মা লইয়া হাজির হইবে, সে ব্যতীত।" তখন বান্দা আরজ করিবে, "হে আল্লাহ! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিন। তাহা হইলে আমি যথোপযুক্ত সৎকার্য সম্পাদন করিয়া আসিব।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন–

اذا جاء اجلهم لايستاخرون ساعة ولايستقدمون–

"(ইজা জ্বাআ আজ্বালাহুম লা ইয়াছ্‌তা'খিরুনা ছাআতাঁউ ওয়ালা ইয়াছতাক্‌দিমুন)"

অর্থাৎ ঃ "যখন কাহারও মৃত্যু সময় সন্নিকটে আসে (তখনই তাহার রূহ্ কবজ করা হয়) তখন মুহূর্তও আগে পিছে করা হয় না।"

অতঃপর মুমিন লোকের রূহ অত্যন্ত সহজ ও আছানির সহিত কবজ করা হয় আর মুনাফেক ও কাফেরদের রূহ্ খুব যাতনা সহকারে ছিনাইয়া আনা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন–

كلا ان كتاب الابرار لفى عليين– كلا ان كتاب الفجار لفى سجين–

"(কাল্লা ইন্না কিতাবাল আবরারি লাফি ইল্লিয়্যিন, কাল্লা ইন্না কিতাবাল ফুজ্জারি লাফি ছিজ্জিন)"

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই সৎলোকের আমলনামা ইল্লিন নামক স্থানে এবং বদ লোকদের আমলনামা সিজ্জিন নামক স্থানে রাখা হয়।"

বিঃ দ্রঃ সিজ্জিন এবং ইল্লিন হইল দুইটি লিখিত রেজিষ্টার। উহাতে সৎলোকদের আমলনামা ও বদলোকদের আমলনামা সংরক্ষিত করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

মালাকুল মউত কিরূপে রূহ্ কবজ করে

সল্‌বি নামক গ্রন্থে হযরত মোকাতেল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহ তায়ালা মালাকুল মউত ফেরেশতার জন্য সপ্তম বা চতুর্থ আকাশে সত্তর হাজার স্তম্ভের উপর একটি নূরের সিংহাসন সংস্থাপন করিয়াছেন। মালাকুল মউতের চারিখানা পাখা আছে এবং তাঁহার সমস্ত দেহে মানব-দানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির সংখ্যানুপাতে জিহ্বা ও চক্ষু রহিয়াছে। অর্থাৎ এমন কোন প্রাণী নাই, যাহার নিমিত্ত তাহার শরীরে মুখ, হাত ও চক্ষু নাই। সেখান হইতেই তিনি তাহাদের রূহ কবজ করেন।"

একদিন হযরত নবী করীম (সঃ) বলিলেন যে, মালাকুল মউতের উত্তরে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে ও নীচে সর্বমোট ছয়খানা মুখমণ্ডল রহিয়াছে। তখন সাহাবাগণ আরজ করিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! সেই ছয়খানা মুখের তাৎপর্য ও রহস্য কি?" প্রত্যুত্তরে নবী করীম (সঃ) বলিলেন, "মালাকুল মউত তাহার উত্তর মুখ দিয়া পশ্চিম দেশীয় প্রাণীদের রূহ্ কবজ করেন; আর দক্ষিণ মুখ দিয়া পূর্ব দেশীয় প্রাণীদের রূহ্ কবজ করেন। পশ্চাতের মুখ দিয়া পাপী ও দোযখীদের আত্মা কবজ করেন। আর সম্মুখের মুখ দিয়া আমার মুমিন উম্মতদের রূহ্ কবজ করেন। তিনি মস্তকোপরি মুখ দিয়া আকাশমণ্ডলের অধিবাসীদের রূহ্ কবজ করেন এবং পদতলের মুখ দিয়া জ্বিন ও দানবদের আত্মা ছিনাইয়া আনেন।"

হযরত রাসূল করীম (সঃ) আরও বলিয়াছেন যে, "মালাকুল মউত হাতের দ্বারা প্রাণীর রূহ্ কবজ করেন এবং চক্ষু দ্বারা তিনি প্রাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।" এমনিভাবে সর্ব স্থানের সৃষ্টজীবের আত্মা কবজ করা হইয়া থাকে। যখন পৃথিবীর বুকে কেহ মৃত্যুবরণ করে, তখনই মালাকুল মউতের দেহস্থিত একটি চক্ষু বিলীন হইয়া যায়।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল মউত মাত্র চারিটি মুখমণ্ডলের অধিকারী। তিনি মস্তকোপরী মুখমণ্ডলের দ্বারা নবী ও ফেরেশ্‌তাদের আত্মা কবজ করেন। আর সম্মুখস্থ মুখমন্ডলের দ্বারা মুমিন বান্দাদের রূহ্ কবজ করেন। পশ্চাদ্‌মুখী মুখমণ্ডলের

দ্বারা ধর্মদ্রোহী কাফেরদের আত্মা সংহার করেন। আর পদতলস্থ মুখমণ্ডল দ্বারা মানুষের মহাশত্রু শয়তান ও জিন্নাতদের আত্মা সংহার করেন। তাহার একখানি পা জাহান্নামের উপরিস্থিত পুলসিরাতের উপর এবং অপরখানি বেহেশ্‌তের উদ্যানস্থিত সিংহাসনের উপর অবস্থিত। হাদীস শরীফে আছে যে, মালাকুল মউতের আকৃতি এতই বিশাল যে, যদি সমুদয় নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরের পানিরাশি তাহার মাথার উপর বর্ষিত হইত, তথাপি একবিন্দু পানিও ভূমিতে পতিত হইত না। আরও বলা হইয়াছে যে, মালাকুল মউতের সম্মুখে এই পৃথিবীর জীবসমূহ এতই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে, যেন একখানি খাদ্যের বরতন বিভিন্ন উপাদানে সজ্জিত করিয়া তাহার সম্মুখে রাখা হইয়াছে এবং তিনি স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে তন্মধ্য হইতে ভক্ষণ করিতে পারেন। পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টজীব তাহার সম্মুখে ঠিক তেমনই পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি পৃথিবীকে এমনভাবে উলট-পালট করিতে পারেন, যেন কেহ হাতের তালুতে রৌপ্যমুদ্রা লইয়া উলট-পালট করিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল মউত নবী ও রাসূল (সঃ) ব্যতীত অন্য কাহারও রূহ্ কবজ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন না। অন্যান্য জীব জানোয়ারদের প্রাণ সংহারের জন্য তাহার অনেক সহকর্মী রহিয়াছে। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক যখন যাবতীয় সৃষ্টজীব ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন, তখন হযরত আজরাইল (আঃ)এর দেহে মাত্র আটটি চক্ষু অবশিষ্ট থাকিবে, আর সবই বিলীন হইয়া যাইবে। সেইগুলি থাকিবে হযরত জিব্রাইল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ), হযরত ইস্রাফিল (আঃ) ও স্বয়ং হযরত আজরাইল (আঃ)-এর জন্য এবং আরশ-বহনকারী ও তত্ত্বাবধায়ক চারিজন বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তার জন্য।

আর মালাকুল মউত কিরূপে বুঝিতে পারেন যে, কাহার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে? এই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, যখন কাহারও রোগ-শোক ও মৃত্যুর পরোয়ানা মালাকুল মউতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করেন, "হে আল্লাহ! আমি কিরূপে, কোথায় এবং কখন এই বান্দার আত্মা কবজ করিব,– তাহা বলিয়া দিন।" তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে মালাকুল মউত! মৃত্যুর গোপনীয় সংবাদ কেবল আমার জন্য সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে, আমি ব্যতীত অন্য কেহই সে সম্বন্ধে অবগত নহে। তবে হাঁ, যখন সময় ঘনাইয়া আসিবে, তখন আমিই তোমাকে পরিজ্ঞাত করাইব এবং তুমি উহার স্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিবে।" তাহা এই যে, যখন কাহারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশ্‌তা হাজির হইয়া বলিবে, "অমুকের পুত্র অমুকের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" অতঃপর কৃতকর্ম ও খাদ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্‌তা আসিয়া বলিবে অমুকের পুত্র অমুকের কর্মশক্তি ও খাদ্যদ্রব্য ফুরাইয়া গিয়াছে। তারপর মালাকুল মউতের নিকটস্থ ডাইরিতে পুণ্যবান ব্যক্তির নামের চতুর্দিকে উজ্জ্বল নূরের সুবর্ণ রেখা প্রকাশিত হয় এবং বদকার ব্যক্তির নামের চতুর্দিকে কৃষ্ণবর্ণের রেখা প্রকাশিত হয়। পরিশেষে আরশের নিম্নস্থিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ

হইতে তাহার নাম অঙ্কিত একটি পাতা মালাকুল মউতের সম্মুখে ঝরিয়া পড়ে এবং তখনই তিনি সেই ব্যক্তির রূহ্ কবজ করেন।

হযরত কা'ব ইবনে আহ্‌বার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক আরশের নিম্নভাগে একটি সুবৃহৎ বৃক্ষ পয়দা করিয়াছেন। উক্ত বৃক্ষে যাবতীয় জীবের সংখ্যানুপাতে পাতা রহিয়াছে। কাহারও মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বেই তাহার নামাঙ্কিত পাতাটি হযরত আজরাইল (আঃ)এর বক্ষের উপর ঝরিয়া পড়ে। তখন তিনি তাঁহার সহকর্মীদিগকে উক্ত ব্যক্তির রূহ্ কবজ করিতে নির্দেশ করেন। এরূপভাবে চল্লিশ দিন পূর্বেই উক্ত ব্যক্তি আকাশমণ্ডলে মৃত বলিয়া ঘোষিত হয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মিকাইল (আঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট হইতে একখানি সহিফা বা লিখিত পত্র লইয়া হযরত আজরাইল (আঃ)এর নিকট উপস্থিত হন। উহাতে মৃত ব্যক্তির নাম-ধাম, তাহার মৃত্যুর স্থান ও মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। আর হযরত আবু লাইস্ সমরকন্দি বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাহারও মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে আরশে মোয়াল্লার নিম্নস্থান হইতে সবুজ বা সাদা রংয়ের একবিন্দু পানি তাহার নামের উপর টপকাইয়া পড়ে। সেই পানিবিন্দু সবুজ হইলে উক্ত ব্যক্তি বদ্‌বখত বলিয়া বিবেচিত হয় এবং পানিবিন্দু সাদা হইলে সে নেকবখত হিসাবে বিবেচিত হয়, আর অত্যন্ত আসানীর সহিত তাহার রূহ কবজ করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃত্যুস্থানের বিবরণ

অনন্ত দয়াময় আল্লাহ পাক 'মালাকুল আরহাম' নামক এক শ্রেণীর ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাহার মৃত্যুস্থানের মাটি বীর্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেন। জন্ম-লাভের পর বান্দা পৃথিবীর যেখানে সেখানে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে বীর্যের সহিত মিশ্রিত মাটির জায়গায় আসিয়া হাজির হয়। তখন সেখানে তাহার রূহ্ কবজ করা হয়। আল্লাহ্ পাকের বাণীই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন–

قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم

القتل الى مضاجعهم–

"(কুল্ লাউ কুন্‌তুম ফী বুইয়ুতিকুম লাবারাজাল্লাযীনা কুতিবা আলা-ইহিমুল কাতলু ইলা মাদ্বাজিয়িহিম্।")

অর্থাৎ "হে নবী! আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা তোমাদের গৃহেও অবস্থান করিতে, তথাপি যাহার যেখানে মৃত্যু লেখা আছে, তাহাকে অবশ্যই সেই মৃত্যুস্থানে পৌঁছিতে হইত।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, প্রাচীনকালে হযরত মালাকুল মউত পয়গাম্বরদের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিতেন। একদিন তিনি হযরত দাউদ (আঃ)এর পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ)এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। তথায় তিনি একজন সুশ্রী যুবকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ফলে উক্ত যুবক ভীত ও কম্পিত হইয়া পড়িল। মালাকুল মউতের প্রস্থানের পর যুবকটি হযরত সুলাইমান (আঃ)এর নিকট আরজ করিল, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আশা করি বায়ু আপনার হুকুমে এখনই আমাকে চীনদেশে পৌঁছাইয়া দিবে।" অতঃপর হযরত সুলাইমান (আঃ)এর নির্দেশে বায়ু সে যুবকটিকে তখনই চীনদেশে পৌঁছাইয়া দিল। পুনরায় মালাকুল মউত সুলাইমান (আঃ)এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে মালাকুল মউত বলিলেন, "আমি সেইদিনই তাহার রূহ্ চীনদেশে কবজ করিবার জন্যে আদিষ্ট হই, কিন্তু তাহাকে আপনার নিকট দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়ি।" তারপর হযরত সুলাইমান (আঃ) সেই যুবকের চীনদেশে গমনের গল্প শুনাইলেন। তখন মালাকুল মউত বলিলেন, "আমি ঐদিনই তাহার রূহ্ চীনদেশে কবজ করিয়াছি।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রূহ্ কবজ করিবার নিমিত্ত মালাকুল মউতের অসংখ্য সহকর্মী আছে। যেমন কোনও ব্যক্তি সর্বদা প্রার্থনা করিয়া বলিত, "হে আল্লাহ্! আমাকে এবং সূর্যের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্তাকে ক্ষমা করুন।" সূর্যের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্তা একদা আল্লাহ্ পাকের অনুমতি লইয়া সেই ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বন্ধু! বলুন ত আপনি কি প্রয়োজনে আমার জন্য এত বেশি দোয়া করিয়া থাকেন।" সে উত্তর করিল, "আমার আশা আপনি আমাকে আপনার স্থানে লইয়া যান এবং মালাকুল মউতের নিকট হইতে জানিয়া আমাকে আমার মৃত্যুর নৈকট্যতা সম্বন্ধে অবগত করান।" এই উপলক্ষে তিনি তাহাকে স্বীয় স্থান সূর্যে বসাইয়া রাখিয়া মালাকুল মউতের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে মালাকুল মউত নিজের ডাইরী খুলিয়া বলিলেন, "এই লোকটির ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। আমার ডাইরীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, এই ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্থান সূর্যে অবস্থান না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হইবে না।" তখন প্রশ্নকারী বলিলেন, "সে এখন আমার স্থানে বসিয়া রহিয়াছে।" উত্তরে মালাকুল মউত বলিলেন, "তবে অবশ্যই এতক্ষণে আমার সহকর্মীগণ তাহার রূহ্ কবজ সম্পন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা তাহারা কখনও স্বীয় কার্যে গাফ্লতি বা অবহেলা করেন না।"

জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর হায়াত সম্পর্কে জনাব হুযুর করীম (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, "আল্লাহ পাকের যিকিরই তাহাদের জীবন। যখন তাহারা আল্লাহ তায়ালার যিকির ছাড়িয়া দেয় তখনই আল্লাহ পাক তাহাদের আত্মা সংহার করিয়া থাকেন; তাহাদের সহিত মালাকুল মউতের কোন সম্পর্ক নাই। আরও বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় জীবের আত্মা আল্লাহ পাকই সংহার করিয়া থাকেন। কিন্তু হত্যাকার্যকে হন্তার প্রতি এবং মৃত্যুকে রোগের প্রতি যেমন নেছবত বা সম্বন্ধযুক্ত করা হয়, তেমনি মৃত্যুর

সহিত মালাকুল মউতের নেছবত বা সম্পর্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

الله يتوفى الانفس حين موتها- والتى لم تمت فى

منامها- فيمسك التى قضى عليها الموت-

ويرسل الاخرى الى اجل مسمى- ان فى ذلك لايات

لقوم يتفكرون-

"(আল্লাহু ইয়াতাওয়াফ্ফাল আন্ফুছা হিনা মাউতিহা; ওয়াল্লাতি লাম্ তামুত্ফী মানামিহা; ফাইয়াম্ ছিকুল্ মাতি ক্বাদ্বা আলাইহাল্ মাউতু, ওয়া উইর-ছিলুল উখ্রা ইলা আজ্বালিম মুছাম্মা, ইন্না ফী জালিকা লাআইয়াতিল লিক্বাউমি ইয়াতাফাক্কারূন্।)"

অর্থাৎ ঃ "মৃত্যুর সময় হইলে আল্লাহ পাকই রূহ্ কবজ করিয়া থাকেন এবং তাহারা নিদ্রার সময় মৃত্যুবরণ করে না, কিন্তু মৃত্যুর সময় হইলে তাহার আত্মা কাড়িয়া লওয়া হয় আর অন্যান্য লোকদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই উহাতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে।"

সপ্তম অধ্যায়

আত্মার কথোপকথনের বিবরণ

পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল মউত যখন কাহারও জান কবজ করিতে উপস্থিত হন, তখন নেককারের আত্মা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "হে মালাকুল মউত! আল্লাহ পাকের অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত তোমার অনুগত হইতে সম্মত নহি। তোমাকে আমার জান কবজ করিতে দিব না!" তখন মালাকুল মউত বলিবে, "হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ পাক স্বয়ং আমাকে তোমার রূহ্ কবজ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।" তখন আত্মা বলিবে, "হে মৃত্যুদূত! যদি তুমি সত্য হও, তবে উহার প্রমাণ স্বরূপ নিদর্শন প্রদর্শন কর। কারণ আল্লাহ তায়ালা আমার দেহকে সৃষ্টি করিয়া উহাতে আমাকে বসবাস করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, তখন তুমি উপস্থিত ছিলে না। এখন কোথা হইতে আমায় কবজ করিতে আসিয়াছ?" তারপর মালাকুল মউত আল্লাহ পাকের সমীপে আরজ করিবেন, "হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এইরূপ বলিতেছে এবং তোমার নিদর্শন কামনা করিতেছে।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ এরশাদ করিবেন, "হে মালাকুল

মউত! আমার বান্দার রূহ্ সত্য কথাই বলিয়াছে; সুতরাং তুমি বেহেশতে চলিয়া যাও এবং উহা হইতে আমার নাম অঙ্কিত একটি সেব-ফল আনিয়া তাহার রূহের সম্মুখে স্থাপন কর।" অতঃপর মালাকুল মউত বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবে এবং "বিসমিল্লাহ" খোদিত একটি সেব-ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিবে। আর তখনই বান্দার রূহ উহা দেখিতে দেখিতে পরম আনন্দে বাহির হইয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায়

মৃত্যু-মুহূর্তে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাতর ফরিয়াদ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন কাহারও মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে, তখন মালাকুল মউত তাহার আত্মা কবজ করিবার জন্য বান্দার মুখের নিকট আগমন করেন, তখন তাহার মুখমণ্ডল আল্লাহ পাকের জিকির করিতে করিতে বলে, "মৃত্যুদূত! ক্ষান্ত হও, আর সম্মুখে অগ্রসর হইও না। এই পথে তোমার মনবাসনা পূর্ণ হইবে না। কারণ এই পথে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্ পাকের জিকির হইয়াছে।" তখন মৃত্যুদূত আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করেন, "হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এইরূপ বলিতেছে। আমি এখন কি করিতে পারি?" তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অন্যদিক হইতে চেষ্টা করিতে নির্দেশ করিবেন। নির্দেশ মত মালাকুল মউত এইবার তাহার হস্তের দিক হইতে প্রাণ সংহারের মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবেন। তখন হাত বাধা দিয়া বলিবে, "হে মৃত্যুদূত! আমি তোমাকে এই পথে আক্রমণ করিতে বারণ করিতেছি। কারণ এই হাত দ্বারা আমি অনেক দান-খয়রাত করিয়াছি, সস্নেহে এতিমের মস্তক স্পর্শ করিয়াছি, কত লেখনি চালনা করিয়াছি এবং শাণিত কৃপাণ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কাফের বেদ্বীনের গ্রীবাদেশে চালনা করিয়াছি। অতএব তুমি এই পথে আক্রমণ পরিচালনা করিও না।" অতঃপর মালাকুল মউত পদদ্বয়ের দিক হইতে মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিতে সচেষ্ট হইবে। তখন পদযুগল দৃঢ়স্বরে বাধা প্রদানপূর্বক বলিবে, "হে মালাকুল মউত! ক্ষান্ত হও, আর সম্মুখে অগ্রসর হইও না। এইদিক দিয়া আমাকে আক্রমণ করিও না, পদদ্বয়ের সাহায্যে আমি জুমআর ও জামাতের নামাযের জন্য দৌড়াইয়াছি। রোগীর সেবা-যত্নের জন্য গমন করিয়াছি। বিদ্যার্জনের জন্য জ্ঞানীদের মজলিসে যোগদান করিয়াছি।" তারপর মালাকুল মউতের আক্রমণ কর্ণদ্বয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তাহারা বলিবে, "হে যমদূত! ক্ষান্ত হও! এইদিকে অগ্রসর হইও না। আমি এই কর্ণদ্বারা আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম ও জিকির শুনিয়া হৃদয়কে পবিত্র ও আলোকিত করিয়াছি।" অতঃপর নেত্রদ্বয়ের দিকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিলে তাহারা বলিবে, "হে মালাকুল মউত! ক্ষান্ত হও, ধৈর্যধারণ কর, আমাদের দ্বারা পবিত্র কুরআনের প্রতি ও আলেমগণের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হইয়াছে। এইজন্য তুমি নেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রে আক্রমণ

চালাইও না।" মালাকুল মউত বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আরজ করিবেন, "হে আল্লাহ! তোমার বান্দা আমাকে যুক্তি-তর্কে পরাস্ত করিয়াছে ও এইরূপ বলিয়াছে। এখন আমি কিরূপে তাহার রূহ্ কবজ করিব, বলুন।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ পাক বলিবেন, "হে মালাকুল মউত! এইভাবে তুমি তাহার জান কবজ করিতে সক্ষম হইবে না, বরং তুমি তোমার হাতের উপর আমার নাম লিখিয়া আমার প্রিয় মুমিন বান্দার সম্মুখে উপস্থাপন কর। তবেই দেখিবে যে, আমার বান্দার রূহ্ আমার নাম দেখিতে দেখিতে কষ্ট-ক্লেশ ব্যতীত হাসিতে হাসিতে অনন্তে মিলিয়া যাইবে।" অতঃপর মালাকুল মউত তাহাই করিবেন। ইহাতে বান্দার রূহ্ আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নামের মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া মৃত্যুকষ্ট বিস্মৃত হইয়া পরমানন্দে অনন্তের পথে বিলীন হইয়া যাইবে। তাই বন্ধুগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, যাহারা নিজ অন্তর প্রদেশে আল্লাহ পাকের নামের মোহর অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহ প্রদত্ত সুকঠিন শাস্তি, বিচ্ছিন্নতার কষ্ট ও যাতনা এবং অপদস্থতার তীব্র গ্লানি হইতে নিস্তার লাভ করিবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন–

اولئك كتب فى قلوبهم الايمان–

("উলাইকা কাতাবা ফি কুলুবিহিমুল্ ঈমানা")

অর্থাৎ ঃ "উহারাই, যাহাদের হৃদয় কন্দরে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের মোহর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।" আর আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করিয়াছেন–

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه–

("আফামান্ শারাহাল্লাহু ছাদরাহু লিল্ ইছলামি ফাহুয়া আলানুরিম-মির রাব্বিহ")

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ পাক যাহাদের অন্তঃকরণকে পবিত্র ইসলামের জন্য সম্প্রসারিত করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছে। অতএব সে কিয়ামতের দিন আযাবের ভয় হইতে পরিত্রাণ লাভে সক্ষম হইবে।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন বান্দার জান কবজ আরম্ভ হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলে, "হে মালাকুল মউত! ক্ষান্ত হও, কিছু সময় তাহাকে আরাম করিতে দাও।" আর রূহ যখন বক্ষস্থল পর্যন্ত আসে, তখন পুনরায় ডাকিয়া বলা হয় যে, "হে মৃত্যুদূত! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! আরও কিছু সময় তাহাকে আরাম করিতে দাও।" অনুরূপভাবে হাটু ও নাভী পর্যন্ত পৌঁছিলেও তেমনি বলা হইয়া থাকে। পরিশেষে রূহ যখন কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় তখন অতি

উচ্চৈঃস্বরে বলা হয়, "হে মালাকুল মউত! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! তাহাকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার জন্য কিছু সময় প্রদান কর।" তখন চক্ষুদ্বয় রূহকে বিদায় দিয়া বলে, "হে বন্ধু! কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।" অনুরূপভাবে উভয় কর্ণ, উভয় হস্ত এবং পদদ্বয় রূহকে আশীর্বাদ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করে!

আমরা আল্লাহ পাকের দরবারে মাগফেরাত কামনা করিতেছি যেন আমাদের রসনা হইতে ঈমানের বাণী এবং অন্তর হইতে মারেফাতের জ্যোতি বিদায় করিতে না হয়। তারপর হস্তদ্বয়, পদদ্বয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং চক্ষুদ্বয় জ্যোতিহীন, কর্ণদ্বয় শ্রবণ শক্তিহীন এবং দেহ কাঠামো আত্মাহীন হইয়া পড়িয়া থাকে।

আহা! সেই সময় যদি রসনা শাহাদত বিহীন ও আত্মা আল্লাহ পাকের মারেফাত বিহীন পড়িয়া থাকে, তবে সেই বান্দাকে কবরের মধ্যে কতইনা দুরবস্থা ও দুঃখ-যাতনা ভোগ করিতে হইবে। যেখানে মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-কন্যা, পাড়া-প্রতিবেশী, বিছানাপত্র ও আবরণ বলিতে কিছুই থাকিবে না। আহা! সেই সময় আল্লাহ যদি অনুগ্রহ না করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) বলিয়াছেন, "জান কবজের সময়ই বান্দার ঈমান নষ্ট হইবার অত্যধিক সম্ভাবনা থাকে।" ঈমান নষ্ট না করার জন্য আমরা পরম করুণাময়ের সাহায্য ও অনুকম্পা কামনা করিতেছি। আমিন। আমিন!!

নবম অধ্যায়

মানুষের ঈমান নষ্ট করিতে শয়তানের চেষ্টা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জান কবজের সময় শয়তান মৃত্যুর পথযাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলে, "হে বান্দা! তুমি যদি এই অসহ্য যন্ত্রণা হইতে নিস্তার লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া দুইজন খোদার অস্তিত্ব স্বীকার কর।" এই সঙ্কট মুহূর্তে ঈমান রক্ষা করা বড়ই বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। এইজন্য বলিতেছি, হে বন্ধুগণ! সেই বিপদ ও সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে অধিক পরিমাণে অশ্রু বর্ষণ সহকারে রাত্রি জাগরণ করিয়া রুকু-সিজদায় মশগুল হউন এবং আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করুন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুযুর! কোন কাজে ঈমান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "(১) ঈমানের শুক্‌রিয়া আদায় না করিলে, (২) জীবনের শেষ মুহূর্তকে ভয় না করিলে এবং (৩)

আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করিলে ঈমান নাশের সম্ভাবনা থাকে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যাহাদের মধ্যে এই তিনটি দোষ বিদ্যমান, আমার মনে হয় তাহারা সকলেই বেঈমান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে; কিন্তু আল্লাহ পাক যদি কাহারও ভাগ্যবলে ঈমান বিনষ্ট না করেন, তবে সে ঠিক থাকিবে।" এইজন্য আমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ পাকের নিকট এই সকল অপকর্ম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জান কবজের সময় মুমূর্ষু ব্যক্তি পিপাসায় ও হৃৎপিণ্ডের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর ও অস্থির হইয়া যায়। এমন সময় শয়তান বান্দার ঈমান নষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। সেই সময় বান্দা যখন পিপাসায় কাতর হইয়া যায়, তখন শয়তান এক পেয়ালা বরফ-পানি লইয়া বান্দার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং পেয়ালাটি আন্দোলিত করিতে থাকে। তখন কাতর বান্দা ভুলবশতঃ শয়তানের নিকট পানি চায়। উত্তরে শয়তান বলে, "হে বান্দা! তুমি যদি এই কথা বল যে, এই বিশ্ব-জগতের কোন প্রতিপালক নাই, তবেই তোমাকে আমি এই পানি পান করাইতে পারি।" ইহাতে বান্দা যদি কোন উত্তর প্রদান না করে, তবে শয়তান পুনরায় তাহার পদযুগলের সন্নিকটে বসিয়া পানির পেয়ালা নাড়াচাড়া করিতে থাকে। তখন উক্ত বান্দা বলে, "আমাকে কিছু পানি দাও।" উত্তরে শয়তান বলে, "হে বান্দা! তুমি যদি বলিতে পার যে, রাসূলগণ মিথ্যাকথা প্রচার করিয়া গিয়াছে, তবে তোমাকে পানি পান করাইতে পারি।" এমতাবস্থায় যাহার ভাগ্যে বদবখতি লেখা আছে, সে পিপাসার যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া শয়তানের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করিয়া বেঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং ধর্ম-ভীরু ও আল্লাহভক্ত ব্যক্তি ঈমানের শক্তির প্রভাবে শয়তানের প্ররোচনা হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হয় ও পবিত্র ঈমানের সহিত তাহার রূহ, অনন্ত রাজ্যে বিলীন হইয়া যায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিখ্যাত সুফী আবু জাকারিয়া (রহঃ)-এর জান কবজের সময় তাহার এক প্রিয়তম বন্ধু তাহাকে কালেমায়ে শাহাদাত তালকীন দিতে (পড়াইতে) শুরু করেন; কিন্তু প্রত্যুত্তরে সুফী আবু জাকারিয়া (রহঃ) কিছুই বলিলেন না এবং মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। দ্বিতীয়বারও তিনি এমনই করিলেন এবং তৃতীয়বার তালকীনের সময় বলিলেন, "আমি ইহা বলিব না।" ফলে বন্ধুবর অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর আবু জাকারিয়া (রহঃ) যাতনার অল্পতা অনুভব করতঃ চক্ষুদ্বয় উন্মিলিত করিয়া বলিলেন, "হে বন্ধু! তুমি কি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?" বন্ধুবর বলিলেন, "হ্যাঁ আমরা আপনাকে তিনবার কালেমায়ে শাহাদাত তালকীন করিয়াছি, কিন্তু দুইবারই আপনি মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়াছিলেন এবং তৃতীয়বার বলিয়াছিলেন যে, "আমি ইহা বলিব না।" তখন সুফী আবু জাকারিয়া (রহঃ) বলিলেন,

"বিতাড়িত ইবলিস শয়তান এক পেয়ালা পানিসহ আমার ডানদিকে দাঁড়াইয়া এবং পানির পাত্রটি নাড়াচাড়া করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে বান্দা! তুমি কি পানি পান করিবে?" আমি উত্তর করিলাম, "হ্যাঁ পান করিব।" তখন শয়তান বলিল, "যদি তুমি বল যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার পুত্র ছিলেন, তবে তোমাকে আমি পানি পান করাইব।" এইকথা শ্রবণ করিয়া আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছি। তারপর শয়তান পায়ের কাছে আসিয়াও সেই কথা বলিল, তখনও আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছি। তৃতীয়বার শয়তান আমাকে বলিল– "তুমি অন্ততঃ বল, 'লা-ইলাহা অর্থাৎ কোনই উপাস্য নাই।" ইহার প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম, আমি কখনও এই কথা বলিব না। ইহা শ্রবণ করিয়াই শয়তান পানির পাত্রটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। আমি মরদুদ্ শয়তানের কথার উত্তর দিয়াছি মাত্র। আমি তোমাদের কথার উত্তর দেই নাই। এখন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, "আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কোনও উপাস্য নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ পাকের বান্দা এবং রাসূল ছিলেন।"

হযরত মানসুর ইব্‌নে আম্মার (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থাকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যেমন– (১) তাহার ধন-সম্পদ নিজের উত্তরাধিকারদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়, (২) মালাকাল্ মউত রূহ্ লইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া যায়, (৩) দেহের মাংস কীট-পতঙ্গে খাইয়া ফেলে, (৪) হাড় অস্থি মাটির সহিত মিশিয়া যায় এবং (৫) সৎকর্মগুলি ইহার হকদারেরা লইয়া যায়। তবে প্রত্যেকে স্বীয় প্রাপ্যাংশ বন্টন করিয়া লইয়া যাইতে অনুশোচনা করিবার কিছুই নাই; কিন্তু, হায়! বিতাড়িত শয়তান যেন ঈমান হরণ করিতে না পারে। পবিত্র ঈমান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ আল্লাহ পাক হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র। ইহার ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহ পাক আমাদের 'খাতেমা বিল্‌খায়ের' এনায়েত করুন, আমিন।

দশম অধ্যায়

রূহের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মানবাত্মা যখন দেহ পিঞ্জর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন আকাশমণ্ডল হইতে অতি উচ্চৈঃস্বরে তিনবার ডাকিয়া প্রশ্ন করা হয়, "হে আদম সন্তান! বল, তুমি কি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, না পৃথিবী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? আর তুমি পৃথিবীকে অর্জন করিয়াছিলে, না পৃথিবী তোমাকে অর্জন করিয়াছিল? আর হে বান্দা! পৃথিবী কি তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল, নাকি তুমিই আল্লাহতায়ালাকে বিস্মৃত হইয়া পৃথিবীকে গ্রহণ করিয়াছিলে?"

আবার যখন গোসল দেওয়ার জন্য স্নানের জায়গায় রাখা হয় তখনও গগনমণ্ডল হইতে তিনবার উচ্চৈঃস্বরে আওয়াজ দিয়া বলা হয়, "ওহে আদম সন্তান! তোমার সেই

শক্তিমান দেহবল্লরী এখন কোথায়? আর কে-ই বা তোমাকে এত দুর্বল ও অসহায় করিয়াছে? আর তোমার সেই বাকপটু জিহ্বা কোথায়? এখন কেন তুমি নির্বাক হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ; আর তোমার সেই তীক্ষ্ণ শ্রবণেন্দ্রীয় কর্ণদ্বয়কে এমন বধির করিয়াছে কে? আর কেইবা নিরেট নিষ্ঠুরের মত তোমাকে স্বীয় বন্ধু-বান্ধব হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে?"

তারপর যখন কাফন পরানো হয়, সেই সময়ও আকাশমণ্ডল হইতে তিনবার অতি উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া বলা হয়, "হে আদম সন্তান! তুমি যদি বেহেশ্‌তি বান্দা হইয়া থাক, তাহা হইলে ইহা সুসংবাদের কথাই বটে, কিন্তু তুমি যদি দোযখী বান্দা হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার জন্যে শত আক্ষেপ! আর হে আদম সন্তান! তোমার প্রতি যদি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট ও রাজি থাকেন, তবেই অতি উত্তম; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া থাকেন, তবে ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।" আর তৃতীয়বার বলা হয়, "ওহে আদম সন্তান! তুমি এখন এক দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ পথে যাত্রা করিবে। তুমি চিন্তা করিয়াছ কি? আর সেই দুর্গম পথের সম্বল তোমার আছে কি? আজ তুমি নিজে সুখ-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া অতি বিপদ-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর স্থানে গমন করিবে, কিন্তু কখনও আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।"

আবার যখন মৃত ব্যক্তিকে খাটের ওপর রাখা হয়, তখন পূর্বের ন্যায় তিনবার ঘোষণা করা হয়, "ওহে আদম সন্তান! যদি তুমি পুণ্যবান হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমার জন্যে শুভসংবাদ। আর দুষ্কর্মশীল হইলে তোমার নিমিত্ত রহিয়াছে দুঃসংবাদ; কিন্তু তুমি যদি আল্লাহ পাকের রেজামন্দি হাসিল করিয়া থাক এবং তাওবাহ করিয়া থাক, তাহা হইলে খুব উত্তম করিয়াছ। অন্যথায় তোমার পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হইবে। অতঃপর যখন খাটকে জানাযার নামাযের জন্য সারিবদ্ধ কাতারের সম্মুখে রাখা হয়, তখন আবার পূর্বের ন্যায় ঘোষণা করা হয়, "হে আদম সন্তান! তুমি তোমার জীবনে ভাল-মন্দ যাহা কিছু সম্পন্ন করিয়াছ এখন সবকিছুই প্রত্যক্ষ করিবে। যদি সৎভাবে ও পুণ্য সঞ্চয়ের ভিতর দিয়া স্বীয় জীবনকে অতিবাহিত করিয়া থাক, তবে তোমার জন্যে রহিয়াছে সুসংবাদ; কিন্তু যদি মন্দভাবে পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া জীবনকে অতিবাহিত করিয়া থাক, তবে তোমার ধ্বংস অবধারিত।"

অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের পার্শ্বে রাখা হয়, তখন কবর তাহাকে তিনবার ডাকিয়া বলে, "ওহে আদম সন্তান! একদিন আমার পৃষ্ঠোপরি পরমানন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়াছ, এখন কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। আর এক কালে আমার পৃষ্ঠদেশে কত আনন্দ ও উৎফুল্ল হৃদয়ে কাল অতিবাহিত করিয়াছিলে, এখন চিন্তিতাবস্থায় আমার মধ্যে প্রবেশ কর, আর এককালে তুমি বেশ বাকপটু ছিলে, কিন্তু এখন নির্বাক ও বিমর্ষ চিত্তে আমার অভ্যন্তরে দাখিল হও।"

তারপর দাফন-কার্য সমাপন করিয়া লোকজন যখন নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে চলিয়া যায়,

তখন পরম কৌশলী আল্লাহ তায়ালা বলেন, "ওহে আমার প্রিয় বান্দা! আজ তুমি নির্জন কবরের মাঝে ঘোর অন্ধকারে বন্ধু-বান্ধব ও দোসরহীন একা একা পড়িয়া রহিয়াছ। আত্মীয়-স্বজন সকলেই তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এক সময় তুমি তাহাদের জন্য আমার বিধিনিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া পাপকাজে পরিলিপ্ত হইয়াছিলে এবং আমাকে ভুলিয়া গিয়াছিলে। হে বান্দা! আজ এই দুর্দিনে তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান হইব। যাহা দর্শন করিয়া আমার সৃষ্ট জীবসকল বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িবে। হে বান্দা! জানিয়া রাখ, মাতা সন্তানের প্রতি কতটুকু স্নেহশীল ও মায়াময়ী হইয়া থাকে, আমি আমার বান্দার জন্যে তদপেক্ষাও অধিক স্নেহশীল ও দয়ালু।"

একাদশ অধ্যায়

বান্দার প্রতি মাটির ঘোষণা

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, মাটি প্রতিনিয়ত উচ্চৈঃস্বরে দশটি বাক্য ঘোষণা করে ঃ (১) হে আদম সন্তান! আজ আমার পৃষ্ঠদেশে লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করিতেছ কিন্তু অতি সত্বরই তোমাকে আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। (২) আজ আমার পৃষ্ঠে পাপকাজ করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে তোমাকে আযাব করা হইবে। (৩) আজ আমার পৃষ্ঠে হাস্য-কৌতুক করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে তোমাকে কান্নাকাটি করিতে হইবে। (৪) আজ আমার পৃষ্ঠে হারাম মাল আরামে ভক্ষণ করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে নিকৃষ্ট পোকা-মাকড় তোমার নধর দেহ পরমানন্দে ভক্ষণ করিবে। (৫) হে আদম সন্তান! তুমি আমার পৃষ্ঠে আনন্দে ও মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে দুঃখিত ও চিন্তিত অবস্থায় থাকিতে হইবে। (৬) আজ আমার পিঠে হারাম বস্তু আরামে ভক্ষণ করিয়া দেহ কাঠামো হৃষ্ট-পুষ্ট করিতেছ কিন্তু কালই উহা আমার অভ্যন্তরে বিগলিত হইয়া যাইবে। (৭) আজ আমার পৃষ্ঠে অহংকার ও গৌরব করিতেছ, কিন্তু কালই তোমাকে আমার অভ্যন্তরে লাঞ্ছিত, পদদলিত ও অপদস্থ হইতে হইবে। (৮) আজ আনন্দ ও উৎফুল্লচিত্তে আমার পৃষ্ঠে সানন্দে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু কালই তোমাকে আমার অভ্যন্তরে দুশ্চিন্তার মহাসাগরে হাবুডুব খাইতে হইবে। (৯) আজ ভূ-পৃষ্ঠে আলোর বন্যায় বিচরণ করিতেছ, কিন্তু অচিরেই আমার অভ্যন্তরে ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া থাকিবে। (১০) আজ আমার পৃষ্ঠে সদলবলে চলাফিরা করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে তোমাকে নিঃসঙ্গ একা পড়িয়া থাকিতে হইবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কবর প্রতিনিয়ত তিন তিনবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলে, "হে বান্দা! আমিই নির্জন নিবাস, আমিই অন্ধকারালয় এবং আমিই পোকা মাকড়ের আবাসস্থল; সুতরাং হে আল্লাহ তায়ালার বান্দা! আমার অভ্যন্তরে সুখে দিন যাপন

করিবার জন্যে কিছু পাথেয় সঞ্চয় করিয়াছ কি?" তাহা ছাড়া কবর আরও পাঁচ পাঁচবার ডাকিয়া বলিতে থাকে, "হে আল্লাহ পাকের বান্দা! আমার অভ্যন্তরে নির্জনবাসে প্রবেশ করিবার পূর্বে পবিত্র কোরআন পাককে বন্ধু হিসাবে সাথে করিয়া আনিও। আর আমার নীরব, নির্জন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিবার আগে গভীর রাত্রির এবাদতের নূর লইয়া আসিও। আর হে আল্লাহ পাকের বান্দা! আমি কাঁচা মাটির নিবাসস্থল; সুতরাং আমার গৃহে প্রবেশ করিতে পুণ্যকর্মের বিছানাপত্র সঙ্গে আনিও। আর আমি সাপ-বিচ্ছুর নিবাসস্থল; সুতরাং আমার গৃহে আগমনের পূর্বে খয়রাত ও বিসমিল্লাহ পাঠ এবং চক্ষুর অশ্রু বিসর্জনরূপে ঔষধ ও প্রতিষেধক সঙ্গে করিয়া আনিও। আর হে আল্লাহ পাকের বান্দা! আমিই হইলাম মুনকির-নকীরের কঠিন পরীক্ষাগার; সুতরাং পৃথিবীতে অত্যধিক পরিমাণে কালেমা তাইয়্যিবা পাঠ করিয়া আমার ভিতরে আগমন করিও। তাহা হইলেই তুমি নিস্তার লাভ করিবে।"

দ্বাদশ অধ্যায়

জানকবজের পর রূহের চীৎকার

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "একদিন আমি স্বীয় শয়ন কক্ষে বসিয়াছিলাম। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব রাসূল করীম (সঃ) আমার গৃহে আগমন করিলেন। তখন আমি স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী দণ্ডায়মান হইতে চাহিলে হুযুর (সঃ) বলিলেন, "হে উম্মুল মুমিনিন! স্বীয় স্থানে বসিয়া থাক।" আমি তাহাই করিলাম। তারপর হুযুর (সঃ) আমার ক্রোড়ে স্বীয় মাথা মোবারক স্থাপন করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। অতঃপর আমি তাহার সাদা শ্মশ্রু মোবারক অন্বেষণ করিয়া ঊনবিংশটি সাদা শ্মশ্রুর সন্ধান লাভ করিলাম এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, আহা! আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবী (সঃ)ও নিজ উম্মতদিগকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া অনন্ত ধামে যাত্রা করিবেন। আর উম্মতগণ নবীবিহীন অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। এইকথা চিন্তা করিতে করিতে আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বন্যায় প্লাবিত হইয়া গেল এবং কয়েক ফোটা অশ্রু আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী (সঃ)এর পবিত্র চেহারা মোবারকের উপর টপকাইয়া পড়িল। ফলে হুযুর (সঃ) জাগ্রত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন?' প্রত্যুত্তরে আমি সবকিছু বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলাম।"

"তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে উম্মুল মুমিনীন! বল ত মৃত ব্যক্তির নিকট কোন্ অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ ও অসহনীয়?" আমি উত্তর করিলাম, সে সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার প্রিয় রাসূল (সঃ)-ই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, "তাহা অবশ্যই; কিন্তু তবু তুমি অভিমত প্রকাশ কর।" আমি বলিলাম, "যখন মৃত ব্যক্তিকে

ঘর হইতে বাহির করা হয় এবং যখন তাহার সন্তানগণ হে পিতা! হে মাতা! বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চাতে দৌড়াইতে থাকে, আর সে ব্যক্তি, হে পুত্র! হে কন্যা! বলিতে থাকে, এই সময়টিই অত্যন্ত ভয়াবহ ও অসহনীয়।" হুযুর (সঃ) বলিলেন, হ্যাঁ, প্রকৃতই সে অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ।' হুযুর (সঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত আর কোন্ অবস্থা ভয়াবহ?" আমি উত্তর করিলাম, "যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাকে আল্লাহ পাকের কুদরতের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করে এবং নিজের কৃতকর্ম ব্যতীত আর কিছুই তাহার থাকে না, এই অবস্থাটিও তাহার জন্য কম ভয়াবহ নহে।" হুযুর (সঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলত আর কোন্ অবস্থা ভয়াবহ।" আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম, "আমার চাইতে আল্লাহ পাক ও তাঁহার রাসূল (সঃ)-ই ভাল জানেন।" তখন হুযুর (সঃ) বলিলেন, "হে উম্মুল মুমিনীন! জানিয়া রাখ যে, গোসলদানকারী যখন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাইবার নিমিত্ত তাহার পরিধেয় বস্ত্র, যুবকদের অঙ্গুরী ও জামা কাপড় আর কাজী, ফকীহ ও বৃদ্ধের পাগড়ী টানিয়া খুলিয়া ফেলে, সেই সময়টা মৃত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ ও অসহনীয়। রূহ তখন তাহার এই উলঙ্গ শরীর দেখিতে পায়, তখন সে অতি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলে, 'হে গোসলদানকারী! তোমাকে আল্লাহ তায়ালার শপথ দিয়া বলিতেছি, আমার পরিধেয় বসন একটু আস্তে আস্তে খুলিয়া বাহির কর। কারণ, এইমাত্র আজরাইলের যাতনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি।' তাহার এই চিৎকার মানব-দানব ভিন্ন অন্য সকলেই শুনিতে পায়। তারপর মৃত ব্যক্তির শরীরে যখন পানি ঢালা হয়, তখনও পূর্বের মত চিৎকার করিয়া বলে, 'হে গোসলদানকারী! তোমাকে আল্লাহ পাকের শপথ দিয়া বলিতেছি, তুমি আমার শরীরে অতি ঠাণ্ডা বা অতি গরম পানি ঢালিও না। কারণ, রূহ বাহির করিবার পর আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে।' তারপর গোসলদানকারী মৃত ব্যক্তির শরীর যখন কচলাইয়া দিতে থাকে, তখনও সে বলিয়া উঠে, 'হে গোসলদানকারী, আল্লাহ পাকের শপথ! আমার শরীর অতি জোরে মর্দন করিও না।' তারপর শবদেহে যখন কাফন পরান হয়, তখন রূহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলে, 'হে গোসলদানকারী! আমার স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-পরিজন আমার মুখমণ্ডল শেষবারের জন্য দেখিয়া লউক; সুতরাং তুমি আমার মাথার দিকের কাপড় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিও না।' অতঃপর যখন শবদেহ গৃহ হইতে বাহির করা হয়, তখন মৃতের আত্মা বলিয়া উঠে 'হে লোকগণ! আল্লাহর শপথ, আমাকে গৃহ হইতে এত তাড়াতাড়ি বাহির করিও না। আমাকে শেষবারের মত আমার ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের নিকট হইতে বিদায় লইতে দাও।"

'তারপর রূহ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে, 'হে মানবগণ! আজ হইতে আমি আমার স্ত্রীকে বিধবা এবং পুত্র-কন্যাদিগকে এতিম ও অসহায় করিয়া যাইতেছি। আল্লাহ পাকের শপথ, তোমরা কখনও তাহাদিগকে কষ্ট দিও না। আমি আমার যথাসর্বস্ব ফেলিয়া যাইতেছি, আর কখনও এইস্থানে প্রত্যাবর্তন করিব না।' অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে খাটে করিয়া যখন লইয়া যাইতে শুরু করে তখন রূহ বলে, 'হে বন্ধুগণ! আল্লাহ পাকের শপথ, যে পর্যন্ত আমি আমার পুত্র-কন্যা, পরিবার ও প্রতিবেশীদের আওয়াজ শুনিতে পাই, ততক্ষণ আমাকে শীঘ্র বাহির করিও না। কেননা আজিকার এই বিচ্ছিন্নতা কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকিবে।' যখন মৃত ব্যক্তির খাট লইয়া তিন কদম অগ্রসর হয়, তখন আত্মা আবার অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলে, হে বন্ধু ও সন্তানগণ! জানিয়া রাখ; আমি পৃথিবীর মোহে পড়িয়া জীবন শেষ করিয়াছি, সাবধান! তোমরা তাহার মোহে পড়িও না। তোমরা উহা হইতে দূরে থাকিও। পৃথিবী আমাকে লইয়া যেমন ছিনিমিনি খেলিয়াছে তোমাদিগকে লইয়াও যেন সেইরূপ করিতে না পারে।'

রূহ আরও বলে, 'হে দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীবৃন্দ! আমার অবস্থা অবলোকন করিয়া তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, তবেই তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে। যাহা আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা উত্তরাধিকারীদের জন্যেই ফেলিয়া আসিয়াছি। তোমরা আমার পরও জীবিত থাকিবে; কিন্তু তোমরা আমার পাপের একাংশও গ্রহণ করিবে না। আর উত্তরাধিকারীগণ তাহাদের প্রাপ্য অংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করিয়া লইবে অথচ আমার কথা কেহই মনেও করিবে না।'

আর জানাযার নামাযের পর বন্ধু-বান্ধব ও লোকজন যখন চলিয়া যাইতে শুরু করে, তখন রূহ্ আল্লাহ পাকের শপথ দিয়া বলে, 'হে বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাইও না এবং দাফন শেষ হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত ফিরিয়া যাইও না।' আর যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে রাখা হয়, তখন সে তাহার উত্তরাধিকারীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলে, 'হে আমার ওয়ারিশগণ! আমি এই পৃথিবীতে বহু ধন-সম্পদ অর্জন করিয়াছি এই সমস্ত তোমাদেরই জন্য রাখিয়া আসিয়াছি। তোমরা এই প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করিয়া আমাকে ভুলিয়া যাইও না। আমি পবিত্র কোরআন শরীফ ও আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু তোমরা আমার জন্যে নেকদোয়া করিতে বিস্মৃত হইও না।' আর দাফনের পর যখন সকলে প্রত্যাবর্তন করে, তখন মৃতব্যক্তি বলে 'হে বন্ধুগণ! আমার জানা আছে যে, মৃতব্যক্তি জীবিতদের অন্তরে জামহারির হইতেও অধিক ঠাণ্ডা বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু আমার অন্তিম অনুরোধ, তোমরা আমাকে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইও না।"

হযরত আবু কালাবা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা স্বপ্নে তিনি একটি কবরস্থান দেখিতে পাইলেন, যাহার কবরগুলি ফাটিয়া গিয়াছে এবং মৃতব্যক্তিরা বাহির হইয়া কবরের পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে, তাহাদের প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া নূরের তবক রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনকে দেখিতে পাইলেন যে, তাহার নূরের তবক নাই এবং সে খুবই চিন্তিত। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের পুত্র-কন্যা ও বন্ধু-বান্ধব তাহাদের জন্য দোয়া ও দান-খয়রাত করিয়া থাকে। উহার ফলস্বরূপ তাহারা নূরের

তবক প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির এক অসৎ পুত্র আছে; সে পিতার জন্য দান-খয়রাত বা দোয়া-কালাম কিছুই করে না। সেজন্য তাহার নূরের তবক নাই এবং প্রতিবেশীদের নিকট খুবই লজ্জিত। অতঃপর হযরত আবু কালাবা (রাঃ) জাগ্রত হইয়া উক্ত ব্যক্তির পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া স্বপ্নযোগে যাহা কিছু অবগত হইয়াছিলেন আনুপূর্বিক সবকিছুই খুলিয়া বলিলেন। পুত্র বলিল, "হুযুর! আমি আপনার হাতে তাওবাহ্ করিয়া বলিতেছি, আর আমি কখনও পাপের কাজ করিব না এবং আজীবন পিতার কথা স্মরণ রাখিব এবং আল্লাহ পাকের নিকট তাহার জন্য মাগফেরাত কামনা করিব।" তারপর সে মৃত পিতার জন্য দান-খয়রাত ও এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হইল। কিছুদিন পর হযরত আবু কালাবা (রাঃ) পূর্ববত সেই কবরগুলি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, পূর্বের সেই নূরহীন মৃত ব্যক্তির নিকট সূর্যের কিরণ হইতে অতি উজ্জ্বল একটি নূরের তবক বিরাজ করিতেছে। আর সেই ব্যক্তি বলিল, "হে আবু কালাবা! আল্লাহ পাক আপনাকে আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন। আমি আপনার সাহায্যের ফলে দোযখের আযাব ও প্রতিবেশীদের তিরস্কার হইতে মুক্তিলাভ করয়াছি।"

হাদীস শরীফে আছে, একদা আজরাইল ফেরেশ্‌তা ইসকান্দর দেশীয় এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করিলেন। লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" মালাকুল মউত বলিলেন, "আমি মৃত্যুদূত!" ইহা শ্রবণ করিয়া উক্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ ও পাঁজরের মধ্যে অনুকম্পন আরম্ভ হইল। মৃত্যুদূত তাহাকে বলিলেন, "তুমি কেন এমন করিতেছ?" প্রত্যুত্তরে সে বলিল, "আমি দোযখের ভয়ে এমন করিতেছি।" অতঃপর মৃত্যুদূত তাহাকে বলিল, আমি কি তোমাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিব না, যাহা দ্বারা তুমি নরক হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে?" মালাকুল মউত একখণ্ড কাগজ লইয়া উহাতে–

بسم الله الرحمن الرحيم–

উচ্চারণ ঃ "বিছ্‌মিল্লাহির্‌রাহ্‌মানির রাহীম" অর্থাৎ "পরম করুণাময় ও অনন্ত দয়ালু আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করিতেছি" লিখিয়া দিয়া বলিলেন– "ইহা দ্বারাই তুমি দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে।"

আরও বর্ণিত আছে যে, কোন এক অলী আল্লাহ্ কাহারও "বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" পাঠ শুনিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, "প্রিয়তমের নামই যখন এত মধুর, তখন তাঁহার দর্শন বা দীদার না জানি কতই মধুর?" তিনি আরও বলিলেন, "মানুষ বলিয়া থাকে যে, আজরাইলের কারণে পৃথিবী এক পয়সার তুল্যও মূল্যবান নহে, কিন্তু আমি বলিব, মৃত্যুদূতবিহীন পৃথিবী এক কপর্দকেরও সমান নহে। কেননা মৃত্যুদূতই বন্ধুর-মিলন ঘটাইয়া থাকে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মৃতের জন্য বিলাপ করিবার পরিণাম

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি বিপদে ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া স্বীয় বস্ত্র ছিঁড়িয়াছে, কিংবা বুকে আঘাত হানিয়াছে সে ব্যক্তি যেন তীর, বর্শা লইয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিয়া দিয়াছে।"

হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "বিপদের সময় যে ব্যক্তি দরওয়াজা বা বস্ত্র কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে, অথবা ছিঁড়িয়াছে অথবা দোকান পাট নষ্ট করিয়াছে, কিংবা গাছ পালা তুলিয়াছে বা স্বীয় অঙ্গের পশম তুলিয়াছে, আল্লাহতায়ালা তাহার প্রতিটি পশম ও উৎপাদিত বৃক্ষের পাতার পরিবর্তে তাহার জন্য দোযখে একটি গৃহ তৈরী করিবেন এবং সে যেন আল্লাহতায়ালার সহিত শরীক করিল ও সত্তরজন নবীকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইল। যতদিন এই কালো দাগ থাকিবে, ততদিন আল্লাহ পাক তাহার কোন ফরজ-নফল এবাদত, দান-খয়রাত ও দোয়া কবুল করিবেন না। আর আল্লাহ্ পাক ঐ ধরনের ক্রোধসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে– যাহারা বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করে নাই, তাহাদের কবরকে সংকীর্ণ করিয়া দিবেন এবং কঠিনভাবে তাহাদের হিসাব গ্রহণ করিবেন। আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু রহিয়াছে, সমুদয় জীব-জানোয়ার তৃণলতা ও ফেরেশ্‌তাগণ তাহার উপর আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত কামনা করিবে এবং তাহার নামে এক হাজার পাপ লিখিত হইবে আর তাহাদিগকে উলঙ্গ অবস্থায় কবর হইতে বাহির করা হইবে।"

আর বিপদে অধৈর্য হইয়া যে ব্যক্তি জামার পকেট ছিঁড়িয়া ফেলিবে, আল্লাহ পাক তাহার ধর্ম বিনষ্ট করিয়া দিবেন। বিপদে অধৈর্য হইয়া যে ব্যক্তি নিজ গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিবে কিংবা মুখমণ্ডলের কোন অংশ জখম করিয়া ফেলিবে, আল্লাহ পাক তাহার জন্য স্বীয় দীদার হারাম করিয়া দিবেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন কেহ যদি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সেই গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে মালাকুল মউত সেই গৃহের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন, "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা এরূপ করিতেছ কেন? আমি তোমাদের কাহারও হায়াত বা ধন-সম্পদ বিনষ্ট করি নাই এবং কাহারও উপর অত্যাচার করি নাই। তোমরা যদি আমার কাজে অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া থাক, তবে জানিয়া রাখিও, আমি আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনকারী দাসানুদাস মাত্র। আর যদি মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করিয়া থাক, তবে জানিয়া রাখিও, সে ছিল নিতান্ত অসহায়। আর যদি আল্লাহ পাকের আদেশের কারণে ক্রন্দন করিয়া থাক, তবে তোমরা আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী হইতে বঞ্চিত হইয়া কুফুরী করিতেছ। আল্লাহ পাকের শপথ দিয়া বলিতেছি যে, অবশ্যই তোমাদের নিকটও আমাকে আসিতে হইবে আর তোমরা কেহই আমার হাত হইতে রেহাই পাইবে না।"

ফকীহগণের অভিমত এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা হারাম; কিন্তু আওয়াজহীন ক্রন্দনে কোন ক্ষতি নাই তবে ধৈর্যধারণ করাই সর্বোত্তম। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন–

انما يتوف الصابرون اجرهم بغير حساب–

উচ্চারণ– "ইন্নামা ইয়াতাওফ্‌ফাছ্ ছাবিরুনা আজরুহুম বিগ্বাইরি হিছাব" ঃ –অবশ্যই ধৈর্যশীলদিগকে অসংখ্য প্রতিদান প্রদান করা হইবে। হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "উচ্চৈস্বরে ক্রন্দনকারীগণ ও তাহাদের সাহায্যকারীগণ এবং শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী সকলেই আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশ্‌তাগণ এবং সমস্ত মানুষ অভিসম্পাত করিয়া থাকে।"

বর্ণিত আছে, হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন তাঁহার স্ত্রী এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কবরের উপর পড়িয়াছিলেন। এক বৎসর পর তাবু উঠানো হইলে কবরের মধ্যস্থল হইতে এই আওয়াজ তিনি শুনিতে পাইলেন, "ওহে! যাহাকে তুমি হারাইয়াছ, তাহাকে কি তুমি পাইয়াছ?" হুযুর করীম (সঃ)এর পুত্র হযরত ইব্রাহিম (রাঃ) যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু পড়িতেছিল। ইহা দর্শন করিয়া হযরত আবদুর রহমান আরজ করিলেন, "হুযুর আপনি ত আমাদিগকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি মাত্র দুইটি পাপ আওয়াজ ও দুইটি আহাম্মকি কাজ হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছি। উহা হইল বিলাপের ও গানের সুরে ক্রন্দন করা, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন করা এবং গলদেশে আঘাত হানা কিন্তু অশ্রু বিসর্জনে কোন দোষ নাই। আল্লাহ পাক রহমতস্বরূপ দয়ালুদের হৃদয়ে উহা স্থাপন করিয়াছেন।" তারপর তিনি বলিলেন, "হে ইব্রাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় ব্যথিত এবং চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

হযরত ওহাব ইবনে কায়সান (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু হাফস ওমর (রাঃ) একজন স্ত্রীলোককে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর হুযুর করীম (সঃ) বলিলেন, "হে ওমর! তাহাকে ক্রন্দন করিতে দাও। কারণ হৃদয়ের দুঃখে চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হয় এবং উহা বিপদের সময়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

চতুর্দশ অধ্যায়

বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, কলম সর্বপ্রথম আল্লাহ পাকের নির্দেশে লৌহ মাহফুজে এই কথাগুলি লিখিয়াছে, "আমিই উপাস্য, একমাত্র উপাস্য। আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। আর হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমার প্রিয় বান্দা ও রাসূল। আমার সৃষ্টজীবের মধ্যে

তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।" লৌহে মাহফুজে আরও লেখা হইল, যাহারা আমার বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করিবে, আমার নেয়ামতের শোকর গুজারী করিবে, আর বিপদে ধৈর্যধারণ করিবে, তাহাদিগকে আমি কিয়ামতের দিন সত্যবাদিগণের মধ্যে পরিগণিত করিব এবং যাহারা আমার আদেশ নিষেধ অগ্রাহ্য করিবে, বিপদে অধৈর্য হইবে আর আমার প্রদত্ত নেয়ামতের শোকর গুজারী করিবে না, তাহারা যেন আমার আকাশের সীমানা ছাড়িয়া অন্য কোথাও চলিয়া যায় এবং আমাকে ছাড়া অন্যকে উপাস্যরূপে খুঁজিয়া লয়।

হযরত ফকিহ আবু লায়েস (রাঃ) বলিয়াছেন, "বিপদে ধৈর্যধারণ করতঃ আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা প্রত্যেক মানুষের একান্ত দরকার। কারণ, সেই সময় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিলে তাঁহার হুকুম প্রতিপালিত হয় এবং শয়তানকে তিরস্কার করা হয়। আর ইহাতে আল্লাহ পাক সেই বান্দার প্রতি খুশী হন।" আর হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, "ধৈর্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন– এবাদত-বন্দেগীতে ধৈর্যধারণ করা, বিপদে ধৈর্যধারণ করা এবং বালা-মছিবতে ধৈর্যধারণ করা। যাহারা এবাদত-বন্দেগীতে ধৈর্য অবলম্বন করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে রোজকিয়ামতে তিনশত উচ্চস্থান বা উচ্চমর্যাদা প্রদান করিবেন এবং প্রত্যেক দুই স্থানের মধ্যবর্তী উচ্চতা আকাশ পাতালের সমতুল্য হইবে। আর যাহারা বিপদে ধৈর্যধারণ করিবে, তাহাদিগকে রোজকিয়ামতে সাতশত মর্তবা প্রদান করা হইবে। প্রত্যেক দুই মর্তবার উচ্চতা আসমান যমিনের সমতুল্য হইবে। আর যাহারা বালা-মছিবতে ধৈর্য অবলম্বন করিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে নয়শত মর্তবা প্রদান করিবেন, প্রত্যেক দুই মর্তবার উচ্চতা আরশ ও ভূ-মণ্ডলের সমতুল্য হইবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

দেহ হইতে রূহ্ কবজের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "বান্দার জান কবজের সময় যখন তাহার বাকশক্তি লোপ পাইয়া যায়, তখন তাহার নিকট একের পর এক পাঁচজন ফেরেশতা আগমন করেন। সর্বাগ্রে খাদ্য সরবরাহকারী ফেরেশতা সালাম প্রদান করিয়া বলেন, "ওহে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার খাদ্য সংস্থানের কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন আমি তোমার জন্য পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত তালাস করিয়াও একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি নাই। অতএব আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।" তারপর দ্বিতীয় ফেরেশতা সালাম করিয়া বলে, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! আমি ছিলাম তোমার পানীয় সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত। কিন্তু আজ আমি সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করিয়াও এক ফোটা পানীয় জল সংগ্রহ করিতে পারি নাই; সুতরাং আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।" অতঃপর তৃতীয় ফেরেশতা সালাম করিয়া বলে, "ওহে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার উভয় পায়ের তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু আজ সমস্ত পৃথিবী

পরিভ্রমণ করিয়াও তোমার জন্য এক কদম পরিমাণ স্থানও পাইলাম না। অতএব আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।"

অনুরূপভাবে চতুর্থ ফেরেশতা সালাম প্রদান করিয়া বলে, "ওহে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ কাজে নিযুক্ত ছিলাম; কিন্তু আজ পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত খুঁজিয়াও তোমার জন্য সামান্য পরিমাণ নিঃশ্বাসও পাইলাম না। অতএব আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।" পরিশেষে পঞ্চম ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া সালাম প্রদান করিয়া বলে, "ওহে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার জীবন মৃত্যুর কাজে নিযুক্ত ছিলাম; কিন্তু আজ তোমার জন্য পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত তালাস করিয়াও সামান্য পরিমাণ সময়ও পাইলাম না; সুতরাং আমি তোমার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি।" তারপর কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় উপস্থিত হইয়া সালাম প্রদান করিয়া বলে, "ওহে আল্লাহর বান্দা! আমরা তোমার জন্য নেকী ও পাপ লিখিবার কাজে নিযুক্ত ছিলাম! কিন্তু আজ সমস্ত পৃথিবীর সমুদয় প্রান্ত তালাস করিয়াও তোমার কোন পাপপুণ্য পাইলাম না। অতএব আমরা তোমার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেছি।" এইকথা বলিবার পর তাঁহারা কালো বর্ণের একখানি লিখিত পত্র তাহার সামনে উপস্থিত করিয়া বলিবে, "হে আল্লাহর বান্দা! তুমি ইহার প্রতি লক্ষ্য কর।" উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহার সমস্ত শরীর বাহিয়া ঘর্ম নির্গত হইবে এবং কেহ যেন উক্ত লিখিত পত্র পাঠ না করিতে পারে, তজ্জন্য সে ডাইনে এবং বামে বারবার সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতে থাকিবে। তারপর কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় প্রস্থান করিবে। আর তখনই আজরাইল ফেরেশ্‌তা তাহার ডানদিকে রহমতের ফেরেশতা ও বামদিকে আযাবের ফেরেশতাসহকারে আগমন করিবেন। তাহাদের মধ্যে কেহবা রূহকে অত্যন্ত জোরে টানিতে থাকিবে আবার কেহবা খুব শান্তির সহিত রূহকে বাহির করিবে। মৃতব্যক্তি যদি পুণ্যবান হয় তবে রহমতের ফেরেশতাদিগকে ডাকা হইবে। তখন তাহারা মৃতব্যক্তির রূহসহকারে শূন্যে আরোহণ করিবেন। দয়াময় আল্লাহ তায়ালা তখন বলিবেন, "ওহে ফেরেশতাগণ! উক্ত রূহকে মৃতের শরীরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করাও, যেন সে শরীরের অবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়।" তারপর ফেরেশতাগণ রূহকে গৃহের মধ্যস্থলে রাখিবে। তখন মৃতের রূহ তাহার জন্য শোকসন্তপ্ত ও বেখেয়াল লোকদিগকে চিনিতে পারিবে, কিন্তু কোন কিছুই বলিতে পারিবে না। তারপর জানাযা সম্পাদনের পর মৃতদেহ গোর দিবামাত্রই আল্লাহপাকের রহমতে মৃতব্যক্তির শরীরে আত্মার বিকাশ ঘটিতে থাকিবে।

এ সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (ক) কেহ বলেন, "শরীরের মধ্যেই রূহ প্রবেশ করে, যেমন পৃথিবীতে ছিল। তখন তাহাকে বসান হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয়।" (খ) আবার কেহ বলেন, "রূহ শরীরেই প্রবেশ করে, কিন্তু তারপরে কি হয়, তাহা অজ্ঞাত।" (গ) কেহ বলেন, "রূহকেই প্রশ্ন করা হয়, শরীরকে নহে।" (ঘ) কেহ বলেন, "রূহ দেহের মধ্যেই বক্ষ পর্যন্ত বিরাজ করে।" (ঙ) আবার কেহ বলেন, "রূহ বা আত্মা শরীর অথবা কাফনের মধ্যে বিরাজ করে।" তবে প্রত্যেক মতের সপক্ষে হযরত নবী করীম (সঃ) হইতে হাদীস বর্ণিত রহিয়াছে।

আলেমগণের সহীহ্ মত এই যে, কবরের আযাব সত্য। তবে ইহার প্রকার ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। প্রখ্যাত ফকীহ আবু লায়েস (রহঃ) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কবরের আযাব হইতে রেহাই পাইতে চায়, সে যেন চারিটি কার্য সম্পাদন করে এবং চারিটি কার্য বর্জন করে। পালনীয় চারিটি কার্য হইল যে, (ক) নিয়ম মত নামায আদায় করা, (খ) দান-খয়রাত করা, (গ) পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করা এবং (ঘ) অধিক পরিমাণে তাসবীহ পাঠ করা। তাহা হইলে অবশ্যই এই কাজগুলির বরকতে বিভিন্ন প্রকার গোর আযাব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। আর বর্জনীয় চারিটি কার্য হইল, (ক) মিথ্যা বলা (খ) কাহারও গীবত গাওয়া, (গ) চোগলখুরী করা এবং (ঘ) প্রস্রাব হইতে শরীরকে পাক না রাখা ইত্যাদি।" জনাব হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা প্রস্রাব হইতে পবিত্র থাক, কারণ অধিকাংশ কবর আযাব ইহার জন্যেই হইয়া থাকে।"

তারপর মনকির ও নকীর নামক অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, নির্দয়-নিষ্ঠুর আরক্তিম লোচন, বজ্রের ন্যায় ভীষণ আওয়াজকারী, বিদ্যুতের ন্যায় চোখের জ্যোতি বিনষ্টকারী এবং মাটি ভেদকারী ও দীর্ঘ নখবিশিষ্ট ভয়ংকর আকৃতির দুইজন ফেরেশ্‌তা কবরে প্রবেশ করিবে এবং মৃত ব্যক্তিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ও বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে–

من ربك "মান রাব্বুকা" 'অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক কে?'

وما دينك "ওয়ামা দ্বিনুকা" অর্থাৎ তোমার ধর্মের নাম কি?

ومن نبيك "ওয়ামান নাবিয়্যুকা" অর্থাৎ তোমার নবী কে? প্রত্যুত্তরে নেককার বান্দাগণ বলিবেন–

ربى الله "রাব্বিয়াল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহ আমার প্রতিপালক।

وديني اسلام "ওয়াদ্বিনি ইসলামু" অর্থাৎ আমার ধর্ম ইসলাম।

ونبى محمد "ওয়া নাবিয়্যি মুহাম্মাদুন" অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমার নবী। এই উত্তরে ফেরেশ্‌তাদ্বয় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিবে, "হে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা! তুমি সেই নতুন বরের মত আরামে শুইয়া থাক, যাহাকে তাহার অতি প্রিয়জন ছাড়া কেহ জাগরিত করে না।" তারপর তাহার মাথার কিনারা দিয়া বেহেশ্‌তের দিকে জানালা খোলা হইবে, যাহা দ্বারা সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তের বাগান, আরামের স্থান ইত্যাদি যাহা কিছু তাহাকে বেহেশ্‌তে প্রদান করা হইবে, সবকিছুই দেখিবে। পরিশেষে উভয় ফেরেশ্‌তা তাহার রূহ্ লইয়া কবর হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং আরশে মোয়াল্লার নীচে ঝুলন্ত প্রদীপে উহা রাখিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে যে, জনাব হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন– 'আমার বান্দাগণের মধ্য

হইতে যাহাদিগকে আমি ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করি তাহাদের গুনাহসমূহকে শরীরের রোগ-শোক অথবা দারিদ্র্যতার নিষ্পেষণে, অথবা দুঃখ-কষ্টে নিপতিত করিয়া দেই। এর পরও যদি গুনাহরাশি বাকী থাকে, তবে তাহার মৃত্যুকষ্ট কঠিন করিয়া দেই যাহাতে সে নিষ্পাপ অবস্থায় আমার সহিত সাক্ষাত করিতে সক্ষম হয়।' আর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় মান-সম্মান ও প্রতিপত্তির শপথ করিয়া বলিয়াছেন, 'আমার বান্দাগণের মধ্যে যাহাদের গুনাহরাশি আমি মার্জনা করিতে চাইনা, তাহাদিগকে এই পৃথিবীতেই তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ সুস্থ-সবল ও আনন্দমুখর এবং অঢেল পরিমাণে ভোগ্যপণ্য প্রদান করিয়া সুখ-শান্তিতে নিমগ্ন রাখি। তারপরও যদি কিছুটা পুণ্য অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তবে তাহার মৃত্যুকষ্ট লাঘব করিয়া থাকি।"

হযরত আস্‌ওয়াদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "একদিন আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ একটি তাঁবু ছিড়িয়া একজন লোকের উপর পতিত হইলে আমরা সকলেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি জনাব হুযুর করীম (সঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুমিন বান্দার শরীরে কাঁটা প্রবেশ করিলেও আল্লাহ তায়ালা তাহার পাপ মার্জনা করিয়া দেন এবং উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন। জনৈক বুযর্গ বলিয়াছেন, "নিরোগ দেহ উৎকৃষ্ট নহে এবং বিপদশূন্য ধন-সম্পদও উৎকৃষ্ট নহে।"

জনাব হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "যখন কাহারও 'মরজগৎ' ত্যাগ করিয়া পরজগতে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী হয়, তখন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাসম্পন্ন একদল ফেরেশ্‌তা বেহেশ্‌তী কাফন ও সুগন্ধি লইয়া তাহার দৃষ্টিপথে বসিয়া থাকে। তারপর মৃত্যুদূত তাহার মাথার পার্শ্বে বসিয়া আরজ করে, হে প্রশান্ত আত্মা! আল্লাহ পাকের রহমত ও রেজামন্দির জন্য অতি সত্বর বাহির হইয়া আস।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "তখন রূহ্ বাহির হইয়া আসে এবং তাহার মুখ হইতে পানির ফোটা পড়িতে থাকে, যেমন মশক হইতে পতিত হয়। তারপর ফেরেশ্‌তাগণ তাহার রূহ্‌কে সযত্নে ধরিয়া উক্ত কাফনের মধ্যে রাখে এবং উহা হইতে মেশ্‌কের সুগন্ধ বাহির হয়। অবশেষে ফেরেশ্‌তাগণ যখন তাহার রূহ লইয়া বেহেশ্‌ত রাজ্যে আরোহণ করিতে থাকে, তখন অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করে, এই উৎকৃষ্ট সুগন্ধি কোথা হইতে আসিতেছে? প্রত্যুত্তরে বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুকের রূহ্ হইতে এই সুগন্ধি বাহির হইতেছে। তখন ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে উত্তম নামে সম্বোধন করে। আর যখন ফেরেশ্‌তাগণ রূহ সহকারে প্রথম আসমানের দ্বারদেশে উপনীত হয়, তখনই সপ্ত আকাশের সাতটি দরওয়াজা খুলিয়া যায় এবং প্রত্যেক আসমান হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা তাহার শুভ গমনার্থে অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হয়। এইভাবে সপ্তাকাশে আরোহণ করিলে আল্লাহ পাকের নিকট হইতে

উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হয়, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! তাহার আমলনামা– 'ঈল্লিন' নামক স্থানে রাখ এবং তাহার শরীরকে মাটিতে মিশাইয়া দাও। কারণ তাহাকে আমি মাটি হইতেই পয়দা করিয়াছি, এ মাটিতেই ফিরাইয়া আনিব এবং সেই মাটি হইতেই পুনরুত্থান করিব।" তখন ফেরেশ্‌তাগণ রূহকে শরীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেয়। তারপর মনকীর নকীর নামক দুইজন ফেরেশতা আগমন করেন এবং মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে আল্লাহর বান্দা! বল, তোমার মাবুদ কে? তোমার নবী কে? এবং তোমার ধর্ম কি?" তারপর হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! এ প্রেরিত পুরুষ সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? মুমিন বান্দাগণ প্রত্যুত্তরে বলেন, "তিনি আল্লাহ পাকের প্রেরিত রাসূল। তাঁহার উপরই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফ নাযিল করিয়াছেন। এইজন্য আমি ইহাকে সত্য জানিয়া ঈমান আনয়ন করিয়াছি।" তখন উদাত্ত কণ্ঠে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন, "হে ফেরেশ্‌তা!" আমার বান্দা সত্য কথাই বলিয়াছে। অতএব তাহাকে বেহেশ্‌তী লেবাসে সুসজ্জিত করিয়া বেহেশ্‌তী বিছানা পাতিয়া দাও। আর তাহার জন্য বেহেশ্‌তের দিকে একটি দরওয়াজা খুলিয়া দাও, যাহাতে বেহেশ্‌তী সুগন্ধি তাহার কবরে প্রবেশ করিতে পারে। আর দৃষ্টিশক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দাও।"

হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, "তখন একজন গৌরকান্তি বিশিষ্ট সুন্দর সুপুরুষ আগমন করিবেন এবং তাঁহার শরীর হইতে সুগন্ধ বাহির হইবে। তিনি বলিবেন, 'হে আল্লাহর বান্দা! তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমাকে যে সকল সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন, আমিও তোমাকে সেইসব সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। উক্ত বান্দা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে 'আপনি কে? আল্লাহ পাক আপনার উপর শান্তি বর্ষিত করুন। আপনার মত সুন্দর সুপুরুষ আর কাহাকেও দেখি নাই।' প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন, 'আমি তোমার নেক আমল!'

আর যখন কাফেরের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখনও আকাশ হইতে ফেরেশ্‌তাগণ দোযখের পোশাক লইয়া তাহার দৃষ্টি সীমার মধ্যে বসিয়া থাকে। তারপর মৃত্যুদূত তাহার পার্শ্বে উপবেশন করে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার পাপাত্মাকে জোরপূর্বক অত্যন্ত যন্ত্রণাসহকারে ছিনাইয়া আনে। যেমন শিক কাবাব হইতে শিক বাহির করা হয়। তারপর ফেরেশ্‌তাগণ কাফেরের পাপাত্মাকে খুব প্রহার করিয়া দোযখের পোশাকে আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। তখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অবস্থিত যাবতীয় প্রাণী ও বস্তু নিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করে। তাহাদের লানত বাণী মানব-দানব ছাড়া সকলেই শ্রবণ করে।

আর কাফেরের রূহ্ লইয়া ফেরেশ্‌তাগণ ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করিবামাত্রই আকাশের সমস্ত দরজাগুলি বন্ধ হইয়া যায় এবং আল্লাহ পাকের নিকট হইতে ঘোষণা করা হয়, 'হে ফেরেশ্‌তাগণ! এই কাফেরের রূহকে কবরের মধ্যে পুঁতিয়া রাখ।' তখন তাহারা তাহাকে কবরের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়া বিদায় হইয়া যায়।

তারপর মনকির নকীর ফেরেশ্‌তাদ্বয় ভীষণ আকার ধারণ করতঃ সেখানে আগমন করে। তাহাদের কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের মত ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ হইবে এবং চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতি

বিদ্যুতের মত প্রখর ও তীর্যক হইবে। তাহারা দাঁত, নখ দ্বারা মাটিভেদ করিয়া কবরে প্রবেশ করিবে এবং বিধর্মী কাফেরকে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে; 'হে আল্লাহর বান্দা! বল, তোমার আল্লাহ কে?' প্রত্যুত্তরে সে বলিবে 'হায়! হায়! আমি সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নই।' তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিবে, 'তুমি নিজের জ্ঞান দ্বারা ও পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করিয়া তাহা জানিয়া লও নাই কেন?' অতঃপর আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে, 'হে ফেরেশ্‌তাগণ! তাহাকে ভীষণ হাতুরী দ্বারা বেদম পিটাইতে থাক।' হাতুরীটি এমন ভারী হইবে যে, সমস্ত মাখলুকাত মিলিয়াও উহা স্থানান্তরিত করিতে সক্ষম হইবে না। উহাতে তাহার কবর আগুনে লালে লাল হইয়া যাইবে এবং কবরটি এতই সংকীর্ণ হইয়া যাইবে যে, একবাহু অন্যবাহুতে প্রবেশ করিয়া যাইবে।

তারপর অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট একব্যক্তি তাহার সন্নিধানে আসিয়া বলিবে, 'আল্লাহ পাক আমার দ্বারা তোমার প্রভূত ক্ষতি সাধন করুন। আল্লাহর শপথ, তুমি পৃথিবীতে পাপকাজ ছাড়া ভাল কাজ কর নাই। আল্লাহর এবাদতে তুমি অত্যন্ত অলস ছিলে, কিন্তু পাপ ও মন্দ কাজে তুমি অত্যন্ত কর্মঠ ও চপল ছিলে।' মৃতব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'হে বন্ধু! তুমি কে? তোমার মত কুৎসিত লোক ইহজগতে আমি কাহাকেও দেখি নাই।' উত্তরে সে বলিবে, 'আমি তোমার পাপকার্যসমূহ। তারপর তাহার কবর হইতে দোযখের দিকে একটি সুরঙ্গ পথ খুলিয়া দেওয়া হইবে। যাহাদ্বারা সে তাহার দোযখের আবাস দেখিতে পাইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মুমিন বান্দাকে কবরে মাত্র সাতদিন পর্যন্ত পরীক্ষা ও আজমায়েশ করা হয় এবং কাফের বান্দাকে কবরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়। হযরত নবী করীম (সঃ) আরও বলিয়াছেন যে, 'যাহারা শুক্রবার দিবসে কিংবা রাত্রিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আল্লাহ পাক তাহাদিগকে গোর আযাব হইতে অনেকাংশে রক্ষা করিয়া থাকেন।'

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং তাহাকে কবরে রাখা হয়, তখন একজন ফেরেশ্‌তা তাহার মস্তকের পার্শ্বে বসিয়া আযাব করিতে শুরু করে। উক্ত ফেরেশতা একবার লৌহদণ্ড দ্বারা প্রহার করিবামাত্র তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ কবরটি আগুনের লেলিহান শিখায় জ্বলিতে থাকে। পুনরায় সেই ফেরেশতা আল্লাহ পাকের আদেশে 'উঠ' বলিবা-মাত্র সে সুস্থ সবল দেহে উঠিয়া বসে এবং এমন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করে যে, আকাশ ও পাতালের মধ্যস্থিত মানব-দানব ছাড়া অন্য সবকিছুই সেই চীৎকার শুনিতে পায়। সে ফেরেশ্‌তাকে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহর ফেরেশ্‌তা! তুমি আমাকে এহেন কঠিন আযাব প্রদান করিতেছ কেন? আমি নামায আদায় করিয়াছি, যাকাত আদায় করিয়াছি, রমজান মাসের রোযা রাখিয়াছি এবং বিভিন্ন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছি। প্রত্যুত্তরে ফেরেশ্‌তা বলিবে, 'হে আল্লাহর বান্দা! একদিন তুমি কোন এক অত্যাচারিত ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলে এবং সে অত্যাচারিত হইয়া তোমার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তখন তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলে। আর একদিন তুমি প্রস্রাব হইতে সঠিকভাবে পাক না হইয়াই নামায পড়িয়াছিলে।' এই প্রসঙ্গে হযরত রাসূল মাকবুল (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি মজলুম বা অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না, তাহাকে কবরের মধ্যে একশত আগুনের দোররা মারা হইবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনাব রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক চারিটি সম্প্রদায়কে নূরের মিম্বরের উপর উপবেশন করাইবেন এবং নিজ রহমতের ছায়ার নীচে দাখিল করাইবেন। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাহারা কোন শ্রেণীর লোক?' মহানবী (সঃ) এরশাদ করিলেন, 'যাহারা ক্ষুধার্তকে অন্নদান করিয়াছে এবং ধর্মযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে, দুর্বলকে সাহায্য করিয়াছে আর মজলুম ও অত্যাচারীতের ডাকে সাড়া দিয়াছে!'

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয় আর তাহার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন 'হে কুলশীল সর্দার!' বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করিতে থাকে, তখন কবরের জন্য নির্ধারিত ফেরেশ্‌তা তাহাকে প্রশ্ন করে, 'হে আল্লাহর বান্দা! তুমি উহাদের কথা শুনিতেছ কি?' প্রত্যুত্তরে সে বলে, 'হাঁ'। পুনরায় জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা তুমি কি প্রকৃতই সম্ভ্রান্ত নেতা ছিলে? উত্তরে আল্লাহর বান্দা বলে, "না না, আমি কস্মিন কালেও তদ্রূপ ছিলাম না। বরঞ্চ তাহারা মিথ্যাকথা বলিতেছে। আমি মহাধিরাজ আল্লাহর নিকৃষ্টতম বান্দা ছিলাম মাত্র।' তখন মৃতব্যক্তি নিতান্ত পরিতাপ সহকারে পুনরায় বলে, 'হায় তাহারা যদি আর কিছুই না বলিত, তাহা হইলে কতই না ভাল হইত।' অতঃপর তাহার কবর এতই সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, এক দিকের পাঁজর অন্য পাঁজরে প্রবেশ করে এবং মৃতব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলে 'হায়! হায়! ইহা হাড় ভাঙ্গার জায়গা, লজ্জা ও অনুশোচনার জায়গা এবং কঠিন প্রশ্নের জায়গা।'

অনুরূপভাবে রজব মাসের প্রথম শুক্রবার রাত্রিতে আল্লাহ পাক ফেরেশ্‌তাদিগকে ডাকিয়া বলেন, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহার গুনাহসমূহ মার্জনা করিয়া দিলাম। কারণ সে এই রাত্রিতে আমার উপাসনায় অতিবাহিত করিয়াছিল।"

ষোড়শ অধ্যায়

মনকির নকীরের পূর্ববর্তী ফেরেশ্‌তার বিবরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! মনকির নকীরের পূর্বে কোন ফেরেশ্‌তা কবরে আগমন করে কি?" প্রত্যুত্তরে আল্লাহর রাসূল বলিলেন, "হে ইবনে সালাম! মনকির নকীরের পূর্বে সূর্যের মত উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট রোমান নামক একজন ফেরেশ্‌তা কবরের মধ্যে আগমন করিয়া মৃত ব্যক্তিকে উঠাইয়া বসান

এবং উক্ত বান্দাকে তাহার পাপপূর্ণ লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ করেন। তখন উক্ত বান্দা আরজ করে, "হে স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা! আমি কি দিয়া লিখিব? কাগজ, কলম, কালি কোন কিছুই ত আমার নিকট নাই।" তখন ফেরেশ্‌তা বলেন, "স্বীয় অঙ্গুলিকে কলমরূপে, মুখকে দোয়াতরূপে আর থুথুকে কালিরূপে ব্যবহার কর।" তখন বান্দা বলিবে, "কাগজ ছাড়া কিসে লিখিব বলুন?" ফেরেশ্‌তা তাহার কাপড়ের একখণ্ড ছিঁড়িয়া দিয়া বলিবেন, "এখন তোমার যাবতীয় পাপ ও পুণ্য ইহাতে লিপিবদ্ধ কর।" তখন সে তৎক্ষণাত অকুণ্ঠচিত্তে তাহার কৃত পুণ্য কর্ম্মগুলি লিপিবদ্ধ করিবে, কিন্তু পাপকর্ম্মগুলি লিখিতে লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িবে। তখন উক্ত ফেরেশ্‌তা তাহাকে শাসাইয়া বলিবেন, "হে পাপিষ্ঠ নরাধম! দুনিয়ার জীবনে পাপকাজ ও অসৎকর্ম করিতে কোন রকমের লজ্জাবোধ কর নাই, কিন্তু এখন উহা আমার সম্মুখে লিখিতে লজ্জা করিতেছ কেন?" এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিবার জন্য হাতুড়ী উত্তোলন করিলে সে আরজ করিবে, "হে স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা! আমাকে আঘাত করিবেন না, আমি এখনই আনুপূর্বিক সবকিছুই লিখিয়া দিতেছি।" তারপর সে সবকিছুই লিপিবদ্ধ করিবে। তখন ফেরেশ্‌তা তাহাকে সেই লেখাগুলি মোহরাঙ্কিত করিতে নির্দেশ দিবেন। সে ব্যক্তি পুনরায় বলিবে, "হে স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা! আমার নিকট কোন উপকরণ নাই। আমি সীলমোহর করিব কি দিয়া?" ফেরেশ্‌তা উত্তর করিবে, "তুমি তোমার নখের সাহায্যে এই কাজ সমাধা কর।" অতঃপর সে তদনুরূপ করিবে এবং ফেরেশ্‌তা তাহার স্বহস্ত লিখিত আমলনামা তাহার গলায় ঝুলাইয়া দিয়া বিদায় হইয়া যাইবেন আর সেই আমলনামা কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় তাহার গলদেশে শোভা পাইতে থাকিবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করিয়াছেন—

'এবং আমরা প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির গলদেশে তাহার আমলনামা টাঙ্গানোর ব্যবস্থা রাখিয়াছি।'

উক্ত রোমান ফেরেশ্‌তার প্রস্থানের পর মনকির ও নকীর সে কবরে প্রবেশ করিবে। কেয়ামতের দিন যখন সে তাহার নিজের আমলনামা প্রত্যক্ষ করিবে এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশে উহা পাঠ করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে তাহার পুণ্যকাজের বিবরণাদি পাঠ করিয়া যাইবে। আল্লাহ পাক উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিবে, 'হে আল্লাহ! বাকী অংশ পাঠ করিতে আমি লজ্জাবোধ করিতেছি।" আল্লাহ পাক বলিবেন, "হে বান্দা! দুনিয়াতে এইরূপ কাজ করিতে কেন লজ্জাবোধ কর নাই?" তখন সে লজ্জিত হইবে ও নির্বাক হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহাতে কোন উপকার সাধিত হইবে না। তখন আল্লাহ পাক আদেশ করিবেন, "ওহে ফেরেশ্‌তাগণ! তাহাকে ধরিয়া জিঞ্জির পরাইয়া দাও এবং জাহান্নামের অনলকুণ্ডে তাহাকে নিক্ষেপ কর।"

সপ্তদশ অধ্যায়

মনকির নকীরের সওয়ালের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয়, তখন বিভৎস, কুৎসিত ও ঘোর লোহিত বর্ণ নয়নবিশিষ্ট দুইজন ভয়ঙ্কর মূর্তিধারী স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা তাহার কবরে আগমন করে। তাহাদের গলার স্বর মেঘের গর্জনের মত এবং দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর যেন চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হরণকারী বিজ্‌লী। উক্ত ফেরেশ্‌তাদ্বয় নিজ নিজ দাঁতের দ্বারা মাটি ভেদ করিয়া যখন মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট আগমন করিবে, তখন মাথা তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিবে, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! এইদিক হইতে আমাকে কোনরূপ আঘাত করিও না। আমি অহর্নিশি এই স্থানের ভয়ে যথেষ্ট পরিমাণে নামায আদায় করিয়াছি।"

তারপর ফেরেশ্‌তাদ্বয় তাহার পদদ্বয়ের দিক হইতে আক্রমণ করিতে সচেষ্ট হইলে পদদ্বয় বলিবে, "এই নেক বান্দা আমার সহায়তায় জুমআ নামায আদায় করিয়াছে এবং জামাতে নামায আদায় করিবার জন্য দৌড়াইয়াছে আর আমার সাহায্যেই নামায আদায় করিতে পারিয়াছে।" এইবার দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে চাহিলে দক্ষিণ হস্ত বাধা দিয়া বলিবে, "হে স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তা! তোমরা এইদিক হইতে আক্রমণ করিও না, কেননা এই নেক বান্দা আমার দ্বারা প্রচুর দান-খয়রাত করিয়াছে।" অতঃপর তাহারা উত্তর দিক হইতে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, কিন্তু সেই পথেও বাধাপ্রাপ্ত হইবে। পরিশেষে তাহারা বান্দার মুখের দিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন মুখ বাধা দিয়া বলিবে, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! এইদিক হইতে আক্রমণ করিও না। এই নেকবান্দা আমার সাহায্যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে এবং পবিত্র রোযাব্রত পালন করিয়াছে।

পরিশেষে ফেরেশ্‌তা নিরুপায় হইয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির মত মৃতকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "হে আল্লাহর বান্দা! হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা রহিয়াছে?" প্রত্যুত্তরে সে বলিবে, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহ পাকের রাসূল ও বান্দা ছিলেন।" তখন ফেরেশ্‌তাগণ বলিবে, "হে বান্দা! তুমি পৃথিবীতে বিশ্বাসী ছিলে এবং সেই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিয়াছ।"

মনকির নকীর ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের সওয়াল করার রহস্য এই যে, আল্লাহ পাক যখন মানবকুল সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ফেরেশ্‌তাগণ হযরত আদম (আঃ)-কে দর্শন করিয়া বিদ্রূপ করতঃ বলিয়াছিল, "হে আল্লাহ! তুমি কি এমন মানবকুল সৃষ্টি করিতে চাও, যাহারা সেখানে কলহ-বিবাদ ও বিসম্বাদে নিমগ্ন হইবে এবং পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিবে।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ পাক বলিয়াছিলেন, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।" এই

জন্য আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথমে কবরের মধ্যে দুইজন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিয়া মুমিন বান্দার তৌহিদ ও রেসালত সম্বন্ধে সওয়াল করিয়া পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর তাহাদিগকে পুনরায় ফেরেশ্‌তার সম্মুখে মুমিন বান্দার কথিত বিষয় জ্ঞাপন করিতে নির্দেশ দান করিয়াছেন। কেননা সাক্ষ্যের জন্য দ্বি-বচনই যথেষ্ট বলিয়া পরিগণিত। পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশ্‌তাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, 'হে ফেরেশতাগণ! আমি কেবলমাত্র তাহার আত্মা কবজ করিয়াছি, অথচ তাহার দাস-দাসী, স্ত্রী-পুত্র ধন-রত্ন সবকিছুই অন্যের জন্য রাখিয়াছি এবং সে বন্ধু-বান্ধবহীন একাকী কবরের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে আমি ছাড়া তাহার অন্য কোন সহায়-সম্বল নাই; সুতরাং এমতাবস্থায় তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, "তোমার প্রতিপালক কে? তোমার নবী কে? আর তুমি কোন ধর্মাবলম্বী?" তখন সে নিঃসঙ্কোচে বলে, 'আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা, আমার নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং আমার ধর্ম ইসলাম।' আর আমার অধিক জ্ঞানের বিষয় হইল ইহাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়
কিরামান কাতেবীনের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত রহিয়াছে যে, প্রত্যেক মানুষের ডাহিনে এবং বামে দুইজন ফেরেশতা রহিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বের ফেরেশ্‌তা তাঁহার সহকর্মীর অনুমতি ছাড়াই বান্দার নেক আমলগুলি লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু বামপার্শ্বের ফেরেশ্‌তা তাহার সহকর্মীর অনুমতি ছাড়া বান্দার পাপ কর্মগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। আল্লাহ পাকের বান্দা যখন উপবেশন করে তখন তাঁহারা তাহার ডাহিনে এবং বামে উপবেশন করেন। আর মানুষ যখন চলাফেরা করে তখন একজন তাহার সামনে এবং অন্যজন তাহার পিছনে ও নিদ্রিত অবস্থায় মস্তক পার্শ্বে ও পদ-প্রান্তে থাকিয়া বান্দার তত্ত্বাবধান করেন।

অন্য এক হাদীসে আছে যে, বান্দার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য পাঁচজন ফেরেশ্‌তা রহিয়াছেন। তন্মধ্যে দুইজন রাত্রিতে, দুইজন দিবাভাগে ও একজন সদাসর্বদা তাহার সহিত অবস্থান করেন। দিবাভাগের ফেরেশ্‌তাদ্বয় বান্দাকে দিবাভাগে মানব-দানব, শত্রু ও শয়তানের অনিষ্টকারিতা হইতে রক্ষা করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, বান্দার উভয় কাঁধে দুইজন ফেরেশ্‌তা অবস্থান করেন। তাঁহারা তর্জনী অঙ্গুলিকে কলমরূপে, মুখগহ্বরকে দোয়াতরূপে, মুখের থুথুকে কালিরূপে এবং অন্তরকে কাগজরূপে ব্যবহার করিয়া বান্দার সারা জীবনের কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ পার্শ্বের ফেরেশ্‌তা নেতা হিসাবে

কাজ করেন। বান্দার পাপকাজ করিবার সাথে সাথে বামপার্শ্বের ফেরেশতা উহা লিখিতে মনস্থ করেন। আর তখনই নেতা ফেরেশতা তাহাকে বলেন, "হে প্রিয় বন্ধু! অন্ততঃ সাত ঘন্টার জন্য তোমার লিখা বন্ধ রাখ।" ইতিমধ্যে বান্দা তাওবাহ করিলে কিংবা মৃত্যুবরণ করিলে উহা আর লিপিবদ্ধ করা হয় না। অন্যথায় কেবলমাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করা হয়। আর মৃত্যুর পর বান্দাকে কবরের মধ্যে রাখা হইলে উভয় ফেরেশ্‌তা আল্লাহ পাকের নিকট ফরিয়াদ করেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে তোমার বান্দার নেক-বদ লিপিবদ্ধ করিবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলে, কিন্তু এখন তুমি তাহার রূহ কবজ করিয়া লইয়াছ। অতএব আমাদিগকে আকাশে আরোহণ করিবার অনুমতি প্রদান কর।" উত্তরে আল্লাহ পাক বলেন, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা অবগত আছ যে গগনমণ্ডল অজস্র স্বর্গীয় ফেরেশ্‌তায় ভরপুর। তাহারা সদা-সর্বদা আমার তাস্‌বীহ, তাহলীল পাঠে মশগুল রহিয়াছে। তোমরাই বল, আমি তোমাদের দ্বারা কি করিব?" ফেরেশ্‌তাগণ পুনরায় আরজ করেন, "হে বারে এলাহী! তবে আমাদিগকে দুনিয়াতেই বাস করিবার অনুমতি প্রদান করুন।' তখন আল্লাহ পাক বলেন, "পৃথিবীও আমার অজস্র সৃষ্ট জীবে ভরপুর। আমি পৃথিবীতে তোমাদের দ্বারা কি করাইব?"

পরিশেষে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে নির্দেশ দেন, "ওহে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা ঐ বান্দার কবরে বসিয়া রোজ কিয়ামত পর্যন্ত তাসবীহ তাহলীল পাঠ কর এবং তাহার আমলনামায় ঐগুলি যোগ করিয়া দাও।" যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন—

وان عليكم لحفظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাফিজি-না কিরা-মান্‌ কাতিবী না ইয়ালামু-না মা তাফ্‌ আলুন্‌।"

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কিরামান কাতিবীন নামক দুইজন ফেরেশতা রহিয়াছেন, যাহারা তোমাদের আমলনামা সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত আছেন। আর তাহাদিগকে কিরামান কাতেবীন নামে আখ্যায়িত করার কারণ হইল এই যে তাহারা বান্দার কৃত নেককাজে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আকাশমণ্ডলে আরোহণ করতঃ আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করে, "হে আল্লাহ! আপনার ঐ বান্দা আপনার রেজামন্দির উদ্দেশ্যে এইরূপ নেক আমল করিয়াছে এবং আমরা ইহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছি।" তবে বান্দা যখন কোন পাপ করে তখন ফেরেশ্‌তাদ্বয় বিমর্ষ, চিন্তান্বিত ও সলজ্জ অবস্থায় গগনমণ্ডলে আরোহণ করিয়া থাকে। তারপর আল্লাহ পাক তাহাদিগকে প্রশ্ন করেন, "হে কিরামান কাতেবীন! আমার বান্দা কিরূপ আমল করিয়াছে?" তখন তাহারা নিরুত্তর থাকে। অনুরূপভাবে তৃতীয়বার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইলে

তাহারা বলে, "হে আল্লাহ! আপনি সর্ব পরিজ্ঞাত, গোপনকারী এবং বান্দাদের দোষ গোপনের নির্দেশদাতা। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা প্রতিদিন আপনার পবিত্র কালাম পাঠ করিয়াছে এবং আপনার স্তুতিগান করিয়াছে।" তারপর তাহারা আবার আরজ করে, "হে পরম দয়াময় আল্লাহ! আপনি তাহাদের আয়েব-ত্রুটি গোপন করুন।" এইজন্যই তাহাদিগকে কিরামান কাতেবীন অর্থাৎ 'মর্যাদাশীল লেখক' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

জামাতে নামায আদায়ের ফজীলত

হযরত ছিদ্দিক ইবনে ওনায়েছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, একদিন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে বলিলেন, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম দিয়া আপনার উম্মতদিগকে এই খবর জানাইতে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যাহারা জামাত বর্জন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহারা বেহেশ্তের সুগন্ধ পাইবে না, যদিও তাহাদের আমল সমস্ত পৃথিবীর মানুষ হইতে অধিক হইয়া থাকে। রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক তাহাদের কোন ফরজ ও নফল এবাদত কবুল করিবেন না। জামাত বর্জনকারী আপনার নিকট এবং সমস্ত ফেরেশ্তা ও মানবকুলে অভিশপ্ত। তাহা ছাড়া তৌরাত-জব্বুর ও ইঞ্জিল তাহার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়া থাকে। এমনকি জামাত পরিত্যাগকারীর কোন প্রার্থনা কবুল হইবে না এবং সে ইহকালে ও পরকালে আল্লাহ পাকের রহমত হইতে বঞ্চিত থাকিবে। এই লোকেরাই আপনার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট এবং তাহারা মদ্খোর, দস্যু এবং সহস্র জ্ঞানী হত্যাকারী হইতেও অধম!"

হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা নাসারা এবং ইহুদীগণকে সালাম করিও, কিন্তু আমার উম্মতের ইহুদীগণকে সালাম করিও না।" হযরত সাদ্দাদ (রাঃ) আরজ করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের ইহুদী কাহারা?" মহানবী (সঃ) উত্তর করিলেন, 'যাহারা আযান শুনিয়াও জামাতে উপস্থিত হইল না, তাহারাই আমার উম্মতের মধ্যে ইহুদী।" তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জামাত ভঙ্গকারীকে অল্প-বিস্তর খাদ্য বা রুটি দিয়া সাহায্য করিল, সে যেন নবীগণের হত্যায় সহায়তা করিল। সে মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকে গোসল, জানাযা ও মুসলমানদের কবরস্থানে সমাহিত করিও না। এমন কি জামাত বর্জনকারী একাই যদি সমস্ত উম্মতের সমতুল্য নামায পড়ে, সকল আসমানী কিতাব পাঠ করে এবং সারা বৎসর রোযা রাখে আর সমস্ত উম্মতের সমতুল্য দান-খয়রাত করে, তবু সে বেহেশ্তের সুগন্ধ হইতে বঞ্চিত হইবে। আল্লাহ পাক জীবিত অথবা মৃত কোন অবস্থায়ই তাহার দিকে রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন না!"

জনাব হুযুর করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অজু করতঃ নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করিবে এবং জামাতের সহিত নামায আদায় করিবে, আল্লাহ পাক তাহার গুনাহসমূহ মাফ করিয়া দিবেন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথ সুন্দররূপে রুকু-সিজদাহ করতঃ নামায আদায় করিবে, তাহার সম্মানার্থ আল্লাহ পাক বিভিন্ন সময়ে তাহাকে পনরটি পুরস্কার প্রদান করিবেন। তন্মধ্যে ইহকালে তিনটি, মৃত্যুমুহূর্তে তিনটি এবং আল্লাহ পাকের দীদারে তিনটি। ইহকালে আল্লাহ পাক তাহার (১) বয়স, (২) খাদ্য-দ্রব্য বাড়াইয়া দিবেন এবং (৩) তাহার ও তাহার পরিবার পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। মৃত্যুকালে তাহাকে (১) ভয়-ভীতি হইতে নিরাপত্তা, (২) শান্তি এবং (৩) বেহেশ্তে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করিবেন।' যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেনঃ

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم

الملئكة الا تخافوا ولاتحزنوا وابشروا بالجنة

التى كنتم توعدون–

উচ্চারণঃ "ইন্নাল্লাজিনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহু ছুম্মাছ তাক্বামু তাতানায্যালু আলাইহিমুল মালাইকাতু আল্লা তাখাফু ওয়ালা তাহযানু ওয়া আবশিরু বিল্ জ্বান্নাতিল্লাতি কুনতুম তুআদুন।"

অর্থাৎ ঃ "নিশ্চয়ই যাঁহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ পাকই আমাদের প্রতিপালক তারপর উহাতে মৃত্যু পর্যন্ত স্থির রহিয়াছে, তবে মৃত্যুলগ্নে বেহেশ্তের ফেরেশ্তাগণ নাযিল হইয়া তাহাদিগকে ভয়-ভীতি হইতে নিরাপত্তা এবং অঙ্গীকারকৃত বেহেশ্ত রাজ্যে প্রবেশের সুসংবাদ দান করিয়া থাকে।" আর কবরের মধ্যে (১) মনকির নকীরের প্রশ্নোত্তর সহজ করিয়া দিবেন, (২) কবরকে সুপ্রশস্ত করিবেন এবং (৩) বেহেশ্তের দিকে কবরের দরজা খুলিয়া দিবেন।

আর হাশরে (১) আল্লাহপাক তাহার চেহারাকে পূর্ণিমার চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল করিয়া উত্থিত করিবেন। যেমন পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইতেছে–

نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم–

উচ্চারণঃ "নুরুহুম্ ইয়াছআ' বাঁইনা আইদিহিম্ ওয়া বিআইমানিহিম্।"

অর্থাৎঃ তাহাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে নূর দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে। (২) আর তাহার আমলনামা ডাহিন হাতে প্রদান করিবেন এবং (৩) তাহার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিবেন।

আর আল্লাহ পাকের দীদারে–(১) আল্লাহ পাক তাহার উপর রাজী ও সন্তুষ্ট থাকিবেন, (২) আল্লাহ পাক তাহাকে সালাম জানাইবেন এবং (৩) তাহার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। যেমন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে–

سلام قولا من رب الرحيم–

উচ্চারণঃ "ছালামুন কাউলাম মির রাব্বির্ রাহীম্।"

অর্থাৎ ঃ "আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে ছালাম প্রদান করিবেন।"
আর সেইদিন কাহারও মুখমণ্ডল তরুতাজা থাকিবে এবং তাহারা আল্লাহ পাকের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিবে। আর পাঞ্জেগানা নামাযে যাহারা অলসতা প্রদর্শন করিবে আল্লাহপাক তাহাদিগকে পনরটি শাস্তির ভাগী করিবেন। ইহলোকে– (১) তাহার হায়াত কমিয়া যাইবে, (২) তাহার আহার্য বস্তু হইতে বরকত উঠিয়া যাইবে এবং (৩) তাহার চেহারা হইতে নেককারের চিহ্ন মুছিয়া যাইবে।
মৃত্যুর সময়– (১) ক্ষুধা এবং (২) তৃষ্ণায় সে বড়ই কাতর হইবে, (৩) আর নেহায়েত অপমান ও অপদস্থ করিয়া তাহার রূহ কবজ করা হইবে।
কবরের মধ্যে– (১) তাহার কবর এতই সংকীর্ণ করা হইবে যে, তাহার এক বাহু অন্য বাহুতে মিশিয়া যাইবে। (২) আর জাহান্নামের দিকে তাহার কবরের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং (৩) বেহেশতে প্রবেশের সুসংবাদ হইতে সে বঞ্চিত হইবে এবং তাহাকে দোযখে প্রবেশের দুঃসংবাদ প্রদান করা হইবে।
আর হাশরের মাঠে –(১) তাহার মুখমণ্ডল ঘোর কালবর্ণ করিয়া কবর হইতে উঠানো হইবে। (২) আল্লাহ পাকের রহমত হইতে নিরাশার চিহ্ন তাহার কপালে লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং (৩) তাহাকে পিছনের দিক হইতে আমলনামা দেওয়া হইবে।
আর আল্লাহ পাকের সাক্ষাতে–(১) আল্লাহ পাক তাহার সহিত কালাম করিবেন না, (২) আল্লাহ পাক তাহার প্রতি নজর করিবেন না, (৩) তাহাকে শাস্তি হইতে রেহাই দিবেন না বরং তুলনামূলক কঠোর শাস্তিদান করিবেন। যেমন আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে ঘোষণা করিয়াছেন–

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا–

উচ্চারণঃ–"ফাখালাফা মিম বা'দিহিম খালফুন আদ্বাউছ ছালাতা ওয়াত্তাবাউশ শাহাওয়াতি ফাছাউফা ইয়ালক্বাউনা গ্বাইয়্যা।"

অর্থাৎঃ "তাহাদের পশ্চাতে একদল লোক আসিয়াছিল যাহারা নামায বিনষ্ট করিয়াছিল, অতএব শীঘ্রই তাহারা স্বীয় পথভ্রষ্টতার শাস্তি ভোগ করিবে।"
হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনাব রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "বান্দা যখন উত্তমরূপে অজু এবং বিশুদ্ধভাবে নিয়ত করতঃ নামায পড়িতে দণ্ডায়মান হয় এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে, তৎক্ষণাত সে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া যায়। আর যখন সে 'আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজিম' বলে তখন তাহার শরীরের অগণিত পশমতুল্য এক বৎসরের এবাদত লেখা হয়। আর সে যখন সূরা ফাতেহা পাঠ করে তখন সে যেন পবিত্র 'হজ্জ ও ওমরাহ' সমাপ্ত করে। আর সে যখন 'রুকু' করে তখন যেন সে তাহার ওজনের সমতুল্য স্বর্ণ আল্লাহপাকের রাস্তায় খরচ করে। আর যখন সে 'ছামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে, তখন আল্লাহ পাক তাহার প্রতি রহমতের নজর নিক্ষেপ করেন। সিজদাহর হালতে সে যখন 'ছোব্‌হানা রাব্বিয়াল আলা' পাঠ করে, তখন যেন সে একটি গোলাম আযাদ করে। আর যখন সে 'তাশাহ্‌হুদ' পাঠ করে তখন আল্লাহ পাক তাহাকে সহস্র আলেম ও শহীদের পুণ্য প্রদান করেন। আর সালামান্তে নামায শেষ করিবার সাথে সাথে তাহার জন্যে বেহেশতের আটটি দরওয়াজা খুলিয়া দেওয়া হয়, সে বিনা হিসাবে নির্ভয়ে খুশীমত যে কোন দরওয়াজা দিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে পারে।"
হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "কুকুরের পাঁচটি স্বভাব প্রত্যেক বান্দার মধ্যে থাকা দরকার। যেমন– (১) কুকুর সদা-সর্বদা ক্ষুধার্ত ও অভুক্ত থাকে, সুতরাং সৎলোকেরও তদ্রূপ থাকা দরকার। (২) কুকুরের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে না, অতএব সৎলোকদেরও থাকা উচিত নহে। (৩) কুকুর সারারাত্র বিনিদ্রভাবে স্বীয় প্রভুর গৃহ পাহারা দেয়, তদ্রূপ সৎলোকেরও অহোরাত্র জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহ পাকের এবাদত করা দরকার। (৪) কুকুর উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছুই রাখিয়া যায় না, তেমনি সৎলোকেরও রাখা উচিত নহে। (৫) কুকুর স্বীয় প্রভুর দুয়ার হইতে শত সহস্রবার তাড়া খাইয়াও বিতাড়িত হয় না, অনুরূপভাবে বান্দাদেরও নানারকম দৈব দুর্বিপাকে পড়িয়া আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ রাখা দরকার।"
হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যাহার জীবনযাত্রা কুকুরের ন্যায় তাহার জন্য সু-সংবাদ রহিয়াছে। কুকুরের মধ্যে দশটি অভ্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন –(১) কুকুরের কোন ধন-সম্পদ নাই, (২) বিশ্বের কোথাও তাহার মান-সম্মান নাই, (৩) সমস্ত দুনিয়া জুড়িয়াই তাহার বাসস্থান, (৪) আর ইহা অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকে, (৫) অধিকাংশ সময়ই ইহা ক্ষুধার্ত থাকে, (৬) কুকুর দিবারাত্র ইহার প্রভুকে স্মরণ করিয়া থাকে, (৭) সে যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, (৮) শত সহস্র বেত্রাঘাত খাইয়াও সে প্রভুর দুয়ার পরিত্যাগ করে না, (৯) সে প্রভুর শত্রুকে আক্রমণ করে কিন্তু প্রভুর বন্ধুকে আক্রমণ করে না আর (১০) মৃত্যুকালে সে কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যায় না। ইহাই হইল কুকুরের জীবনযাত্রার কতিপয় নিয়মাবলী। এই সকল স্বভাব সৎলোকদের মধ্যে থাকা দরকার।

বিংশ অধ্যায়

জান কবজের পর রূহের কবরে ও গৃহে আগমন

হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, 'কোন বনী আদম মৃত্যুবরণ করিলে তৃতীয় দিন তাহার রূহ ফরিয়াদ করে, "হে আল্লাহ! আমাকে নিজের দেহ-খাঁচা ও গৃহ পরিদর্শন করিবার এজাখত প্রদান করুন।" তারপর অনুমতি লাভ করিয়া রূহ কবরের দিকে ধাবিত হয় এবং দূর হইতে প্রত্যক্ষ করে যে, তাহার শরীর, মুখ, নাসিকা হইতে পানির স্রোত বহিতেছে। তখন সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ক্রন্দন করতঃ আরজ করে, "হে আমার প্রিয় অসার দেহ! তোমার বিগত জীবনের কথা স্মরণ হইতেছে কি? হায়! এই সমাধিস্থল কত না দুঃখ-বেদনা, আপদ-বিপদ, লজ্জা-অপমান ও চিন্তা-ভাবনার নির্জন নিবাস।' অতঃপর রূহ ফিরিয়া যায়।"

"পুনরায় রূহ পঞ্চম দিনে ফরিয়াদ করে, 'হে আল্লাহ! আমাকে নিজের পরিত্যক্ত দেহ-খাঁচা দর্শন করিবার এজাজত দান করুন। আল্লাহর অনুমতির পর রূহ গোরস্থানে আগমন করতঃ দূর হইতে অবলোকন করে যে, তাহার শরীর, নাক ও মুখ হইতে রক্ত, গলিত পুঁজ ও পচা রক্ত ইত্যাদি বহিয়া পড়িতেছে। তখন রূহ চীৎকার করিয়া বলে, 'হে আমার অসহায়, নিঃস্ব দেহ বন্ধু! তোমার অতীত জীবনের সুখ ও শান্তির কথা মনে পড়িতেছে কি? হায়! এইস্থান কত না ভীতিপ্রদ! এইস্থান কেবল দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, অপমান, কষ্ট-শ্রম, বিভিন্ন প্রকার পোকা-মাকড় ও শ্বাপদ-সঙ্কুলের আড্ডা। পোকার দংশনে তোমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত ও চামড়া আলগা হইয়া গিয়াছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।' অতঃপর রূহ সেই স্থান হইতে ফিরিয়া যায়।"

"অধিকন্তু সপ্তম দিবসে রূহ পুনরায় আরজ করে, 'হে আল্লাহ! আমাকে আমার দেহ দর্শন করিবার এজাজত দান করুন! আল্লাহ পাকের অনুমতি লাভ করিয়া রূহ গোরস্থানে গমন করতঃ দূর হইতে আবলোকন করে যে, এইবার সমস্ত শরীরে পোকা পড়িয়া আছে। তখন রূহ অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হইয়া চীৎকার করিয়া বলে, 'হে আমার নিঃস্ব শরীর! তোমার অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা স্মরণে পড়িতেছে কি? আজ তোমার ছেলে-মেয়ে, বাপ-মা, ভাই-বন্ধু, ঘর-দুয়ার, সহায়-সম্পদ ও প্রতিবেশি স্বজনেরা কই? পৃথিবীর জীবনে ইহারা তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল। অদ্য হইতে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত উহারা তোমার ও আমার জন্য বিলাপ করতে থাকিবে।"

হযরত আবু হারায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলে মাকবুল (সঃ) এরশাদ করয়াছেন–"কোনও বিশ্বাসী বান্দার এন্তেকালের পর তাহার রূহ দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত তাহার ঘর-বাড়িতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রত্যক্ষ করে যে, তাহার পরিবার-পরিজনের

সদস্যগণ তাহার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ কেমনভাবে নিজেদের মধ্যে বন্টন করিতেছে এবং কিরূপে তাহার দায়-দেনা আদায় করিতেছে। এইভাবে এক মাসের পর হইতে সুদীর্ঘ এক বৎসর পর্যন্ত রূহ্ শরীর ও গোরের মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া অবলোকন করে যে, কোন ব্যক্তি তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছে এবং কে তাহার জন্য চিন্তার ভিতর কাল যাপন করিতেছে।"

তারপর ইস্রাফিলের সিঙ্গার ফুৎকার দেওয়া পর্যন্ত মুমিন বান্দার রূহ আত্মার যথার্থ স্থানে তুলিয়া রাখা হয়। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন–

تنزل الملئكة والروح فيها باذن ربهم–

উচ্চারণঃ "তানায্যালুল মালাইকাতু ওয়াররূহু ফীহা বিইজনি রাব্বিহিম"–অর্থাৎ লাইলাতুল কদরে ফেরেশতাগণ ও রূহ তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হন। এইখানে রূহ শব্দের অর্থ হইল রহমত বা শান্তি, যাহা পৃথিবীর অধিবাসী বান্দাদের উপর নাযিল হয়। অতএব উক্ত শব্দটি রূহ্ কিংবা 'রাউহুন' উভয়ই ধরা যাইতে পারে; তখন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ফেরেশ্তাগণের সহিত রূহ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের রহমত ও করুণা নাযিল হইয়া থাকে।

মতান্তরে বলা যায় যে, রূহ হইল এক মর্যাদাশীল ফেরেশ্তার নাম। যিনি মুমিন বান্দার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন–

يوم يقوم الروح والملئكة صفا–

উচ্চারণ ঃ–"ইয়াউমা ইয়াকুমুর রূহ ওয়াল মালাইকাতু ছাফ্ফা"

অর্থাৎ ঃ "সেইদিন রূহু এবং ফেরেশ্তামণ্ডলী কাতারবন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে। কিংবা রূহ্ অর্থ হইল বণি-আদমের রূহ্; অথবা রূহ অর্থ হযরত জিব্রাইল (আঃ)।" আরও বর্ণিত আছে যে, "হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পবিত্র রূহ আরশের নিম্নদেশ হইতে লাইলাতুল কদরে দুনিয়াতে অবতরণ করিয়া তাঁহার প্রিয় মুমিন উম্মত নারী-পুরুষদিগকে সালাম ও দোয়া করিবার নিমিত্ত আল্লাহ পাকের নিকট এজাজত প্রার্থনা করিয়া থাকেন।"

আরও বর্ণিত আছে যে, রূহ অর্থ হইল মৃত বিশ্বাসী মুসলমানদের আত্মীয়-স্বজনদের রূহ, যাহারা দোয়া করিয়া থাকে, "হে আল্লাহ! আমাদিগকে নিজেদের নিবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন করতঃ নিজ পরিবার-পরিজনদের হালত দর্শন করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করুন?" সুতরাং আল্লাহ পাকের অনুমতি লাভ করতঃ তাহারা লাইলাতুল কদরে পূর্ব নিবাসস্থলে উপস্থিত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, মৃত লোকজন ঈদের দিন অথবা আশুরার দিন অথবা রাত্রিতে অথবা জুমআর দিন অথবা রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে অথবা সাবান মাসের পনেরই তারিখের রাত্রে স্বীয় কবর হইতে বহির্গত হইয়া পরিবার-পরিজনদের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বলে, "হে আমার পরিবার-পরিজনগণ! আজ কিছু টাকা-পয়সা অথবা খাদ্য-সামগ্রী দান করিয়া আমার উপকার করিতে সচেষ্ট হও। আজ আমি ভিখারীর মত হইয়াই তোমাদের সমীপে আরজ করিতেছি। যদি তোমরা দান-খয়রাত করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে এই পবিত্র রাত্রে অন্ততঃ দুই রাকায়াত নামাযে আমার কথা মনে কর!"

তারপর রূহ অতিশয় দুঃখ সহকারে বলিয়া থাকে, "হায়! হায়! আমাদের জন্য কেহ দোয়া করিবার আছে কি? আমাদের নাম মনে করিবার মত কি কেহই নাই? হে আমাদের গৃহবাসীগণ! হে আমার ভার্যা! হে আমার সুবিশাল দালানের বাসীন্দাগণ! তোমাদের মাঝে আমাদের জন্য কোনও স্মরণকারী ও প্রার্থনাকারী আছে কি? আমরা আজ কবরে পড়িয়া রহিয়াছি। হে আমাদের অর্থ-সম্পদ বন্টনকারী ও সন্তান-সন্ততিদের হেয়কারী! আমাদের এই দুঃখ-বেদনা, অভাব-অভিযোগ ও দৈন্য-দুর্দশা সম্বন্ধে তোমাদের কেহই কি চিন্তা করে না? আমাদের কর্মানুষ্ঠান চিরতরে যদিও বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু তোমাদের আমলনামা এখনও বন্ধ হয় নাই। হে প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের জন্য সামান্য রুটি দান বা প্রার্থনা করিতে বিস্মৃত হইও না। কারণ আমরা চির দরিদ্র হইয়া গিয়াছি।" মৃত ব্যক্তি যদি কিঞ্চিত দান, সদ্‌কাহ ও নেক লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সে সুখী ও আনন্দিত হইয়া কবরে প্রত্যাবর্তন করে, অন্যথায় চিন্তিত ও বিমর্ষভাবে কবরে প্রবেশ করে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রূহ হৃদয়ে অথবা দেহস্থ কোন অংশে অবস্থান করে। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন লোক নির্মম প্রহার অথবা কঠিন যন্ত্রণায়ও মৃত্যুমুখে পতিত হয় না আবার অন্য লোক সামান্য আঘাতেই মৃত্যুবরণ করে। ফলে বুঝা যায় যে, সেই আঘাতের স্থানেই রূহ তখন অবস্থান করিয়াছিল। অতএব স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, রূহ সর্বাবস্থায় শরীরের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়িয়া বিরাজ করে না। তবে রূহ যদি কখনও সমস্ত শরীরে অবস্থান করে তাহা হইলে মৃত্যু সমস্ত শরীরে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। আল্লাহ পাকের এই নির্দেশই ইহার উজ্জ্বল প্রমাণঃ

قل يحييها الذى انشاها اول مرة-

উচ্চারণঃ "কুল ইউহয়ী হাল্লাজি আন্‌শাআহা আউয়্যালা মাররাহ" অর্থাৎ ঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! বলিয়া দাও, যে আল্লাহ প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই পুনর্বার জীবিত করিবেন।

আর যদি "রূহ ও রূহুয়ান" এর প্রভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে উত্তরে বলিব

যে, এই দুইয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। উভয়ে একই বস্তু। যেমন হাত, পা শরীর হইতে আলাদা বস্তু নহে। উহার শরীরের সাথে যেখানে সেখানে বিচরণ করে, কিন্তু পার্থক্য শুধু এই যে, রূহ নড়াচড়া করে না আর ইহার কোন নির্দিষ্ট জায়গা নাই। আর 'রূহুয়ান'-এর অবস্থানস্থল হইল ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল। রূহ বাহির করিলে মানুষ মারা যায়, আর রূহুয়ান বাহির করিলে মানুষ নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি একটি স্থির পানিপূর্ণ পাত্রে ছিদ্রপথে আলোক রশ্মি পতিত হয়, তবে উহার প্রতিবিম্ব স্পন্দন করিতে থাকে। অনুরূপভাবে রূহ বান্দার শরীরে প্রবেশ করিবার সাথে সাথে ইহার ছায়া আরশে প্রতিফলিত হয় এবং তখন বান্দা খাব দেখে। ইহাকে বলা হয় 'রূহুয়ান।' আর বান্দা যখন নিদ্রাচ্ছন্ন হয়, তখন 'রূহুয়ান' নাসিকার ছিদ্রপথে স্বর্গে আরোহণ করে এ 'আলমে মালাকুতে' রূহের সান্নিধ্যে হাজির হয়। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ঈমানদার বান্দার রূহ আকাশে উত্থিত হইয়া আত্মার সন্নিধানে উহার খেদমতে ব্যাপৃত হয়, কিন্তু কাফেরের আত্মা তখন কোথায় অবস্থান করে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, কাফেরের আত্মাও উর্ধাকাশে আরোহণে সচেষ্ট হয়, কিন্তু শয়তান কর্তৃক বিকৃত হইয়া ইহারই সহিত ঘুরিতে আরম্ভ করে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে আত্মা যখন আকাশে উঠিয়া যায়, তখন শরীরে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয় না কেন? উত্তর হইবে যে, যদিও রূহ শরীর হইতে পৃথক হইয়া যায় কিন্তু জীবনী শক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া বাকী থাকে। কারণ এইগুলি রূহের মধ্যে শামিল নহে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "মানুষ, জ্বিন, ফেরেশ্‌তা ও শয়তান এই চারি সম্প্রদায় হইল রূহসম্পন্ন জীব। তাহা ছাড়া অন্যান্য প্রাণী ও জীবের রূহ নাই, কেবল জীবনীশক্তি বা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আছে।"

হযরত মুহাম্মদ ইবনে তিরমিজি (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রূহ হইল দুই প্রকার। প্রথম প্রকার রূহ শ্বাস-প্রশ্বাস এবং জীবনীশক্তি পরিচালিত করে এবং দ্বিতীয় প্রকার রূহ চলাফেরা ও নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করে। এইজন্য নিদ্রিতাবস্থায় চলাফেরার শক্তি লোপ পায় এবং জীবনীশক্তি শ্বাসক্রিয়া সচল থাকে। আর রূহের স্থান সম্বন্ধে বলা হয় যে, রূহ কবজের পর ইহা হযরত ইস্রাফিল (আঃ) শিঙ্গার মধ্যে থাকেন। তাঁহার শিঙ্গায় আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) হইতে শুরু করিয়া কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টজীবের সংখ্যা অনুসারে ছিদ্র রহিয়াছে। সেখানে প্রবেশ করিবার পর পুরস্কারপ্রাপ্তকে পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তিরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তিরস্কৃত হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মুমিনের রূহ্ বেহেশ্‌তের মধ্যে সবুজ পক্ষীর শরীরে পুরিয়া রাখা হয় আর কাফেরের রূহ্ দোযখের সিজ্জিন নামক স্থানে অথবা দোযখের মধ্যস্থিত কালো পাখীর মধ্যে রাখা হয়। আরও বর্ণিত আছে যে, মুমিন বান্দার রূহ কবজ হইবার সাথে সাথে রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ উহা অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা সহকারে সপ্তাকাশে উঠাইয়া লইয়া যায়। তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয়, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! তোমরা তাহার

নাম 'ইল্লিন' নামক পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া পুনর্বার শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত করিবার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ কর।" নির্দেশানুসারে ফেরেশতাগণ তাহার রূহকে কবরের মধ্যে শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া বেহেশতের দিকে একটি দরওয়াজা খুলিয়া দেয়। উক্ত দ্বারপথে সে স্বীয় বেহেশত অবলোকন করিতে করিতে রোজকিয়ামত পর্যন্ত সুখে অতিবাহিত করে।

অপরদিকে কাফেরদের রূহ কবজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আযাবের ফেরেশতা সেই রূহসহ প্রথম আকাশে আরোহণ করিতে সচেষ্ট হইলে, আকাশের দ্বার বন্ধ হইয়া যায় এবং বলা হয় যে, 'হে ফেরেশতাগণ! তাহার পাপাত্মাকে শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া দাও।' সুতরাং ফেরেশতাগণ পাপাত্মাকে কবরে দেহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দোযখের দিকে একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ফলে সে দোযখের দুঃখাবাস অবলোকন করিতে করিতে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত দুঃখে অতিবাহিত করিবে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বনবী (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, "মৃত ব্যক্তিরা তোমাদের পায়ের আওয়াজ বা জুতার শব্দ শ্রবণ করে কিন্তু তারা কিছুই বলিতে পারে না।"

কোন একজন আলেমকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, "হুযুর! মৃত্যুর পর মানবাত্মার অবস্থান স্থল কোথায়?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নবীদের আত্মা জান্নাতুল আদনে এবং কবরের মধ্যে নিজ শরীরের জন্য শোকাকুল ও আল্লাহ পাকের জন্য সিজদাহ রত থাকে। শহীদের আত্মা বেহেশত রাজ্যের মধ্যস্থলে জান্নাতুল ফেরদাউসে সবুজ পাখীর দেহে অবস্থান করে। তাহারা স্বেচ্ছায় বেহেশ্তে বিচরণ করে এবং আরশের নিম্নস্থ ঝুলায়মান ফানুসে বিশ্রাম লাভ করে। আর মুসলমান শিশুদের রূহ বেহেশ্তি পাখীদের দেহে মেশাক পর্বতের সন্নিকটে কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আর মোশরেক ও মোনাফেকদের শিশুদের রূহ বেহেশতের আনাচে কানাচে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে, কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান থাকিবে না। তারপর তাহারা মুমিনদের খাদেম হইবে।

ঋণগ্রস্ত ও পরদ্রব্য গ্রাসকারী মুমিনের আত্মা আকাশ ও বাতাসের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। ঋণ ও অন্যের হক আদায় না করা পর্যন্ত তাহাদের রূহ আকাশে উঠিতে সক্ষম হয় না অথবা বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারে না। পাপে আকৃষ্ট ফাসেক মুসলমানদের আত্মাকে কবরের মধ্যে শরীরের সহিত আযাব করা হয় এবং বিধর্মী, কাফের ও মোনাফেকদের আত্মাকে জাহান্নামে সিজ্জিন নামক স্থানে আজীবন আযাব করা হয়। আরও বর্ণিত আছে যে, রূহ্ একটি সূক্ষ্মদেহ সৃষ্টজীব। এইজন্য আল্লাহ তায়ালাকে "জিরূহ" বলা যায় না। কারণ সুনির্দিষ্ট গণ্ডিতে আল্লাহ পাকের বিরাজ করা কিছুতেই সম্ভব নহে। আরও বলা হইয়াছে যে, রূহ অস্তিত্বহীন; কিন্তু শরীরের অস্তিত্বের সঙ্গে ইহার মিল আছে। হাদীস শরীফে আছে যে, ইহুদীগণ বিশ্বনবী (সঃ)কে রূহ, আসহাবে

কাহাফ ও জুলকার নাইন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ পাক সূরায়ে কাহাফ নাযিল করেন। উক্ত সূরায় রূহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন,—"হে নবী! ইহুদীগণ আপনাকে রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতেছে, উত্তরে আপনি বলিয়া দিন যে, রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ রূহ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সে সম্বন্ধে আল্লাহই সুপরিজ্ঞাত। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, রূহ সৃষ্ট জীব নহে। মূলতঃ ইহা আল্লাহ পাকের নির্দেশ বা বাণী মাত্র। আল্লাহ পাকের "কুন" শব্দ হইতেই রূহের সৃষ্টি।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের আদেশ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর আদেশকে 'আমারে এলজমি' বলে। নামায, রোযা ইত্যাদি এবাদতের নির্দেশসমূহ এই শ্রেণীর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীকে 'আনরে তাকবীন' বলে। যেমন আল্লাহ পাক বলিবেন—"তোমরা প্রস্তর কিংবা লৌহ অথবা অন্য কোনও বস্তুতে পরিণত হইয়া যাও," আর তখনই তাহা হইয়া যায়। যেমন এরশাদ হইয়াছে—

نزل به روح الامين-

উচ্চারণ ঃ "নায্যালা বিহি রূহল্ আমীন" অর্থাৎ পবিত্র কোরআন রুহুল আমিন ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল করিয়াছেন। তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন—

يوم يقوم الروح والملئكة صفا لايتكلمون الا من
اذن له الرحمن وقال صوابا-

উচ্চারণ ঃ "ইয়াউমা ইয়াকুমুর রূহু ওয়াল মালাইকাতু ছাফ্ফাল্লা ইয়াতা কাল্লামুনা ইল্লা মান আজিনা লাহুর রাহমানু ওয়া ক্বালা ছাওয়াবা" অর্থাৎ ঃ যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ নির্বাক অবস্থায় শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিবেন, কিন্তু যাহারা আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইবেন এবং সত্য বলিবেন, তাহারাই সত্য বলিবেন ও সুপারিশ করিতে সক্ষম হইবেন।' এখানে রূহ অর্থ হযরত জিব্রাইল (আঃ)। যিনি একাই কাতারবন্দি হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করিয়াছেন, "যখন আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি সমাপ্ত করিলাম এবং আমার রূহ তন্মধ্যে ফুঁকিয়া দিলাম।" এখানে রূহের অর্থ সৃষ্টির সম্মান প্রদান করিলাম। যেমন বলা হয় যে, "নাকাতুল্লাহ" অর্থাৎ–আল্লাহর উষ্ট্রী এবং "বাইতুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর ঘর। উল্লিখিত সম্বন্ধও তেমন অর্থেই ব্যবহৃত নয়। আর আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করিয়াছেন, "আমরা মরিয়মের বক্ষদেশে আমাদের রূহ ফুঁকিয়া দিলাম।" এই সম্বন্ধও উপরোক্ত সম্মানাত্মক সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহাও বলা হইয়াছে যে, "আমরা মরিয়মের প্রতি হযরত জিব্রাইলের (আঃ) রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছি।" এই কারণেই হযরত ঈসা (আঃ)কে আল্লাহ পাকের রূহ বলা হয়।

একবিংশ অধ্যায়

সিঙ্গার ফুৎকার পুনরুত্থান ও হাশরের বিবরণ

সিঙ্গার তত্ত্বাবধানকারী হইলেন হযরত ইস্রাফীল (আঃ)। আল্লাহ পাক লৌহে মাহফুজকে আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্বের সাতগুণ বেশী প্রশস্ত সাদা মণিমুক্তা দ্বারা তৈরী করিয়া আরশের সহিত ঝুলন্ত রাখিয়াছেন। রোজ কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু সংঘটিত হইবে, সবকিছুই ইহাতে লিখা রহিয়াছে।

হযরত ইস্রাফিল (আঃ)এর চারিটি পাখা রহিয়াছে। প্রথমটি পূর্বদিকে, দ্বিতীয়টি বিস্তৃত রহিয়াছে। আর তৃতীয়টির উপর তিনি নিজে অধিষ্ঠিত আছেন। চতুর্থটি দ্বারা তিনি আল্লাহ পাকের ভয়ে নিজ মুখমণ্ডল এবং মাথা আচ্ছাদিত রাখিয়াছেন। আল্লাহ পাকের ভয়ে তিনি এতই ভীত ও লজ্জিত যে, নিজ পাখায় মাথা ঢাকিয়া আরশে মোয়াল্লার খাম্বা বুকে রাখিয়া আনত মস্তকে পড়িয়া রহিয়াছেন আর আল্লাহ পাকের ভয়ে ক্ষুদ্র পাখীর মত সংকুচিত থাকেন। আল্লাহ পাক যখন 'লৌহে মাহফুজে' কোন আদেশ-নিষেধ জারী করেন, তখন তিনি নিজ মুখের পর্দা খুলিয়া উহার দিকে লক্ষ্য করেন। হযরত ইস্রাফিল (আঃ) অন্যান্য ফেরেশ্‌তাদের তুলনায় আরশের অতি নিকটে রহিয়াছেন। তবুও তাঁহার এবং আরশের মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রহিয়াছে। একটি হইতে অন্যটির দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। অনুরূপ হযরত ইস্রাফিল (আঃ) ও হযরত জিব্রাইল (আঃ)এর মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রহিয়াছে এবং দুই পর্দার দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। তিনি স্বীয় দক্ষিণ রানের উপর সিঙ্গা সংস্থাপন করতঃ উহার অগ্রভাগ মুখে দিয়া আল্লাহ পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় সতর্ক রহিয়াছেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি উহাকে সজোরে ফুৎকার দিবেন। যখন পৃথিবীর আয়ু শেষ হইয়া আসিবে, তখন উহা তাহার কপালের সন্নিকট হইবে। তারপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজ পাখাগুলি দেহের উপর একত্রিত করতঃ খুব জোরে সিঙ্গা বাজাইবেন। এমন সময় হযরত আজরাইল (আঃ) সাত যমিনের নীচে একহাত ও আকাশের উপরে অন্যহাত রাখিয়া ইহাদের বাসিন্দাদের প্রাণ সংহার করিবেন। পরিশেষে পৃথিবীতে ইবলিস্ মরদুদ ও আকাশে হযরত জিব্রাইল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ) হযরত ইস্রাফিল (আঃ) ও হযরত আজরাইল (আঃ) এবং আল্লাহ পাক যাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহাদের ব্যতীত অন্য সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে। যেমন পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে–

ونفخ فى الصور فصعق من فى السموت ولارض الا من شاء الله–

উচ্চারণঃ–"ওয়া নুফিখা ফিছ্ছুরী ফাছাইক্বা মান্ ফিছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্বি ইল্লা মান্ শাআল্লাহ্" অর্থাৎ সিঙ্গা ফুৎকারের সাথে সাথে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকলেই বেহুঁশ হইয়া পড়িবে; কিন্তু আল্লাহ পাক যাহাদিগকে মর্জি করিবেন, তাহারা নিরাপদ থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বনবী (সঃ) বলিয়াছেন–"আল্লাহ পাক হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর সিঙ্গাকে চারি শাখাবিশিষ্ট তৈরী করিয়াছেন। সিঙ্গার দুই শাখা পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত রহিয়াছে। তৃতীয় শাখা সাত যমিনের নীচে ও চতুর্থ শাখা সাত আকাশের উপরে স্থাপিত। উহাতে রূহের আকারানুসারে অসংখ্য ছিদ্র রহিয়াছে; যেমন নবীগণের রূহের জন্য একটি, জ্বিনদের রুহের জন্য একটি, মানবাত্মার জন্য একটি, শয়তানের জন্য একটি ইত্যাদি। তাহা ছাড়া জীব-জন্তু, পোকা-মাকড় এমনকি মশা-মাছির জন্যও এক একটি ছিদ্র রহিয়াছে। হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-কে আল্লাহ পাক সেই কাজে নিয়োগ করিয়াছেন। অতএব তিনি সর্বদা সিঙ্গা মুখে করিয়া আল্লাহ পাকের নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহ পাকের হুকুম মাত্র তিনি সজোরে সিঙ্গা ফুৎকার দিবেন। হযরত ইস্রাফিল (আঃ) তিনবার সিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। প্রথমবারে সমুদয় সৃষ্টজীব ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইবে। দ্বিতীয় বারে সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে। তৃতীয়বারে সবাই পুনরুত্থিত হইবে।"

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! সিঙ্গার ফুৎকারে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে?" প্রত্যুত্তরে হুযুর (সঃ) বলিলেন, "হে হোজায়ফা! আমার রূহ যাহার হাতে রহিয়াছে তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, সিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া মাত্রই কিয়ামত সংঘটিত হইবে। এমন অবস্থা হইবে যে, মুখের নিকটে উঠানো লোকমা খাইবার অবসর মিলিবে না–ইহা হস্ত হইতে পড়িয়া যাইবে, পরিধেয় বস্ত্র সামনে থাকিবে সত্য কিন্তু পরিধান করিবার সাহস ও শক্তির অভাব হইবে। পানির পাত্র সামনে থাকিলেও উহা হইতে পানি পান করা অসম্ভব হইবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সিঙ্গা ফুৎকারে প্রাণী জগতের অস্থিরতা

হযরত ইস্রাফীল (আঃ)এর প্রথম ফুৎকারের ভীষণ শব্দে সমস্ত প্রাণী অস্থির, বেকারার হইয়া যাইবে; কিন্তু যাহাদিগকে আল্লাহ পাক রক্ষা করিবেন, তাহারা অস্থির হইবে না। প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে পাহাড়-পর্বত উড়িয়া যাইবে, নভোমণ্ডলও নদীবক্ষে আন্দোলিত নৌকার মত প্রকম্পিত ও দুলিতে থাকিবে। গর্ভবতীদের গর্ভ নষ্ট হইয়া যাইবে। মাতা স্বীয় দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা বিস্মৃত হইবে। আর শয়তানগণ এদিক সেদিক পলায়ন করিতে থাকিবে এবং তারকাপুঞ্জ তাহাদের উপর বর্ষিতে থাকিবে। চন্দ্র-সূর্য

গ্রহণ আরম্ভ হইবে ও তাহাদের উপর নভোমণ্ডলকে বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইবে। বালক বৃদ্ধ হইয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন–

ان زلزلة الساعة شئ عظيم–

উচ্চারণ ঃ "ইন্না যাল্‌যালাতুছ্ ছাআতি শাইউন্ আজীম।"

অর্থাৎ ঃ "অবশ্যাই প্রলয় কম্পন অত্যন্ত ভয়াবহ জিনিস।" এই অবস্থা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘ হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াত পাঠ করিলেন যে, "হে মানব সকল! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, নিশ্চয়ই কিয়ামতের কম্পন অতি ভীষণ।" তারপর তিনি সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই অবস্থা কখন হইবে বলিতে পার?" সাহাবাগণ আরজ করিলেন, "আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল অধিকতর জ্ঞানী।" তিনি বলিলেন, "এই অবস্থা সেইদিন হইবে, যেদিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন–'হে আদম উঠ এবং তোমার গোনাহগার সন্তানদিগকে দোযখে প্রেরণ কর।' তখন হযরত আদম (আঃ) ফরিয়াদ করিবেন, হে আল্লাহ! প্রতি হাজার হইতে কি পরিমাণ প্রেরণ করিব?' আল্লাহ পাক বলিবেন, 'হে আদম! প্রতি হাজার হইতে একজনকে বেহেশতের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট নয়শত নিরানব্বইজনকে দোযখে পাঠাও।' এইকথা সাহাবাদের নিকট অত্যন্ত ভারী মনে হইল এবং তাহারা বিষণ্ণচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর হুযুর (সঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়া সাহাবাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আমার আশা, অবশ্যই তোমরা এক-চতুর্থাংশ বেহেশ্‌তী হইবে।" আঁ হযরত (সঃ) পুনরায় বলিলেন, "আমি আশা করি নিশ্চয়ই তোমাদের অর্ধাংশ বেহেশ্‌তী হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সাহাবাগণ সন্তুষ্ট হইলেন। হুযুর করীম (সঃ) আরও বলিলেন, "তোমরা খোশ খবরী গ্রহণ কর যে, তোমরা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় একপাল উটের ভিতর একটি বকরী তুল্য হইবে এবং তোমরাই হাজারের মধ্যে একজন হইবে।"

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বিশ্ব-নবী (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ পাক তাঁহার একশত রহমতের একভাগ মাত্র জগতের কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মানব-দানব ইত্যাদিকে দান করিয়াছেন।" এই একভাগের ফলেই তাহারা পরস্পরে স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রণয় ও ভালবাসায় মত্ত হয়। আর আল্লাহ পাক স্বীয় অবশিষ্ট নিরানব্বই রহমত দ্বারা রোজ কিয়ামতে বান্দাদের প্রতি রহমত ও দয়া করিবেন।

তারপর আল্লাহ পাক হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-কে মৃত্যুর জন্য সিঙ্গা ফুঁকিবার নির্দেশ দিবেন। অমনি তিনি, হে উলঙ্গ রূহ সকল! যথাশীঘ্র আল্লাহর হুকুমে বাহির হইয়া যাও,

বলিয়া জোরে সিঙ্গার ফুৎকার প্রদান করিবেন। তখনই নভোমন্ডলের ও ভূমণ্ডলের সবকিছু মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে; কিন্তু শহীদগণ আল্লাহর অভিপ্রায়ে রক্ষা পাইবে। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

ولاتحسبن الذين قتلو فى سبيل الله امواتا– بل احياء عند ربهم يرزقون–

উচ্চারণ ঃ "ওয়ালা তাহ্‌ছাবান্নাল্লাজিনা কুতিলু ফী ছাবিলিল্লাহি আম্‌ওয়াতা, বাল্ আহইয়াউন্ ইন্‌দা রাব্বিহিম ইউরযাকুন!"

অর্থাৎ ঃ যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না, বরং তাহরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত থাকিয়া উপজীবিকা আস্বাদন করিতেছে। হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ পাক শহীদগণকে পাঁচটি শ্রেষ্ঠ মর্যাদা প্রদান করিতেছেন, যাহা নবীগণকেও দান করেন নাই। এই প্রসঙ্গে হুযুর (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন –(১) সমস্ত শহীদগণের রূহ আল্লাহ পাক কবজ করেন, কিন্তু আমার ও অন্যান্য নবীগণের রূহ আজরাইল (আঃ) কবজ করিয়া থাকেন। (২) মৃত্যুবরণের পর সমস্ত নবীগণকে গোসল দেওয়া হয়, এমন কি আমাকেও গোসল দেওয়া হইবে, কিন্তু শহীদগণকে গোসল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। (৩) আমার এবং অন্যান্য নবীগণের জন্য ভিন্ন কাফন দিতে হয়, কিন্তু শহীদগণের ভিন্ন কাফনের দরকার হয় না। (৪) আমাকে এবং অন্যান্য নবীগণকে মৃত বলিয়া অভিহিত করা যায়, কিন্তু শহীদগণকে মৃত বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। (৫) আমি এবং অন্যান্য নবীগণ আল্লাহ পাকের নিকট নিজ নিজ উম্মতের জন্য সুপারিশ করিবেন, কিন্তু শহীদগণ রোজ কিয়ামতে সমস্ত উম্মতের জন্য শাফায়াত করিবেন। আরও বর্ণিত আছে যে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ তায়ালা বারজনকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবেন। তাহারা হইবেন –(১) হযরত জিব্রাইল (আঃ), (২) হযরত মিকাইল (আঃ), (৩) হযরত ইস্রাফীল, (আঃ) (৪) আজরাইল (আঃ) এবং আরশ বহনকারী আটজন (৫–১২) বিশিষ্ট ফেরেশ্‌তা। তখন সৃষ্টজগতে জ্বিন-ইন্‌সান, পশু-পক্ষী ও মানব, শয়তান বলিতে কিছুই থাকিবে না। তারপর আল্লাহ তায়ালা আজরাইল (আঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া হুকুম করিবেন, "হে আজরাইল (আঃ)! আমি তোমার নিমিত্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষের সমতুল্য সাহায্যকারী পয়দা করিয়াছি আর তোমাকে সাত আকাশ ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট পদার্থের সমতুল্য শক্তি প্রদান করিয়াছি। আজ তোমাকে গজব ও ক্রোধের লেবাছে সাজাইতেছি। যাও, এই মুহূর্তে ইবলিস্ শয়তানের উপর ভীমনাদে আক্রমণ কর এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত মানব-জ্বিনের দ্বিগুণ, চর্তুগুণ কষ্ট সহকারে তাহার রূহ কবজ কর আর তোমার সহকারী সত্তর হাজার দোজখের ফেরেশতাকে 'লজ্জা' নামক দোজখ হইতে

সত্তর হাজার জিঞ্জির সঙ্গে লইতে নির্দেশ কর।" তারপর আজরাইলের নির্দেশক্রমে দোযখের দরওয়াজা খুলিয়া যাইবে এবং সত্তর হাজার দোযখের ফেরেশ্‌তা সমসংখ্যক জিঞ্জির লইয়া তাঁহার সামনে উপস্থিত হইবে। তখন আজরাইল এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিবেন যে, যদি সাত আকাশ ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীবৃন্দ তাঁহার সেই মূর্তি অবলোকন করিত, তবে সকলেই মরিয়া যাইত। আজরাইল (আঃ) অভিশপ্ত ইবলিস্‌কে দেখিয়াই এমন জোরে ধমক দিবেন যে ইহাতে সে বেহুঁশ হইয়া যাইবে এবং ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে শুরু করিবে। যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীগণ তাহার সেই বিকট শব্দ শ্রবণ করিত তবে সকলেই বেহুঁশ হইয়া যাইত।

অতঃপর আজরাইল (আঃ) তাহাকে রুদ্ররোষে বলিবেন, 'হে পাপিষ্ট! অপেক্ষা কর! এখনই তোকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাইতেছি। তুই দীর্ঘদিন জীবমান ছিলি, আর তোর দ্বারা অনেক লোক পথভ্রষ্ট হইয়াছে।" ইহা শ্রবণ করিয়া ইবলিস্‌ পূর্ব প্রান্তে পলায়ন করিতে ছুটিয়া যাইবে, কিন্তু সেখানেও হযরত আজরাইল (আঃ)কে দেখিতে পাইবে। পুনরায় সে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে গিয়া আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু সেখানেও আজরাইল (আঃ)-কে দেখিতে পাইবে। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া পৃথিবীর মধ্যস্থলে হযরত আদম (আঃ)এর কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিবে– 'হে আদম! তোমারই জন্য আমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছি এবং আল্লাহর করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তারপর আজরাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবে, "হে আজরাইল! বল কিরূপে তুমি আমার প্রাণ বধ করিবে?" আজরাইল (আঃ) বলিবেন, 'হে দুরাত্মা ইবলিস! সায়ীর নামক জাহান্নামের শাস্তি ও আগুনের পাত্র দ্বারা তোর পাপাত্মাকে সংহার করিব।" তারপর ইবলিস্‌ ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে থাকিবে। তখন দোযখের ফেরেশতাগণ কালালিবের অস্ত্র দ্বারা তাহাকে চতুর্দিক হইতে আঘাত করিতে থাকিবে এবং তীর ও বর্শার দ্বারা তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিবে। আবশেষে জীবনপাতের কঠিন যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ইবলিস্‌ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

মাখলুকাতের লয়প্রাপ্তি

জীবকুলের নিধন কার্য শেষ হইলে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম বিশাল পানিরাশি ধ্বংস করিবার জন্য আজরাইল (আঃ)কে নির্দেশ দিবেন। যেমন ঘোষণা করিয়াছেন–"তাঁহার পবিত্র সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই বিলয় হইবে।" আজরাইল (আঃ) পানিকে বলিবেন, "হে পানিরাশি! তোমাদের মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা ধ্বংস হইয়া যাও!" পানি আর্তনাদ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিবে। অনুমতি লাভ করিয়া পরস্পর চীৎকার করিয়া বলিবে, "হে তরঙ্গরাজি ও আশ্চর্য বস্তুসমূহ! তোমরা কই!

আল্লাহ পাক তোমাদের ধ্বংসের নির্দেশ জারী করিয়াছেন। তোমরা লয়প্রাপ্ত হও।" তারপর আজরাইল (আঃ) উচ্চৈঃস্বরে নির্দেশ করিবেন এবং পানিরাশি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, যেন দুনিয়াতে কখনও পানি ছিল না।

তারপর পর্বতসমূহের নিকট আজরাইল (আঃ) উপস্থিত হইয়া বলিবেন, "হে পর্বতমালা! তোমাদের মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা ধ্বংস হইয়া যাও।" পর্বতমালা চীৎকার করিয়া বলিবে, "কোথায় আমার বিশাল শৃঙ্গ ও শক্তি বল। অবশ্যই আল্লাহর নিকট হইতে ধ্বংসের সংবাদ আসিয়াছে।" তারপর আজরাইল (আঃ) পর্বত শীর্ষে ভীষণ গর্জন করিবেন। ফলে সমস্ত পর্বতমালা আগুনের তাপে বিগলিত সীসার ন্যায় গলিয়া যাইবে। তারপর আজরাইল (আঃ) পৃথিবীকে বলিবেন, "হে পৃথিবী! তোমার মেয়াদ ফুরইয়া গিয়াছে; সুতরাং তুমি আল্লাহ পাকের নির্দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হও।" পৃথিবী ক্রন্দন করিবার আরজ করিয়া অনুমতি লাভ করতঃ বলিবে, "হে আমার গচ্ছিত ধনরাশি, বৃক্ষ-লতা, নদী-সাগর ও লতাপাতা, তোমরা কই?" তারপর আজরাইল (আঃ) ভূমিতলে প্রচণ্ড গর্জন করিলে এই পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে। সুউচ্চ দেওয়ালগুলি ধ্বসিয়া যাইবে এবং পানিরাশি অতলগর্ভে বিলীন হইবে। পরিশেষে আজরাইল (আঃ) আকাশে আরোহণ করতঃ ভীষণ নাদে গর্জন করিলে চন্দ্র-সূর্যে পূর্ণ গ্রহণের সূচনা হইবে এবং তারকাপুঞ্জ খসিয়া পড়িতে থাকিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আজরাইল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবেন, "হে আজরাইল! সৃষ্টজগতে আর কাহারা বাকী রহিয়াছে?" প্রত্যুত্তরে আজরাইল (আঃ) বলিবেন, "হে আল্লাহ! তুমি চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব। তোমাকে ছাড়া হযরত জিবরাইল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ), হযরত ইস্রাফীল (আঃ), আরশবাহী ফেরেশতাগণ ও এই নিকৃষ্ট বান্দা অবশিষ্ট রহিয়াছে।" তখন আল্লাহ পাক নির্দেশ করিবেন, "হে আজরাইল! তুমি কি আমার এই ঘোষণা শ্রবণ কর নাই যে, আমি নূতন দিন এবং তোমার আমলের সাক্ষ্যদাতা, প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। তুমি আমারই সৃষ্ট পদার্থ; সুতরাং তোমাকেও মরিতে হইবে।" তারপর আজরাইল (আঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ) ও অন্যান্যদের জান কবজ করিবার পর স্বয়ং নিজের রূহ কবজ করিয়া মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবেন।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক হযরত আজরাইল (আঃ)কে নির্দেশ দিবেন, "হে আজরাইল! উঠ এবং হেহেশত ও দোযখের মাঝখানে মৃত্যুমুখে পতিত হও।' সেই সময় আল্লাহ্‌ পাক ছাড়া অন্য কেহই জীবিত থাকিবে না! তারপর আল্লাহ্‌ পাকের রেজামন্দি অনুসারে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবজগৎ ও বস্তুজগৎ বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। মোট কথা, আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সৃষ্ট জগতের পুনরুত্থান

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ যখন জীব জগতের পুনরুত্থানের আশা করিবেন, তখন জিব্রাইল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ) হযরত ইস্রাফীল (আঃ) ও হযরত আজরাইল (আঃ)কে পুনর্জীবিত করিলে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) আরশের উপর হইতে সিঙ্গা হাতে তুলিয়া স্বীয় হস্তে ধারণ করিবেন। তারপর আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের তত্ত্বাবধানকারী রেদওয়ান ফেরেশতার নিকট গমন করিতে নির্দেশ দিবেন। তাহারা উপস্থিত হইয়া বলিবেন, "হে রেদওয়ান! আল্লাহ পাকের নির্দেশ অনুসারে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার ঈমানদার উম্মতের জন্য বেহেশতকে সাজাও।" অতঃপর তাহারা বেহেশ্ত হইতে দুইটি বেহেশতী লেবাছ, লেওয়ায়ে হাম্দ ও একটি বোরাক আনয়ন করিবেন। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সর্বপ্রথম বোরাকই জীবিত হইবে। বোরাককে সজ্জিত করিবার জন্য আল্লাহ পাক তাহাদিগকে নির্দেশ দান করিবেন; সুতরাং তাহার লাল ইয়াকুতে আচ্ছাদিত জিনপোষ, সবুজ জিনপোষ, জবরজদ তৈরী লাগাম এবং হলুদ ও সবুজ রংয়ের দুইটি পরিচ্ছদে ইহাকে সাজাইয়া হুযুর (সঃ)-এর পবিত্র রওজার নিকট উপস্থিত করিতে বলিবেন; কিন্তু সুসমতল পৃথিবী পৃষ্ঠে পবিত্র রওজা শরীফকে চিহ্নিত করিতে না পারিলে অকস্মাৎ নূরে মুহাম্মদি রওজা শরীফ হইতে সুদূর আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত খাম্বার মত জাহির হইবে। ইহা দেখিয়া হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত ইস্রাফীল (আঃ)কে বলিবেন, "হে ইস্রাফীল! আপনি মহানবী (সঃ)-কে আহ্বান করুন। কারণ আপনার দ্বারাই সমস্ত জীবজগৎ পুনর্জীবন লাভ করিবে।" উত্তরে তিনি বলিবেন, "হে জিব্রাইল! আপনিই সম্বোধন করুন! কেননা পৃথিবীতে আপনি তাঁহার দোস্ত ছিলেন। তিনি সলজ্জভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) হযরত মিকাইল (আঃ)-কে বলিবেন, "আপনি আঁ হযরত (সঃ)-কে পুনরুত্থানের নিমিত্ত আহ্বান করুন।" কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না। তারপর সকলে হযরত আজরাইল (আঃ)-কে আহ্বান করিতে বলিবেন, "হে পবিত্র রূহ! পবিত্র শরীরে ফিরিয়া আসুন।" এইবারও উত্তর পাওয়া যাইবে না। পরিশেষে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) জোর গলায় বলিবেন, "হে পবিত্র রূহ! আল্লাহ পাকের দীদার ও হিসাব নিকাশের জন্য উত্থিত হউন।" এমন সময় রওজা শরীফ চৌচির হইয়া যাইবে। ইহাতে বসিয়াই নবী (সঃ) পবিত্র মাথা ও দাড়ি মোবারকের ধূলাবালি মুছিয়া থাকিবেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহাকে হোল্লা পরিধান করিয়া বোরাকে আরোহণের জন্য আবেদন করিলে হুযুর (সঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "বল বন্ধু! আজ কোন দিন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন—"আজ বিরহ-বিচ্ছেদ ও মিলনের দিন! আজ তিরস্কার, অনুতাপ, লজ্জা ও

অপমানের দিন!" হুযুর (সঃ) বলিবেন, "হে দোস্ত! আমাকে সুসংবাদ প্রদান করুন। অন্যথায় আমি উঠিব না।" জিব্রাইল (আঃ) মহানবী (সঃ)কে বোরাক, লওয়ায়ে হাম্দ, বেহেশতী হোল্লার কথা বিবৃত করিবেন, হুযুর (সঃ) বলিবেন, "হে দোস্ত! আমি এই খবর জিজ্ঞাসা করি নাই। মূলতঃ আমার পাপী উম্মতদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? তাহাদিগকে কি তুমি পুলছিরাতের উপর ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছ?" জিব্রাইল (আঃ) উত্তর করিবেন, "হে মুহাম্মদ (সঃ)। আল্লাহর শপথ, এই পর্যন্ত পুনরুত্থানের সিঙ্গা বাজানো হয় নাই।" ইহা শ্রবণান্তে আঁ হযরত (সঃ) বলিবেন, "এখন আমার প্রাণে শান্তি আসিয়াছে এবং আঁখিদ্বয় সুস্থির হইয়াছে।" অতঃপর তিনি হোল্লা ও তাজ পরিধান করতঃ বোরাখে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিবেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

বেহেশ্তী বাহন বোরাকের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বোরাক এক প্রকার বেহেশতী জানোয়ার। ইহার দুইটি পাখা আছে। ইহা আকাশে ও পৃথিবীতে উড়িতে সক্ষম। ইহার মুখ মানুষের মত ও আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলিবে। মুখমণ্ডল সুপ্রশস্ত ও সিং অত্যন্ত মোটা হইবে, কিন্তু উভয় কর্ণদ্বয় সবুজ জবরজদ নির্মিত অত্যন্ত চিকন হইবে। উহার লেজ গাভীর লেজের মত লোহিত স্বর্ণাভ ও শরীর গরু কিংবা ময়ূরের মত এবং ইহার আকৃতি গর্দভ হইতে বড় ও খচ্চর হইতে ছোট হইবে। বিদ্যুৎসম দ্রুতগামী হইবে! এইজন্য ইহাকে বলা হইবে বোরাক বা বিদ্যুৎ।

হুযুর করীম (সঃ) উহাতে চড়িবার ইচ্ছা করিলে ইহা নড়াচড়া করিয়া বলিবে, "আমার আল্লাহর মান-সম্মানের শপথ, হাসেমী, কোরায়েশী, আবতায়ী বংশের নবী—আবদুল্লাহর পুত্র হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমার পিঠে সওয়ার লইতে আমি দিব না।" তখন মহানবী (সঃ) বলিবেন, "ওহে বোরাক! সেই হাসেমী, আবতায়ী ও কোরায়েশী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) হইলাম আমিই।"

তারপর মহানবী (সঃ) বোরাকে সওয়ার হইয়া আরশের নীচে পৌছিয়া সিজদায় পড়িয়া যাইবেন! আল্লাহ পাক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন, "হে মুহাম্মদ! মস্তক উত্তোলন করুন! কেননা আজ এবাদতের দিন নহে। আজ পাপ-পুণ্যের বিনিময়ে বেহেশ্ত-দোযখ লাভ ও হিসাব নিকাশের দিন। মাথা উঠাইয়া নিজ উম্মতের জন্য শাফায়াত করুন। আপনার শাফায়াত কবুল করা হইবে। তারপর হুযুর (সঃ) ফরিয়াদ করিবেন, "হে আল্লাহ! তোমার মর্যাদার শপথ, আমি কি শুধুমাত্র স্বীয় উম্মতের জন্যই শাফায়াত করিব?" আল্লাহ পাক তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলবেন, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাহাই হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন—

ولسوف يعطيك ربك فترضى-

উচ্চারণ ঃ "ওয়ালা ছাউফা ইউত্বিকা রাব্বুকা ফাতারদ্বা।"

অর্থাৎ ঃ অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অচিরেই এমন সম্পদ দান করিবেন, যাহাতে তুমি পরিতুষ্ট লাভ করিবে।

তারপর আল্লাহ্ পাক আকাশকে প্রবল বারি বর্ষণের নির্দেশ দিবেন। সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অনর্গল বৃষ্টিপাত হইবে। ফলে প্রত্যেক জিনিসের উপর বারহাত পুরু পানি জমিবে। সেই পানির দ্বারা আল্লাহ পাক সমস্ত জীবকে শস্য-দানার মত তড়িৎ পুনঃপ্রকৃতি দান করিবেন এবং আকাশ ও যমিনকে একত্রে জড়াইয়া হাতের মুঠিতে তুলিয়া বলিবেন, "বল, অদ্যকার বাদশাহী কাহার? সবাই নিরুত্তর থাকিবে। পুনঃ পুনঃ তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন উত্তর মিলিবে না, তখন স্বয়ং তিনি ঘোষণা করিবেন, "কেবল মাত্র অনন্ত শক্তিশালী আল্লাহর জন্যই।" পুনরায় বলিবেন, "সেই গর্বোন্নত রাজা-মহারাজাগণ আজ কই? আর যাহারা আমার প্রদত্ত পদ ও ভোগ্যবস্তু ভোগ করিবার পরও আমি ব্যতীত অন্যের এবাদত করিয়াছে, তাহারাই বা আজ কোথায়?" তারপর পর্বতশৃঙ্গ তুলার মত উড়িয়া যাইবে এবং আল্লাহ পাক পৃথিবীকে পরিবর্তন করতঃ উহাতে বেহেশ্‌তের বাগান ও সাদা রূপার মত বেহেশ্‌তে পরিবর্তন করিবেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে প্রশ্ন করিলাম, "যেদিন পৃথিবী পৃষ্ঠ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে, সেদিন মানুষ কোথায় দাঁড়াইবে?" উত্তরে আঁ হযরত (সঃ), বলিলেন, "হে আয়েশা! তুমি একটি জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছ। জানিয়া রাখ, সেদিন মানুষ পুলছিরাতের উপর অবস্থান করিতে থাকিবে।"

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

পুনরুত্থানের জন্য সিঙ্গা ফুৎকারের বিবরণ

তারপর আল্লাহ পাক হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-কে পুনরুত্থানের জন্য সিঙ্গা ফুৎকারের নির্দেশ দিবেন এবং সেই মুহূর্তে ঘোষণা করিবেন, "হে পরিত্যক্ত রূহ সকল! হে গলিত হাড়, মাংস ও দেহ কাঠামো! হে বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় ও শিরা-উপশিরা! হে গলিত চামড়া ও বিক্ষিপ্ত ত্বকসমূহ আজ ফয়সালা ও হিসাব নিকাশের জন্য সত্বর উত্থিত হও।" সকলেই তখন গাত্রোত্থান করিবে। কবর হইতে পুনরুত্থিত হইয়া তাহারা আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবর্তিত, পাহাড়-পর্বতকে বিক্ষিপ্ত, গর্ভবতী উষ্ট্রিগুলিকে বিচ্ছিন্ন, হিংস্র জন্তুগুলিকে জড়ীভূত, সাগর-মহাসাগরগুলিকে বিশুষ্ক, রূহগুলির শরীরের সহিত সংযোজিত, আযাবের ফেরেশ্‌তাদিগকে সমীপবর্তী, সূর্যকে কিরণহীন, তুলাদন্ডকে সংস্থাপিত প্রত্যক্ষ

করিবে। সেদিন সকলেই নিজ নিজ আমল ও কর্ম অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে। যেমন আল্লাহ পাকের নির্দেশ রহিয়াছে, পাপীগণ সেইদিন চীৎকার করতঃ বলিবে, "হায়! আমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, আজ কে আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিল? পরম দয়াময় এই ওয়াদাই করিয়াছিলেন এবং রাসূলগণ যথার্থ সত্য বলিয়াছেন।" তারপর সবাই নগ্নপদে ও নগ্নদেহে কবর হইতে উত্থিত হইবে। একদা জনৈক ব্যক্তি হুযুর (সঃ)-কে এই আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিল—"যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তোমরা সেদিন দলেবলে উপস্থিত হইবে।" ইহা শ্রবণান্তে আঁ হযরত (সঃ) কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং চোখের পানিতে তাঁহার বসন সিক্ত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, "হে প্রশ্নকর্তা! তোমার প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল। শোন, রোজ কিয়ামতে আমার উম্মতগণ বারটি দলে বিভক্ত হইয়া পুনরুত্থিত হইবে। (১) যাহারা জনসমাজে অশান্তি ও গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদিগকে বানরের আকারে হাশরের ময়দানে উত্থিত করা হইবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন—

الفتنه اشد من القتل-

উচ্চারণ ঃ আল্ ফিত্‌নাতু আশাদ্দু মিনাল ক্বাতুল" অর্থাৎ অশান্তি সৃষ্টি করা ব্যভিচার হইতে জঘন্যতর।'

(২) যাহারা হারাম খাদ্য দ্বারা শরীরের বৃদ্ধি সাধন করিয়াছে তাহাদিগকে শূকরের আকারে হাশরের মাঠে উত্থিত করা হইবে।

(৩) যে হাকীম বা সরদার ন্যায়বিচার করে নাই বরং অন্যায় হুকুম জারী করিয়াছে, তাহাদিগকে অন্ধ অবস্থায় হাশরের মাঠে উত্থিত করা হইবে। তাহারা অন্ধকারে ইতস্ততঃ ঘুরিতে থাকিবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা যখন বিচারক হও, তখন ন্যায়ের ভিত্তিতে মীমাংসা করিও। অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম উপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"

(৪) যাহারা নিজের এবাদত-বন্দেগীতে অহঙ্কার ও ফখর করিয়াছে, রোজ কিয়ামতে তাহাদিগকে বোবা ও বধির করিয়া উঠান হইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "অবশ্যই আল্লাহ পাক গর্বকারীদিগকে ভালবাসেন না।"

(৫) যে আলেমগণের কাজে ও কথায় সঙ্গতি ছিল না রোজ হাশরে তাহাদের মুখ হইতে পুঁজ, রক্ত পড়িতে থাকিবে এবং তাহারা নিজের জিহ্বা কামড়াইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা কি মানুষকে নেককাজ করিতে আদেশ দাও, মূলতঃ নিজেরা নেককাজ হইতে ভুলিয়া থাক; তবে কি তোমরা বুদ্ধি রাখ না?"

(৬) আর যাহারা মিথ্যা-সাক্ষী দান করিয়াছে, রোজ হাশরে তাহাদের শরীর আগুনে দগ্ধ করিয়া উঠান হইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন "যাহা সম্পর্কে তোমাদের জানা নাই, তাহা যখন তোমরা উচ্চারণ কর এবং ইহাকে তুচ্ছ মনে কর, মূলতঃ ইহা আল্লাহর নিকট জঘন্য অপরাধ। যখন তোমরা ইহা শ্রবণ কর, তখন কেন বল নাই যে, ইহা আমাদের জন্য অনুচিত। হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র ও মহান এবং মিথ্যা সাক্ষ্য জঘন্য অপরাধ।"

(৭) যাহারা নিজের লোভ-লালসা ও কু-ইচ্ছা-পরিপূর্ণ করতঃ জীবনের কাল কাটাইয়াছে, রোজ হাশরে তাহাদের পদদ্বয়কে মাথার চুল দ্বারা কপালের উপর কষিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। তখন তাহাদের শরীর হইতে অত্যধিক দুর্গন্ধ নির্গত হইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "ইহারাই সেই লোক, যাহারা আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে খরিদ করিয়াছে।"

(৮) আর যাহারা আল্লাহর হক আদায় করিতে গড়িমসি ও অবজ্ঞা করিয়াছে, রোজ হাশরে তাহাদিগকে পাগলের মত কম্পিত কলেবরে উঠান হইবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরিশ্রম-অর্জিত ও আমার প্রদত্ত পবিত্র বস্তু হইতে দান-খয়রাত কর।"

(৯) পরনিন্দাকারী, পরদোষ অন্বেষণকারী, দুর্নাম রটনাকারী ও চোগলখোরকে রোজ হাশরে গন্ধক অথবা কেতরানের বস্তু পরাইয়া হাশর ময়দানে উঠান হইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "পরদোষ তালাস করিও না এবং কাহারও পশ্চাতে নিন্দা বা বদনাম করিও না। তোমাদের কেহ স্বীয় মৃত ভাইয়ের মাংস খাইতে পছন্দ করে কি? অতএব ইহাকেও তোমরা ঘৃণা কর।"

(১০) চোগলখোরদের জিহ্বাকে অনেক দীর্ঘ করিয়া হাশর ময়দানে উত্থিত করা হইবে।

(১১) যাহারা মসজিদে বসিয়া দুনিয়াদারীর কথাবার্তা বলিয়াছে তাহাদিগকে পাগলের মত করিয়া হাশরের মাঠে উঠান হইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,

فان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا-

উচ্চারণ ঃ "ফাইন্নাল্ মাছাজ্বিদা লিল্লাহি ফামা তাদ্বউ মা আল্লাহি আহাদা" অর্থাৎ মসজিদ আল্লাহর এবাদতের নিমিত্ত; তাই উহাতে আল্লাহ পাকের সহিত অন্য কাহাকেও স্মরণ করিও না।

(১২) হাশরের ময়দানে সুদখোরদিগকে শূকরের আকৃতিতে উঠান হইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,

"তোমরা দ্বিগুণ হারে সুদ ভক্ষণ করিও না।"

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "অনন্ত দয়াময় আল্লাহ কিয়ামতের পরিতাপ ও অনুশোচনার দিন তাঁর উম্মতগণকে বারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া হাশর ময়দানে উপস্থিত করিবেন।

(১) প্রথম শ্রেণীকে হাত, পা শূন্যভাবে কবর হইতে উত্থিত করা হইবে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে যে, 'ইহারা প্রতিবেশীকে যাতনা-কষ্ট দিয়া তাওবাহ না করিয়া মরিয়াছে। এইজন্য পরিণামে তাহারা প্রজ্বলিত নরক মাঝে পতিত হইবে।' যেমন, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা পাড়া-প্রতিবেশী, নিকটাত্মীয় ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সহিত সৌহার্দ বজায় রাখিও।"

(২) দ্বিতীয় শ্রেণী- যাহারা নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং বিনা তাওবায় মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। রোজ হাশরে তাহাদিগকে চতুষ্পদ জন্তু অথবা শূকরের আকৃতিতে হাশর ময়দানে উত্থিত করা হইবে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে, "ইহাই তাহাদের উপযুক্ত দন্ড এবং পরিশেষে তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "যাহারা নিজের নামায আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর উদর পাহাড়ের মত বিশাল ও বিস্তৃত এবং ইহা খচ্চরের মত ভীষণ ও প্রকান্ড সর্প ও বিচ্ছুতে ভরপুর থাকিবে। এমতাবস্থায় তাহারা হাশর ময়দানে উপস্থিত হইলে আল্লাহর তরফ হইতে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করা হইবে যে, "ইহারা যাকাত আদায় না করিয়া তাওবাহ ব্যতীত মারা গিয়াছে। এইজন্য জ্বলন্ত নরকানলে প্রবেশ করাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়। যেমন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "যাহারা সোনা-রূপা জমা করে কিন্তু উহা হইতে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাহাদিগকে কঠিন আযাবের সুসংবাদ প্রদান কর।" সেই প্রতিদান দিবসে প্রতিটি অর্থকড়ি দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহাদের পার্শ্বদেশে, পৃষ্ঠে ও কপালে দাগ দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, "ইহাই তোমাদের সঞ্চিত ধনরাশি, এখন ইহার আযাব ভোগ কর।"

(৪) চতুর্থ শ্রেণীকে এমন অবস্থায় হাশর ময়দানে উত্থিত করা হইবে যে, তাহাদের মুখ হইতে রক্ত ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে এবং পেটের নাড়িভূড়ি বিক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিবে। আল্লাহর তরফ হইতে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করিবে যে, "তাহারা বেচা-কিনায় মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাওবাহ ছাড়া মরিয়াছে। অতএব অনলকুন্ডে প্রবেশ করাই তাহাদের উপযুক্ত প্রতিফল।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন "যাহারা স্বল্পমূল্যের বদলে আল্লাহর অঙ্গীকার ও নিজের ওয়াদাকে বিক্রয় করে, তাহাদের জন্য আখেরাতে নেকীর কোন অংশই থাকিবে না।"

(৫) পঞ্চম শ্রেণী এমনভাবে কবর হইতে উত্থিত হইবে যে, তাহাদের শরীর হইতে লাশের চেয়ে অধিক দুর্গন্ধ বাহির হইবে। তখন আল্লাহর তরফ হইতে ঘোষণা করা

হইবে যে, "তাহারা প্রকৃতই আল্লাহকে ভয় না করিয়া মানুষের ভয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে গুনাহ করিয়া তাওবাহ ছাড়া মরিয়াছে। ইহাই তাহাদের জন্য উপযুক্ত প্রতিফল এবং পরিণামে তাহারা নরককুন্ডে প্রবিষ্ট হইবে।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তাহারা গুনাহকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করে কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টি হইতে লুকাইতে সক্ষম হয় না, কেননা তিনি তাহাদের সঙ্গেই বিরাজমান।"

(৬) ষষ্ঠ শ্রেণীকে গলদেশ কাটা অবস্থায় হাশর ময়দানে উত্থিত করা হইবে। ইহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল এবং তাওবাহ ছাড়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। এইজন্য তাহাদের এই শাস্তি হইয়াছে এবং শেষকালে তাহারা দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা মিথ্যাকথা হইতে বাঁচিয়া থাক এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর তাঁহার সহিত অংশী স্থাপন করিও না।" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করিয়াছেন, "যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে না এবং খেলাধূলার নিকটবর্তী হইলে পুণ্যবানদের পথ অনুসরণ করে" (তোমরাই প্রকৃত বিশ্বাসী)।

(৭) সপ্তম শ্রেণী এমতাবস্থায় কবর হইতে উত্থিত হইবে যে, তাহাদের মুখে জিহ্বা থাকিবে না এবং তাহাদের মুখ হইতে পুঁজ ও বমি নির্গত হইবে, তখন আল্লাহর তরফ হইতে ঘোষণা করা হইবে যে, "তাহারা সত্য সাক্ষ্য গোপন করিয়া তাওবাহ ছাড়া মরিয়াছিল। কাজেই ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা সত্য সাক্ষ্য গোপন করিও না আর যে গোপন করিল, সে যেন তাঁহার হৃদয়কে পাপে আচ্ছাদিত করিল, বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।"

(৮) অষ্টম শ্রেণী অবনত মস্তকে কবর হইতে উত্থিত হইবে এবং তাহাদের পদদ্বয় মাথার উপর দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের যৌনাঙ্গ হইতে রক্ত, পুঁজ ও ছাদীদের স্রোতধারা প্রবাহিত হইবে। আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে, "ইহারা ব্যভিচার করিয়া বিনা তাওবায় মরিয়াছিল।" এইজন্য দোযখে পতিত হওয়া ও এমতাবস্থায় হাশরে উঠা যথার্থ হইয়াছে।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা জিনার সন্নিকটে যাইও না, নিশ্চয়ই ইহা লজ্জাকর কাজ এবং নিতান্ত মন্দ পথ।"

(৯) নবম শ্রেণী কৃষ্ণ মুখমন্ডল ও রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট আকারে হাশরে উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের পেট আগুনে ভরপর থাকিবে। তখন আল্লাহর অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিয়া মরিয়াছিল, সুতরাং দোযখে প্রবিষ্ট হওয়া এবং এমতাবস্থায় হাশর হওয়া ঠিকই হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "অবশ্যই যাহারা এতীমদের ধন-রত্ন গর্হিতভাবে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহারা যেন আগুন দ্বারা নিজেদের পেট ভর্তি করিয়াছে এবং সত্বরই তাহারা দোযখে প্রবিষ্ট হইবে।"

(১০) দশম শ্রেণী কুষ্ট ও শ্বেত রোগাক্রান্ত হইয়া হাশর মাঠে উত্থিত হইবে। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে যে, তাহারা পিতা-মাতার সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া বিনা তাওবায় মরিয়াছিল। অতএব ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি এবং পরিণামে তাহারা দোযখবাসী হইবে।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশী স্থাপন করিও না আর পিতা-মাতার সহিত সদাচরণ কর।"

(১১) একাদশ শ্রেণী এমতাবস্থায় হাশরে উত্থিত হইবে যে, তাহাদের দন্তরাজি ষাড়ের শিং-এর ন্যায় দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠদ্বয় বক্ষের উপর ঝুলানো, জিহ্বা পেট ও রানের উপর লম্বমান হইবে এবং উদর হইতে গলিত ধাতু নির্গত হইবে। তখন আল্লাহর তরফ হইতে ঘোষণা করা হইবে যে, "পৃথিবীতে তাহারা ছিল শরাবখোর। তাহারা বিনা তাওবায় মরিয়াছিল। এইজন্য ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি এবং পরিণামে তাহারা দোযখী হইবে।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "হে ঈমানদারগণ! শরাব, জুয়া, শরাঘাতে প্রাণীকে মারা ও আজলাম অপবিত্র। ইহা শয়তানের কুকর্ম মাত্র। অতএব তোমরা এই সকল হইতে দূরে থাক, তোমরা সফল হইবে।"

(১২) দ্বাদশ শ্রেণীকে এমতাবস্থায় হাশরে উত্থিত করা হইবে যে, তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত সমুজ্জ্বল হইবে। তাহারা চক্ষুর দৃষ্টি হরণকারী বিজ্‌লীর মত তীরবেগে পুরছিরাত পার হইবে। তখন আল্লাহর তরফ হইতে জনৈক ফেরেশতা ঘোষণা করিবে, "তাহারা পৃথিবীতে নেককাজ করিয়াছিল এবং সময় মত জামাতের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পাদন করিয়াছিল আর তাওবাহ করিয়া মরিয়াছিল। অতএব ইহাই তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার। পরিণামে তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে।" যেমন, আল্লাহ পাক আরও ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমরা ভয় ও চিন্তা করিও না এবং ওয়াদাকৃত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আল্লাহ পাক আরও ঘোষণা করিয়াছেন, "আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর রাজী আছেন এবং তাহারাও আল্লাহর উপর পরিতুষ্ট থাকিবে। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য, যে নিজ প্রতিপালককে ভয় করে।"

সপ্তবিংশ অধ্যায়

প্রাণী জগতের কবর হইতে পুনরুত্থান

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত জীব স্বীয় কবর হইতে উত্থিত হইয়া উক্ত স্থানে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত দন্ডায়মান থাকিবে। তখন তাহারা পানাহার করিবে না এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপও করিবে না। ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। জনৈক ব্যক্তি মহানবী (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সঃ)! রোজ

কিয়ামতে আপনি স্বীয় উম্মতদিগকে কেমনভাবে চিনিবেন?" উত্তরে মহানবী (সঃ) বলিলেন, "সেইদিন আমার উম্মতগণের হাত, পা ও চেহারা, অজুর চিহ্নস্থল উজ্জ্বল থাকিবে।" হাদীস শরীফে আরও আছে যে, রোজ কিয়ামতে প্রাণী জগতের উত্থানের পর একদল ফেরেশতা তাহাদের মস্তকের সন্নিকটে আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের শিয়রের ধূলাবালি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু কপালের ধূলা পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে না। তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে জনৈক ফেরেশতা ঘোষণা করিবে, "হে বন্ধু! ইহা কবরের মাটি নহে। অতএব ইহা দূর করিবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযী ও বেনামাযির পার্থক্য প্রকাশ না পাইবে এবং পুলছিরাত পার হইয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ না করিবে, সে পর্যন্ত উহা কপালে থাকিতে দাও। ফলে দর্শকবৃন্দ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইবে যে, সেই ব্যক্তি আমার প্রকৃত বান্দা ও অনুগত খাদেম ছিল।"

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "রোজ হাশরে আল্লাহ যখন কবরবাসীদিগকে উঠাইবেন, তখন রেদওয়ানকে নির্দেশ দিবেন যে, "হে রেদওয়ান! আমি রোযাদারদিগকে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় উত্থিত করিয়াছি। অতএব তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তী বালক ও খাদেমদিগকে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য খাদ্য ও পানীয় উপস্থিত কর।" তখনই রেদওয়ান বেহেশ্‌তী, বালক ও খাদেমদিগকে নূরের তব্‌কা লইয়া হাজির হইতে হুকুম করিবেন। তৎক্ষণাত বেহেশ্‌তী ফল-ফলারি, আহার্য ও পানীয় লইয়া তাহার নিকট এত বালক ও খাদেম উপস্থিত হইবে যে, তাহাদের সংখ্যা আকাশের তারা, বৃক্ষরাজীর পাতা, বালু-কণা ও পানির বিন্দু হইতেও সমধিক হইবে। তাহারা রোযাদারদিগকে পানাহার করাইবে এবং বলিবে, "আজ পূর্ব প্রেরিত বস্তুর প্রতিদান নিঃসঙ্কোচে পানাহার করুন। হে আল্লাহ! আমাদিগকেও এই শ্রেণীর আহার্য দান করুন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "রোজ কিয়ামতে কবর হইতে উত্থিত হইবার পর তিন শ্রেণীর লোকের সহিত ফেরেশতাগণ করমর্দন করিবে। যাহারা আল্লাহর পথে শহীদ হইয়াছে, যাহারা রমজান মাসে রোযা রাখিয়াছে এবং যাহারা আরাফাতের দিন রোযা রাখিয়াছে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনাব হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "বেহেশ্‌তের মধ্যে হীরা, জাওহার, মণি-মুক্তা ও সোনা-রূপার তৈরী একটি মহল আছে।" আমি আরজ করিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কাহার জন্য?" তিনি বলিলেন, "যাহারা আরাফাতের দিন রোযা রাখিয়াছে।" তিনি আরও বলিলেন, "হে আয়েশা! আরাফাতের দিন ও জুময়ার দিন আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয়। সেইদিন

আল্লাহ পাকের অগণিত রহমত নাযিল হয়। যে লোক আরাফার দিন রোযা রাখে, আল্লাহ পাক তাহার জন্য ত্রিশটি রহমতের দুয়ার খুলিয়া দেন। সে ইফ্‌তার ও পানি পান করিবার সময় তাহার শরীরের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে, "হে আল্লাহ! সূর্য উদয় পর্যন্ত তাহার উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর।" অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রোযাদার কবর হইতে উত্থিত হইবার সময় নিজ মুখে রোযার সুগন্ধ পাইবে। তাহাদের সামনে মজাদার আহার্য ও মিঠা পানি হাজির করিয়া বলা হইবে, "আপনারা আজ পরম সুখে পানাহার করিয়া স্বীয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করুন। কেননা অপরাপর মানুষ যখন পরম তৃপ্তির আহার্য গ্রহণে মত্ত ছিল, তখন আপনারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ছিলেন। আজ আপনারা সুখ অনুভব করুন।" অন্যান্য মানুষ যখন হিসাব-নিকাশ দিতে ব্যস্ত থাকিবে তখন তাহারা পানাহার সমাপন করিয়া সুখ লাভ করিতে থাকিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "দশ শ্রেণীর লোকের শরীর কবরে পচিবে না; যথা-(১) শহীদ, (২) হাক্কানী আলেম, (৩) গাজী বা ধর্ম যোদ্ধা, (৪) কোরআনে হাফেজ, (৫) মোয়াজ্জিন, (৬) ইনসাফগার রাজা-বাদশাহ, (৭) প্রসবকালীন মৃত্যু বরণকারী রমণী, (৮) যাহাকে অন্যায়ভাবে নিধন করা হইয়াছে, (৯) জুময়ার দিনে বা রাত্রে মৃত ব্যক্তি, (১০) আলাফাতের দিনে মৃত ব্যক্তি। আঁ হযরত (সঃ) আরও বলিয়াছেন, "রোজ কিয়ামতে সকলেই সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় নগ্নদেহে হাশর ময়দানে উত্থিত হইবে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষ লোকেরাও কি স্ত্রীলোকদের সহিত একত্রেই থাকিবে?" হুযুর (সঃ) বলিলেন, হ্যাঁ, মিলিয়া মিশিয়াই থাকিবে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হায়! লজ্জা ও অপমানের অবতারণা হইবে, যখন একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।" তখন আঁ হযরত (সঃ) বিবি আয়েশার (রাঃ) কাঁধে মৃদু আঘাত করিয়া বলিলেন, "হে ছিদ্দিক নন্দিনী! সেদিন একে অন্যের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না, কেননা সকলেই স্বীয় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবে এবং উর্ধ্বনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ পা পর্যন্ত, কেহ হাঁটু পর্যন্ত, কেহ উদর পর্যন্ত, কেহ বক্ষদেশ পর্যন্ত, কেহ গলা পর্যন্ত, কেহ তার অধিক ঘর্ম-স্রোতে সাঁতার কাটিতে থাকিবে। সেদিন এমন কোন মর্যাদাশীল ফেরেশতা, নবী ও রাসূল অথবা শহীদ কবর হইতে উত্থিত হইবে না যাহারা হিসাব-নিকাশ দেওয়া ও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিবার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও পেরেশান হইবে না।" হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও আরজ করিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল।! কেহ কি সেদিন আরোহীরূপে হাশর মাঠে উত্থিত হইবে।" হুযুর (সঃ) বলিলেন, "হ্যাঁ অবশ্যই। নবী ও রাসূল এবং তাহাদের পরিবার-পরিজন ছাড়াও রজব, সাবান ও রমযান মাসের রোযাদারগণ আরোহী হইয়া হাশর ময়দানে উঠিবে।" বিবি আয়েশা (রাঃ) পুনরায় আরজ করিলেন, "কেহ কি সেদিন আত্মতৃপ্তি সহকারে উপস্থিত হইবে?" হুযুর (সঃ) বলিলেন, "হ্যাঁ, নবী ও রাসূল এবং তাহাদের পরিবার-পরিজন

ব্যতীত রজব, সাবান ও রমজান মাসের রোযাদারগণও পরিতৃপ্ত হইয়া হাশর মাঠে সমবেত হইবে, তাহারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা হইতে মুক্ত থাকিবে এবং অপর সকলেই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রোজ কিয়ামতে ফেরেশতাগণ লোকদিগকে বাইতুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী 'সাহেরা' নামক স্থানে জড়ো করিতে নিবেন। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,

فانما هى زجرة واحدة فاذاهم بالساحرة–

উচ্চারণ ঃ "ফাইন্নামা হিয়া যাজ্‌রাতুওঁ ওয়াহিদাতুন ফাইজা হুম বিছাহিরাহ্" অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুৎকার এক ধমক বা শাসানো ধ্বনি ভিন্ন কিছু নহে। অতঃপর তাহারা সাহেরা বা সমতল ময়দানে জড়ো হইবে। আরও বর্ণিত আছে যে, "কিয়ামতের মাঠে মানুষের সারি হইবে একশত বিশটি। প্রত্যেক সারি লম্বায় চল্লিশ হাজার ও প্রস্থে এক হাজার বৎসরের পথের সমান হইবে। তন্মধ্যে মাত্র তিনটি সারি হইবে মুমিন বান্দাদের। বাকী অন্যান্য সারিতে বেদ্বীন কাফেরগণ থাকিবে।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, জনাব নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতগণ একশত বিশ সারিতে বিভক্ত হইবে।" এই বর্ণনাই সত্য। মুমিনগণের হস্ত-পদ ও মুখমন্ডল অতিশয় উজ্জ্বল ও ফর্সা হইবে এবং কাফেরদের মুখমন্ডল বিশ্রী ও কৃষ্ণবর্ণ হইবে। তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শয়তানের সহিত শাস্তি ভোগ করিবে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

সৃষ্টিজগতকে হাশরের মাঠে লইয়া যাওয়ার বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "কাফেরদিগকে পদব্রজে হাঁকাইয়া হাশর ময়দানে উঠান হইবে আর মুমিনদিগকে উৎকৃষ্ট উটের পিঠে সওয়ার করাইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত করা হইবে।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "সেদিন মুমিনদিগকে মেহমানের ন্যায় আল্লাহর দরবারে একত্রিত করিব আর গুনাহগারদিগকে তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় হাঁকাইয়া দোযখে সমবেত করিব।" হুযুর করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, "মুমিন বান্দাদিগকে উৎকৃষ্ট উটের পিঠে সওয়ার করাইয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হইবে।" আর রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দিবেন, "হে ফেরেশতাগণ! আমার প্রিয় বান্দাদিগকে পদভরে হাঁটাইয়া আমার কাছে হাজির করিও না, বরং উত্তম উঠের পিঠে আরোহণ করাইয়া তাহাদিগকে আমার নিকট উপস্থিত

করিও। পৃথিবীতে আরোহী হওয়া যাহাদের সহজাত অভ্যাস ছিল। সর্বপ্রথম পিতার ঔরসে, তারপর মাতৃ উদরে নিম্নপক্ষে ছয়মাস তাহারা অতিবাহিত করিয়াছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্তন্য পান, দুই বৎসর মায়ের কোলে ও পিতার কাঁধে চড়িয়া কাটাইয়াছে। তারপর ভূ-পৃষ্ঠে, পানিতে, নৌকা, গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরে চড়িয়া পরিভ্রমণ করিয়াছে। অতএব হাশর মাঠেও তাহাদিগকে পদব্রজে চালাইও না। কেননা তাহারা হাঁটিতে অনভ্যস্ত ছিল। এইজন্য তাহাদের নিমিত্ত উট অথবা কোরবানীর জন্তুর ব্যবস্থা কর।" পরিশেষে তাহারা উহাতে আরোহণ করিয়া আল্লাহ পাকের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে। এইজন্যই মহানবী (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "তোমরা নিজের কোরবানীকে মোটা তাজা কর, কারণ উহা পুলছিরাতে তোমাদের বাহন হইবে।"

উনত্রিংশ অধ্যায়

প্রাণী জগতকে একত্রিত করিবার বিবরণ

হাদীস শরীফে আছে যে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রাণী জগতকে হাশর ময়দানে জড়ো করিবেন। তখন সূর্য তাহাদের মাথার উপর চলিয়া আসিবে এবং উহার প্রখর উত্তাপে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। তারপর হাতির শুড়ের ন্যায় একটি ছায়া দোযখের মধ্য হইতে প্রকাশ পাইবে। তখন ঘোষণা করা হইবে, "হে প্রাণী জগত! তোমরা ছায়ার নিচে গমন কর।" তখন মুমিন, কাফের ও মোনাফেক– এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া লোকজন সেইদিকে অগ্রসর হইবে, তাহারা ছায়ার নিকটবর্তী পৌঁছিলে উহা নূরের জ্যোতি, উষ্ণ ও ধোঁয়া তিনটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যাইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,

انطلقوا الى ظل ذى ثلث شعب–

উচ্চারণ ঃ "ইন্ত্বালিকু ইলা জিল্লিজি ছালাছি শাব" অর্থাৎ তিন শাখাযুক্ত ছায়ার দিকে অগ্রসর হও। তন্মধ্যে উষ্ণশাখা মুনাফেকদিগকে, ধোঁয়া শাখা কাফেরদিগকে এবং নূরের জ্যোতি মুমিনদের ছায়া দান করিবে। পৃথিবীতে সামান্য গরমের মধ্যে মুনাফেকগণ পুণ্য কাজে অবহেলা করিয়াছিল। এইজন্য উষ্ণ শাখাই তাহাদের প্রাপ্য। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "এবং মুনাফেকগণ বলিয়াছিল, 'তোমরা গরমের মাঝে যুদ্ধে গমন করিও না,' বলিয়া দিন যে, দোযখের আগুন ইহা হইতে অধিক গরম, যদি তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইত।" আর কাফেরগণ পৃথিবীতে অন্ধকারে পতিত ছিল। এইজন্য তাহাদের ভাগ্যে ধুম্র ছায়া মিলিবে। যেমন, আল্লাহ ঘোষণা করিয়াছেন, "যাহারা কুফরি করিয়াছে, শয়তানই হইল তাহাদের বন্ধু। তাহারা তাহাদিগকে আলো

হইতে অন্ধকারের দিকে লইয়া যায়। তাহারা দোযখী এবং অনন্তকাল সেখানে অবস্থান করিবে। আর মুমিনদের উপর নূরের জ্যোতি ছায়া দান করিবে। কেননা তাহারা পৃথিবীতে আলোর পথে ছিল; সুতরাং আখেরাতেও আলোর মধ্যে থাকিবে। যেমন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "আল্লাহ পাকই মুমিনদের বন্ধু। তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া লইয়া আসেন।" অধিকন্তু মুমিনদের চিহ্ন সম্বন্ধে আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন যে, "রোজ কিয়ামতে বিশ্বাসী নারী পুরুষদের অগ্র-পশ্চাতে নূরের জ্যোতি বিচরণ করিতে তুমি দেখিতে পাইবে, (ঘোষণা করা হইবে) তোমরা আজ সেই বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যাহার নিম্নদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইবে।"

হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ পাক যখন প্রাণী জগতকে প্রকত্রিত করিবে, তখন তাহার তরফ হইতে ঘোষণা করা হইবে যে, "হে সম্ভ্রান্তগণ! তোমরা কোথায়?" তখন এক সম্প্রদায়ের লোক দ্রুতবেগে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হইবে। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবে, "তোমরা কে? এত তাড়াতাড়ি জান্নাতের দিকে গমন করিতেছ?" তাহারা উত্তর করিবে, "আমরাই সম্ভ্রান্ত দল!" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইবে, "তোমরা কিরূপে সম্ভ্রান্ত হইলে?" প্রত্যুত্তরে বলিবে, "অত্যাচারে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া এবং অন্যায়কে মাফ করিয়া।" ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিবে, "নিশ্চয়ই এ ধরনের আমলকারীদের জন্যেই বেহেশত নির্ধারিত রহিয়াছে।" তারপর ধৈর্যশীলদিগকে ডাকা হইলে একদল লোক উঠিয়াই জান্নাতের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবে। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবে, "তোমরা কে? এত দ্রুতগতিতে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হইতেছ?" তাহারা উত্তর করিবে, "আমরাই ধৈর্যশীল।" জিজ্ঞাসা করা হইবে, "তোমরা কেমন করিয়া ধৈর্যশীল হইলে?" উত্তর করিবে, "আমরা আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে এবং গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে ধৈর্যাবলম্বন করিয়াছিলাম।" অতএব তাহাদিগকে বেহেশতে গমন করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে। পরিশেষে ডাকা হইবে, "হে আল্লাহর প্রেমিকগণ! তোমরা কোথায়?" তখন একদল লোক উঠিয়া তাড়াতাড়ি বেহেশতের দিকে ধাবিত হইবে। ফেরেশতারা প্রশ্ন করিবে, "তোমরা কে? এত ত্বরিতগতিতে বেহেশতের দিকে যাইতেছ?" উত্তর করিবে, "আমরা একে অন্যকে ভালবাসিয়াছি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান-সদকাহ করিয়াছি।" তখন তাহাদিগকে বেহেশতে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হইবে।

হুযুর করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, "তাহারা জান্নাতে দাখেল হইবার পর নেক-বদ ওজন করিবার জন্য মিজান খাড়া করা হইবে এবং হুযুর (সঃ)এর 'লেওয়ায়ে হামদ' অর্থাৎ প্রশংসার পতাকা উন্নত শিরে উড়িতে থাকিবে।" একদিন আঁ হযরত (সঃ)-কে উক্ত পতাকার আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর করিলেন, "উহার দৈর্ঘ্য এক হাজার বৎসর পথের সমান ও প্রস্থ আকাশ পাতালের

দূরত্বের সমপরিমাণ হইবে। আর উহাতে লেখা থাকিবে "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" উহার উপরের অংশ লাল ইয়াকুত এবং হাতলদন্ড সাদা রূপার ও জমরজদে তৈরী হইবে। উহাতে তিনটি নূরের গুচ্ছ থাকিবে। তন্মধ্যে একটি পূর্বদিকে একটি পশ্চিমদিকে এবং অপরটি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিবে। উহাতে তিনটি লাইন বা সারি লেখা থাকিবে। প্রথম সারিতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" দ্বিতীয় সারিতে "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" এবং তৃতীয় সারিতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লেখা থাকিবে। প্রত্যেক সারি এক হাজার বৎসরের পথের সমান লম্বা হইবে। এই লেওয়ায়ে হামদের মধ্যে আরও সত্তর হাজার ঝান্ডা এবং প্রত্যেক ঝান্ডার নীচে সত্তর হাজার নিশান হইবে। প্রত্যেক সারিতে পাঁচলক্ষ ফেরেশ্‌তা তাসবীহ ও তাহলীল পাঠে নিমগ্ন থাকিবে। "লেওয়ায়ে হামদ বেইয়াদী" অর্থাৎ প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকিবে– এই হাদীসের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মুহাম্মদ জোরজনী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, "রোজ কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুমিন উহার নীচে দাঁড়াইবে। সমস্ত বেঈমান দোযখের কিনারায় অবস্থান করিবে। তারপর উহা সরানো হইলে কাফেরদিগকে দোযখের দিকে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে।"

হুযুর (সঃ) বলিয়াছেন, "রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক সাত প্রকার লোককে আরশের নীচে জায়গা দিবেন। সেইদিন আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনও ছায়া থাকিবে না। (১) ইনসাফগার রাজা-বাদশাহ, (২) যে যুবক আল্লাহর এবাদতে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, (৩) যাহারা আল্লাহর ওয়াস্তে একে অন্যকে মহব্বত করিয়াছে, (৪) যে পুরুষ সুন্দরী, লাবণ্যময়ী এবং কুলীন রমণীর ব্যভিচারের আহ্বানে আত্মসংযম করিয়াছে। যুবক রমণীকে বলিয়াছে, "আমি দুনিয়ার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" (৫) যে আত্মম্ভরিতার ভয়ে নির্জনে আল্লাহর এবাদত করিয়াছে এবং চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়াছে, (৬) যে এমন সংগোপনে সদকাহ দান করিয়াছে যে, বামহাত অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই ডানহাত কি দান করিয়াছে, (৭) যাহার হৃদয় সর্বদাই মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট রহিয়াছে। হুযুর (সঃ) আরও বলিয়াছেন, "রোজ কিয়ামতে সত্যবাদিতার ঝান্ডা হযরত আবুবকর (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং সমস্ত সত্যবাদী এর নীচে শান্তিলাভ করিবে। ন্যায়পরায়ণতার ঝান্ডা হযরত ওমর (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং সমস্ত ন্যায়পরায়ণ বান্দা উহার নীচে আরামে থাকিবে। দান-দক্ষিণার ঝান্ডা হযরত ওস্‌মান (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং সমস্ত দানশীল ব্যক্তি উহার নীচে অবস্থান করিবে। শাহাদতের ঝান্ডা হযরত আলী (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং সমুদয় শহীদ উহার ছায়ায় থাকিবে। বিজ্ঞতার ঝান্ডা হযরত মাআজ বিন্ জাবাল (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি উহার নীচে অবস্থান করিবে। সাধুত্বের ঝান্ডা হযরত আবু যর (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং সমস্ত সাধু ব্যক্তি উহার নীচে অবস্থান করিবে। দারিদ্র্যতার ঝাণ্ডা আবু দারদাহ (রাঃ) এর হস্তে থাকিবে এবং সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তি উহার নীচে অবস্থান

করিবে। কেরাতের ঝান্ডা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর হস্তে থাকবে এবং সমস্ত কারী উহার নীচে অবস্থান করিবে। মুয়াজ্জিনের ঝান্ডা হযরত বেলাল (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং সমস্ত মুয়াজ্জিন উহার নীচে থাকিবে। খুনের ঝান্ডা হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ)এর হস্তে থাকিবে এবং খুনী উহার নীচে থাকিবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,

يوم ندعوا كل اناس بامامهم-

উচ্চারণ ঃ "ইয়াউমা নাদ্‌উ কুল্লু উনাছিন বিইমামিহিম" অর্থাৎ সেদিন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার সর্বারের নামে ডাকিব।

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, রোজ কিয়ামতে যখন সমুদয় প্রাণী জগত জড়ো হইবে তখন তাহারা অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইবে। তাহাদের শরীর হইতে অত্যদিক ঘাম বাহির হইবে এবং তাহারা অজ্ঞান হইয়া যাইবে। এমন সময় আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে বলিবেন, "হে জিব্রাইল! তুমি মুহাম্মদ (সঃ)-কে বল, যেন তিনি স্বীয় উম্মতদিগকে সেই নামের সহিত আমার নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন যেই নামে সঙ্কট মুহূর্তে পৃথিবীতে তাহারা আমার সমীপে দোয়া করিত।" উহা শ্রবণ করিয়া সমুদয় উম্মতে মুহাম্মদী উচ্চৈঃস্বরে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলিতে থাকিবে। আর আল্লাহ পাক তৎক্ষণাতই হিসাব-নিকাশ শুরু করিবেন। অন্যান্য নবীর উম্মতদিগকে আল্লাহ পাক বলিবেন, "যদি উম্মতে মুহাম্মদী আমার নাম না লইত, তবে হিসাব নিকাশ আরও এক হাজার বৎসর দেরী করিতাম।" আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম পশু-পাখী, হিংস্র প্রাণীর বিচার শুরু করিবেন। সেখানে শিংহীন পশু শিংওয়ালা পশুর অন্যায়ের প্রতিশোধ লইবে! শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নির্দেশে মাটি হইয়া যাইবে। তখন কাফেরগণ আক্ষেপ করিয়া বলিবে, "হায়! আমরাও যদি মাটি হইয়া যাইতাম।"

হযরত মোকাতেল (রাঃ) বলিয়াছেন যে, 'দশটি পশু বেহেশতে দাখিল হইবে। (১) হযরত সালেহ (আঃ)এর উট্‌নী, (২) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর গো-শাবক, (৩) হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর দুম্বা, (৪) হযরত মূসা (আঃ)-এর গাভী, (৫) হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মৎস, (৬) হযরত উজাইর (আঃ)-এর গর্দভ, (৭) হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সহিত বাক্যালাপকারী পিপীলিকা, (৮) হযরত বিলকিস রানীর নিকট প্রেরিত দূত হুদহুদ পাখী, (৯) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হিজরতের বাহন উষ্ট্রী এবং (১০) আসহাবে কাহাফের সঙ্গী কুকুর। বর্ণিত আছে যে, ইহাকে দুম্বার আকারে বেহেশতে দাখিল করা হইবে এবং উহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'ফারওয়ান' অথবা 'হেরমান' অথবা 'কিত্‌মির' রাখা হইবে। উহাকে হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত করা হইবে।

সুতরাং চিন্তা করিয়া দেখুন, কুকুর আসহাবে কাহাফের সহিত মিলিয়া গেল কিন্তু শত

প্রচেষ্টায়ও ইহাকে পৃথক করা সম্ভব হইল না। অনুরূপভাবে কোন গুনাহগার যদি দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর তৌহিদের পরিমন্ডলে জীবনাতিবাহিত করে, তাহা হইলে আল্লাহ পাক তাহাকে কেমন করিয়া করুণা ও রহম হইতে দূরে রাখিবেন? হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রোজ কিয়ামতে উম্মতে মুহাম্মদীর একজন আলেমকে হাজির করা হইলে, আল্লাহ পাক জিব্রাইল (আঃ)কে নির্দেশ দিবেন, "হে জিব্রাইল? তাহাকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর নিকট লইয়া যাও।" তখন অবিলম্বে আলেমের হস্তধারণ করতঃ তিনি তাহাকে হুযুর (সঃ)এর সম্মুখে লইয়া যাইবেন। সেই সময় হুযুর (সঃ) পেয়ালা দ্বারা স্বীয় হস্তে উম্মতদিগকে পানি পান করাইতে থাকিবেন এবং উক্ত আলেমকে হুযুর (সঃ) নিজ অঞ্জলি ভরিয়া পানি পান করাইবেন। তখন কেহ প্রশ্ন করিবে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদ্দিগকে পেয়ালা দ্বারা পানি পান করাইলেন, কিন্তু ঐ আলেমকে অঞ্জলি ভরিয়া পানি পান করাইলেন কেন?" উত্তরে হযরত (সঃ) বলিবেন, 'কারণ পৃথিবীতে মানুষ যখন বেচা-কেনা ও দুনিয়ার কাজকর্মে নিমগ্ন ছিল, তখন আলেম সম্প্রদায় নিশ্চয়ই জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।' প্রখ্যাত ফেকাহবিদ হযরত আবু লাইছ সমরকন্দি (রহঃ) বলিয়াছেন যে,"আল্লাহর অলীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আল্লাহর শত্রুদের শত্রুতা সাধনের ন্যায় উত্তম আমল আর নাই।" হাদীস শরীফে আছে যে, একদিন হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নিকট আরজ করিলে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মূসা! বল, আমার জন্য তুমি কি আমল করিয়াছ?" মূসা (আঃ) উত্তর করিলেন, "হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্য নামায পড়িয়াছি, রোযা রাখিয়াছি, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছি, দান-সদ্‌কাহ করিয়াছি, তাসবীহ ও তাহ্‌লীল পাঠ করিয়াছি, আপনার যিকির করিয়াছি ও আপনার কালাম পাঠ করিয়াছি।" উত্তরে আল্লাহ পাক বলিলেন, "হে মূসা!" নামায ঈমানের চিহ্ন, রোযা তোমার জন্য ঢাল হইবে, আর দান-সদকাহ তোমার জন্য ছায়া দানকারী হইবে। তাসবীহ ও তাহলীলের বদলে তোমার জন্য জান্নাতে একটি বৃক্ষ তৈরি করা হইবে। আমার কালাম পাঠের বদলে তুমি হুর পাইবে এবং জিকিরের বিনিময়ে নূরের জ্যোতি লাভ করিবে। হে মূসা! এই সব কিছু ত কেবল নিজের জন্যই করিয়াছ, কিন্তু আমার জন্য কি করিয়াছ, বল।" মূসা প্রার্থনা করিলেন, হে আল্লাহ! বলুন, 'আপনার জন্য আমি কি আমল করিব?' আল্লাহ পাক বলিলেন, "হে মূসা! তুমি কি আমার বন্ধুদের সহিত কখনও বন্ধুত্ব করিয়াছ এবং আমার শত্রুদের সহিত শত্রুতা করিয়াছ?' ইহাতে হযরত মূসা (আঃ) অনুধাবন করিলেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা ও আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা সাধনের মত উত্তম আমল আর নাই।"

তারপর আল্লাহ তায়ালা নিকটবর্তীদের হিসাব-নিকাশে মনোযোগ দিবেন। জিজ্ঞাসা করিবেন, "জালেম ও অত্যাচারীর দল কোথায়?" ফেরেশতাগণ একজন জালেমকে তাঁহার সমীপে হাজির করিবেন। আল্লাহ পাক তাহাদের নেক অত্যাচারিতকে দিবেন।

সেখানে ধন-রত্নের বিনিময় চলিবে না। এইভাবে দেওয়ার ফলে যখন জালেমের কোন নেক থাকিবে না, তখন মজলুমের গুনাহ দ্বারা জালেমের আমলনামা পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং জালেমকে হাবিয়া দোযখে প্রেরণ করিবেন। সেইদিন কাহারও উপর অণুমাত্র জুলুমও করা হইবে না। প্রকৃতই আল্লাহ পাক অতিশীঘ্র বদলা দান করিবেন। এই প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, 'আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)কে অহীর মারফত জানাইয়া দিলেন, "হে মূসা! তুমি তোমার উম্মতদিগকে শুধুমাত্র একটি কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে বল। তবে আমি তাহাদিগকে বেহেশ্‌তে দাখিল করিব।" তিনি প্রার্থনা করিলেন, "হে আল্লাহ! উহা কি?" এরশাদ হইল, "তাহারা যেন দাবীদার বা বাদানুবাদকারীকে রাজী রাখে।" মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, "যদি ইহার পূর্বে মরিয়া যায়?" আল্লাহ বলিলেন, "হে মূসা! আমি চিরস্থায়ী ও চিরজীবি; সুতরাং আমাকেই যেন রাজী রাখে।" মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, "হে আল্লাহ! কি প্রকারে আপনাকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব?" এরশাদ হইল, "চারি প্রকারে, যথা–অন্তরের তাওবাহ দ্বারা, জিহ্বার ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা, চোখের পানি ফেলিয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমার এবাদত করিয়া আমার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিবে।"

ত্রিংশ অধ্যায়

বেহেশতকে হাজির করিবার বিবরণ

আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতকে মোত্তাকীগণের জন্য হাজির করা হইবে এবং পথভ্রষ্টদের জন্য দোযখকে খোলা হইবে।"

হাদীস শরীফে আছে যে, "রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে বলিবেন, 'হে জিব্রাইল! মোত্তাকীদের জন্য বেহেশতকে নিকটবর্তী কর এবং পথভ্রষ্টদের জন্য দোযখকে উন্মুক্ত কর।' তখন বেহেশ্‌তকে আরশের দক্ষিণ দিকে এবং দোযখকে উত্তর দিকে হাজির করা হইবে। তারপর দোযখের উপরে পুলছিরাতকে স্থাপন করা হইবে এবং মিজানকে খাড়া করা হইবে এবং আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম সফিউল্লাহ, ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, মূসা কালিমুল্লাহ, ঈসা রূহুল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (সঃ)কে মিজানের উত্তর দিকে দাঁড়াইতে নির্দেশ দিবেন আর বেহেশতের দারোগা, রেদওয়ান (আঃ) ও দোযখের দারোগা মালেক (আঃ)কে বেহেশত ও দোযখের দ্বারগুলি উন্মুক্ত করিতে বলিবেন।' পরিশেষে রহমতের ফেরেশ্‌তাদিগকে বেহেশ্‌তী লেবাছ ও আযাবের ফেরেশতাদিগকে জিঞ্জির, তৌক ও কাত্রান বিরঞ্জিত লেবাছ লইয়া আসিতে নির্দেশ দিবেন। তখন কেহ ঘোষণা করিবে, "হে আদম সন্তান! মিজানের দিকে তাকাও, অমুকের তনয় অমুকের পাপ-নেক ওজন করা হইতেছে।" আরও ঘোষণা করা হইবে

যে, "হে বেহেশ্‌তীগণ! চিরতরে বেহেশতে দাখিল হও এবং হে দোযখীগণ! তোমরাও চিরতরে দোযখে প্রবেশ করিয়া আযাব ভোগ করিতে থাক। তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না।" যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,

وانذرهم يوم الحسرة اذ قضى الامر–

উচ্চারণ ঃ "ওয়া আন্‌জির হুম্‌ ইয়াওমাল্‌ হাছরাতি ইজ ক্বাদ্বাল্‌ আমরু" অর্থাৎ হে মুহাম্মদ (সঃ)! মানব সম্প্রদায়কে সেই অনুশোচনার দিন সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করুন, যেদিন আল্লাহ পাক মীমাংসার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

ইহকালে ও পরকালে মানুষের উপর আপতিত দুঃসময়

হাদীস শরীফে আছে যে, 'জান কবজের সময় যখন মানুষের চক্ষুদ্বয় ফাটিয়া যায়, নাসিকারন্ধ্র বিস্তারিত হয়, ওষ্ঠদ্বয় লটকাইয়া যায়, গণ্ডদ্বয় বিবর্ণ হইয়া যায়, নখগুলি সবুজ রং হয়, মুখমন্ডল ঘামে ভিজিয়া যায়, কোমল দেহ শক্ত হইয়া যায়, বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়া আসে, বান্দা উত্তর দিতে ও কথা বলিতে অসমর্থ হয়, সে নিজের কৃত নেক-বদ ও পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ দেখিতে থাকে এবং অতীতাবস্থা অনন্তে মিলিয়া যায়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলি শিথিল হইয়া পড়ে, সমস্ত আশা-ভরসা বিনষ্ট হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থানচ্যুত হয়, আত্মীয়-স্বজন কাটিয়া পড়ে, সেই সময়ের যাতনার তুল্য কষ্ট কখনও আর হয় না।' তখন সে এতই ব্যস্ত হয় যে, তাহার জ্ঞান লোপ পায়। সেই সময় ঈমান নষ্ট করিবার জন্য শয়তান চক্রান্ত করিতে থাকে। অতএব মৃত্যুর জন্য এই সময়টাই অত্যন্ত ভীতিপ্রদ হয়। তখন তাওবাহর দরজা বন্ধ হইয়া যায়। তখন কালেমা শাহাদাত পাঠ করার মত উত্তম আমল আর নাই। অধিকন্তু পরকালে যখন পুনরুত্থানের জন্য সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, সেই সময়ও মুর্দারের জন্য অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। তখন সকলেই নগ্নদেহে কবর হইতে উঠিবে। অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীকে ধরিয়া আল্লাহর নিকট উপস্থিত করিবে। সেইদিনের অবস্থা এত ভয়াবহ হইবে যে, আল্লাহ নিজে গুনাহগারদিগকে সওয়াল করিবেন এবং ফেরেশতাগণ ইহার সাক্ষ্য দিবে। অবশেষে আল্লাহ পাক বদকারদিগকে দোযখে কঠিন শাস্তির জন্য প্রেরণ করিবেন এবং নেককারদিগকে বেহেশ্‌তে অফুরন্ত সুখে বসবাস করিতে হুকুম দিবেন। সেই ভীষণাবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট হইয়া যাইবে। মানুষ উন্মাদের মত বিক্ষিপ্তভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে। তাহারা এই সকল আযাবের ভয়ে চীৎকার করিবে। তখন

বালক বৃদ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে। সেইদিন সম্বন্ধে আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "দ্বিতীয় ফুৎকার একটি কঠিন শব্দ ছাড়া কিছুই নহে।" আরও এরশাদ হইতেছে, "সেইদিন কাফেরদিগকে দোযখের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে এবং মোত্তাকীদিগকে দলে দলে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করা হইবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রোজ হাশরে সাতটি জিনিস মানুষের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে সাক্ষ্যদান করিবে। (১) স্থান-যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "যেদিন তাহার কর্মস্থল নেক-বদের সাক্ষ্য দান করিবে।" (২) সময়-যেমন হাদীস শরীফে আছে, "সময়ের প্রত্যহ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা।" (৩) জিহ্বা-যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "যেদিন তাহাদের হস্ত-পদ ও জিহ্বা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিবে।" (৪ ও ৫) কেরামান কাতেবীন-যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "আর নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত কেরামান-কাতেবীন নামক দুইজন মর্যাদাশীল তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্‌তা রহিয়াছেন, যাহারা তোমাদের আমল সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।" (৬) আমলনামা- যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন- "ইহাই আমাদের দপ্তর, যাহা তোমাদের সম্পর্কে যথার্থ সত্য নির্ধারণ করিয়া থাকে।" (৭) রাওহান ফেরেশ্‌তা-যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "আমরা তোমাদের কৃতকর্মের সাক্ষী ছিলাম।" সুতরাং হে গুনাহগার! চিন্তা কর, তখন তোমার অবস্থা কিরূপ হইবে, যখন তাহারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে?

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

কিয়ামতের দিন আমলনামা উন্মুক্ত হইবার বিবরণ

হযরত আবুযর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনাব নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক লোকের জন্য প্রত্যহ একটি নূতন আমলনামা তৈরি হয়। যে লোক কেবল গুনাহই করে, তাওবাহ করে না, তাহার সেইদিনের আমলনামা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু যে লোক তাওবাহ এস্তেগ্‌ফার করে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন যার ফলে তাহার আমলনামা উজ্জ্বলভাবে বিকশিত হয়।"

প্রখ্যাত ফকীহ আবু লাইছ সমরকন্দি (রহঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক লোকের সহিত দুইজন ফেরেশতা থাকেন। তাহারা দিন-রাত সেই লোকের তত্ত্বাবধান করেন। তাহারা তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, নেক-বদ, ন্যায়-অন্যায়, আনন্দ-তামাসা ইত্যাদি প্রত্যেক কৃতকার্য লিখিয়া রাখেন। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "আর নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত দুইজন তত্ত্বাবধানকারী রহিয়াছেন।" তাহারা প্রতিদিন সকাল-বিকাল তাহার কৃতকার্য আল্লাহর নিকট পেশ করেন। তাহা ছাড়া ১৫ই শাবান রাত্রে, শবে বরাত ও

শবে কদরের রাত্রে পূর্ণ বৎসরের আমলনামা জমায়েত করা হয় আর বাহুল্য বাক্যগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া শীলমোহর করতঃ সযত্নে রাখা হয়। যখন বান্দার জান কবজ শুরু হয়, তখন সেইগুলি একত্রিত করতঃ মৃত্যুর পর কণ্ঠহারের মত গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। কবরে উহা তাহার গলায় ঝুলিতে থাকে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "আর প্রত্যেক লোকের আমলনামা তাহার গলায় লটকাইয়া দেওয়া আমাদের উপর অপরিহার্য করিয়াছি।" অর্থাৎ প্রত্যেকের আমলনামা প্রকৃতই তাহার গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। হার এবং তৌক যেমন গলার সৌন্দর্য পরিবর্ধিত করে তেমনি আমলনামাও উহাতে পরান হয়। রোজ কিয়ামতে আল্লাহ বান্দার আমলনামা প্রকাশ করিবেন। সে তাহার আমলনামা খোলা দেখিতে পাইবে। তখন তাহাকে বলা হইবে যে, তুমি উহা পাঠ কর। সে উহা পাঠ করতঃ নিজের কৃত নেক-বদ দেখিয়া নিজের সম্পর্কে ভালমন্দ কল্পনা করিতে সক্ষম হইবে।

রোজ কিয়ামতে যখন আল্লাহ পাক হিসাব-নিকাশ লইতে ইচ্ছা করিবেন, তখন শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রত্যেকের আমলনামা তাহার উপর পতিত হইবে। তখন ফেরেশ্‌তা ঘোষণা করিবেন, "হে অমুক! তুমি নিজের আমলনামা ডাহিন হাতে গ্রহণ কর। হে অমুক! তুমি নিজের আমলনামা বামহাতে গ্রহণ কর। হে অমুক! তুমি নিজের আমলনামা পিছনের দিক হতে বামহাতে গ্রহণ কর।" সেদিন পুণ্যবান বান্দাই কেবল ডাহিন হাতে তাহার আমলনামা লাভ করিবে। গুনাহ্‌গার পাপী বামহাতে আমলনামা পাইবে। আর কাফের বেদ্বীন পশ্চাৎ দিক হইতে আমলনামা গ্রহণ করিবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "সুতরাং যাহার আমলনামা ডাহিন হাতে দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব সহজে তাড়াতাড়ি হইবে এবং সে আনন্দিতচিত্তে স্বীয় পরিবার-পরিজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবে।" এই হিসাবে দেখা যায় হাশর মাঠে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। কাফের বেদ্বীন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্তশীল হইবে। ধর্মপ্রাণ মুমিন বান্দাদের হিসাব অতি তাড়াতাড়ি হইবে, গুনাহগারদের হিসাব অত্যন্ত কঠিনভাবে শেষ হইবে এবং শাস্তি ভোগ করতঃ পরিণামে চিরস্থায়ী দোযখ হইতে মুক্তি পাইবে। নবী করীম (সঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, "মানুষ ঐ পর্যন্ত আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়া থাকিবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "হে বান্দা! তুমি কত বয়স পাইয়াছ এবং উহা কি কাজে খরচ করিয়াছ?" তারপর আল্লাহ তাহার আমলনামা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "বল, ইহাতে যাহা আছে, এই সমস্তই তুমি করিয়াছ, না আমার ফেরেশ্‌তাগণ ইচ্ছামত নিজেরা ইহা লিখিয়াছে।" বান্দা বিনয়ের সহিত উত্তর করিবে, "না, আল্লাহ! আমি নিজেই এই সমস্ত কাজ করিয়াছি।" পরিশেষে আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, "হে বান্দা! পৃথিবীতে আমি এই সমস্ত গোপন রাখিয়াছি! যাও, আজ আমি তোমাকে মাফ করিলাম। আজ তুমি নির্বিঘ্নে বেহেশ্‌তে দাখিল হও। আজ সমস্তই মাফ করিয়া দিলাম।" আল্লাহর করুণায় এই

ব্যক্তি জিজ্ঞাবাদের পর মুক্তি পাইবে! আর যাহার হিসাব সহজ হইবে, তাহার সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যাহার আমলনামা ডাহিন হাতে দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব অতি তাড়াতাড়ি হইবে। এই সম্পর্কে কেহ হুযুর (সঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সহজ হিসাব কিরূপ হইবে?" উত্তরে আঁ হযরত (সঃ) বলিলেন, "বান্দা তাহার আমলনামার দিকে চাহিয়া থাকিবে আর তখনই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক মুমিন বান্দাদের সঙ্গে এমন আচরণ করিবেন, যেমন হযরত ইউছুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের সহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আজ তোমাদের দোষ ধরা হইবে না।" অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক বলিবেন, "হে আমার বান্দা! তুমি দুনিয়াতে কি কাজ করিয়াছ জান?" উত্তরে 'জানি' অথবা 'জানিনা' বলিবার সাহস কাহারও হইবে না। আরও আছে যে, আল্লাহ পাক যখন হিসাব-নিকাশে মনোনিবেশ করিবেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে কেহ উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিবেন, "হে কোরায়েশ বংশীয় নবী! আজ আপনি কোথায়?" ইহা শ্রবণান্তে নবী পাক (সঃ) আরশের নীচে গমন করিয়া আল্লাহর এত তারীফ ও তাস্‌বীহ্ পড়িবেন যে সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী আশর্যান্বিত হইবে। তারপর হুযুর (সঃ) নিজ উম্মতদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবেন। আল্লাহ পাক তাঁহার উম্মতগণকে হাজির করিতে নির্দেশ দিবেন। হুযুর (সঃ) তাহাদিগকে তখনই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হইতে বলিবেন। তাহারা তখনই নিজ নিজ কবরের উপরে দাঁড়াইয়া থাকিবে। সেই অবস্থায়ই আল্লাহ তাহাদের হিসাব লওয়া শুরু করিবেন। তন্মধ্যে যাহাদের হিসাব আল্লাহ সহজ করিবেন তাহাদের উপর তিনি ক্রোধান্বিত হইবেন না। তাহাদের গুণাহগুলিকে তিনি তাহাদের আমলনামার ভিতরে এবং নেকগুলিকে উহার উপরে রাখিবেন এবং তাহাদের মস্তকে হীরা ও মণিমুক্তা খচিত একটি তাজ ও প্রত্যেককে সত্তরটি বেহেশ্‌তী পোশাক পরিধান করাইবেন। তাহা ছাড়া সোনা, রূপা ও মতির তিনটি কঙ্কন দ্বারাও তাহাদিগকে সৌন্দর্য মন্ডিত করিবেন। তারপর তাহারা স্বীয় মুমিন ভ্রাতৃগণের সহিত দেখা করিতে যাইবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে চিনিতে অক্ষম হইবে। তখন তাহাদের ডাহিন হাতে আমলনামা চমকাইতে থাকিবে। উহাতে তাহাদের পুণ্যকর্মাদি ও দোযখের আযাব হইতে নিস্তার লাভের সুসংবাদের সঙ্গে অনন্তকাল বেহেশ্‌তে অবস্থানের হুকুম লেখা থাকিবে। তাহারা স্বীয় বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমরা কি আমাকে চিনিতে পার নাই? আমি অমুকের তনয় অমুক। আল্লাহ পাক আমাকে মর্যাদা দান করিয়াছেন, দোযখের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন এবং অনন্তকাল বেহেশতে অবস্থান করিবার এজাজত দিয়াছেন।"

অপর সম্প্রদায়কে বামহস্তে আমলনামা দেওয়া হইবে এবং তাহাদের গুনাহগুলি আমলনামার প্রথম দিকে সাজানো থাকিবে। পরিণামে তাহাদিগকে কঠিন আযাব ভোগ

করিতে হইবে। তাহাদের সৎকাজ ও পুণ্যগুলি হিসাবে ধরা হইবে না। তাহাদের প্রত্যেকটি দাঁত মক্কা ও মদীনার কোবায়েছ ও ওহোদ পাহাড়ের মত বড় হইবে। আগুনের টুপী ও গলানো তামার পোশাক তাহাদিগকে পরান হইবে। তাহাদের গলদেশে গন্ধকের পাহাড় কষিয়া বাঁধিয়া জ্বলন্ত অনলকুন্ডে ফেলা হইবে। তাহাদের উভয় হাত ঘাড়ের উপর দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। যখন তাহারা স্বীয় বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে যাইবে, তখন উহারা ভয়ে পলায়ন করিবে এবং তাহাদিগকে চিনিতে সক্ষম হইবে না। তখন তাহারা সকলেই বলিতে থাকিবে, "আমি অমুকের ছেলে অমুক।" পরিশেষে কাফেরদিগকে ফেরেশতাগণ নীচুমুখ করিয়া দোযখে নিক্ষেপ করিবে। তাহারা স্বীয় আমলনামা পশ্চাদ্দিক হইতে বামহস্তে লাভ করিবে। যেমন, নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "যখন কাফেরদিগকে নাম ধরিয়া হিসাব-নিকাশের জন্য ডাকা হইবে, তখন একজন আযাবের ফেরেশ্‌তা তাহার বুক চিরিয়া পশ্চাদ্দিকে তাহার হাত বাহির করিয়া তাহার আমলনামা দিবে।" নাউজু বিল্লাহি মিন্‌হু!

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়

তুলাদণ্ড বা মিজান খাঁড়া করিবার বিবরণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, "রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক একটি বৃহৎ খুঁটির উপর মিজানকে খাঁড়া করিবেন। উক্ত খুঁটি মাশরিক ও মাগরিবের সমান লম্বা হইবে। উহার দুইটি পাল্লা পৃথিবীর সমান প্রশস্ত হইবে। নেকের পাল্লাটি আরশের দক্ষিণ দিকে থাকিবে এবং বদের পাল্লাটি আরশের উত্তর দিকে থাকিবে। পঞ্চাশ হাজার বৎসর সমতুল্য দিনে ওজন করিবার জন্য নেক-বদ মিজানের মাঝখানে পাহাড়ের মত স্তূপিকৃত থাকিবে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলিয়াছেন যে, "নিরানব্বইটি দপ্তরবিশিষ্ট এক বান্দাকে মিজানের নিকট উপস্থিত করা হইবে।" তাহার প্রত্যেক পাপপূর্ণ দপ্তর দৃষ্টিশক্তির প্রান্তসীমা পর্যন্ত লম্বা হইবে। এই সমস্ত পাপের পাল্লায় রাখার পর শুধু কালেমা শাহাদাত লিখিত অঙ্গুলির ন্যায় চিকন এক টুকরা কাগজ নেকের পাল্লায় রাখা হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বদের পাল্লাটি হাল্‌কা হইয়া উঠিয়া যাইবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,

فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية–

উচ্চারণ ঃ "ফাআম্মা মান ছাকুলাত মাওয়াযিনুহু ফাহুয়া ফি ইশাতির রাদ্বিয়াহ" অর্থাৎ ঃ যাহার নেকের পাল্লা ভারী হইবে, সে চিরসুখে বেহেশ্‌তে অবস্থান করিবে। আল্লাহ পাক আরও ঘোষণা করিয়াছেন, "কিন্তু যাহার নেকের পাল্লা হাল্কা হইবে, তাহার বাসস্থান হইবে হাবিয়া দোযখ। তুমি কি পরিজ্ঞাত যে উহা কি? উহা প্রজ্বলিত অনলকুন্ড বিশেষ।"

চতুর্ত্রিংশ অধ্যায়

পুলছিরাতের বিবরণ

হাদীস শরীফে আছে যে, "রোজ কিয়ামতে আল্লাহ পাক দোযখের একটি পিচ্ছিল পুল তৈয়ারী করিবেন। উহাতে সাতটি পুল থাকিবে। প্রত্যেক পুল ত্রিশ হাজার বৎসরের, নীচের দিকে হাজার বৎসরের এবং মধ্যস্থলে এক হাজার বৎসরের সমতল পথ থাকিবে। পুলগুলি চুলের মত চিকন, তলোয়ারের মত ধারাল এবং রাত্রির অন্ধকার হইতে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে। তাহা ছাড়া পুলের উপর ধারাল বর্শার অধিক ফলকের মত কাঁটা থাকিবে। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলী পালন সম্পর্কে বান্দাকে উহার বিভিন্ন ঘাঁটিতে প্রশ্ন করিবার জন্য আটক করা হইবে। যদি বান্দা কুফরী ও রিয়াকারী হইতে স্বীয় ঈমানকে পাক রাখিয়া থাকে, তবেই তাহাকে মার্জনা করা হইবে। অন্যথায় দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঘাঁটিতে নামায সম্পর্কে, তৃতীয় ঘাঁটিতে যাকাত সম্পর্কে, চতুর্থ ঘাঁটিতে রোযা সম্পর্কে, পঞ্চম ঘাঁটিতে হজ্জ ও ওমরাহ্ সম্পর্কে, ষষ্ঠ ঘাঁটিতে অজু এবং ফরজ গোসল সম্পর্কে এবং সপ্তম ঘাঁটিতে পিতামাতা ও আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার ও দুর্ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইবে। এই সকল প্রশ্নের উত্তর যথার্থভাবে দিতে পারিলে বান্দা উহা নিরাপদে অতিক্রম করিয়া বেহেশ্তে দাখিল হইবে। অন্যথায় নীচের জাহান্নামে পড়িয়া কষ্ট ভোগ করিবে।"

হযরত ওহাব ইবনে মাম্বাহ (রাঃ) বলেন, "সেদিন হুযুর করীম (সঃ) প্রত্যেক ঘাঁটিতে মুনাজাত করিবেন, "ইয়া রাব্বি হাবলী উম্মাতি, ইয়া রাব্বি হাব্‌লী উম্মাতি!" তখন উহাতে মানুষের এত ভীড় হইবে যে, একে অন্যের উপর পতিত হইবে। সেতুটি সমুদ্রের মধ্যে প্রকম্পিত জাহাজের ন্যায় প্রবল বাতাসে আন্দোলিত হইতে থাকিবে। তথাপিও যাহারা রক্ষা পাওয়ার তাহারা আল্লাহর রহমতে পার হইয়া যাইবে। প্রথম দল চক্ষুর দৃষ্টি হরণকারী বিজলীর মত দ্রুতবেগে, দ্বিতীয় দল প্রবল ঝড়ের ন্যায়, তৃতীয় দল দ্রুতগামী পাখীর ন্যায়, চতুর্থ দল দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায়, পঞ্চম দল ধাবমান পথিকের ন্যায়, ষষ্ঠ দল দুর্বল পথিকের মত ধীরে ধীরে, সপ্তম দল ধাবমান উটের মত, অষ্টম দল গর্ভবতী মহিলাদের মত, নবম দল বাঘের মত দৌড়াইয়া পুল পার হইবে। একদল পুলের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে ও চলিতে এবং পার হইতে পারিবে না। তন্মধ্যে কেহ একদিনে কেহ একমাসে, কেহ এক বৎসরে, কেহ দুই বৎসরে, কেহ তিন বৎসরে ক্রমানুয়ে দীর্ঘ সময়ে পুলছিরাত পার হইবে। সর্বশেষ ব্যক্তি উহা পঁচিশ হাজার বৎসরে পার হইবে।

হাদীস শরীফে আরও আছে, "মানুষ যখন পুল পার হইতে থাকিবে, তখন তাহাদের সামনে-পেছনে, উর্ধ্বে-নিম্নে ডাহিনে-বামে, চতুর্দিকে কেবল জ্বলন্ত আগুন থাকিবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাহাকে পুলছিরাত পার হইতে হইবে না। তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই ইহা অতিক্রম করাইবেন। তারপর আমরা প্রত্যেক ধর্মভীরুদিগকে নিস্তার দিব এবং অত্যাচারীদিগকে অধঃ-মুখে দোযখে নিক্ষেপ করিব।" নরকাগ্নি তাহাদের হাড়, মাংস, চামড়া, নাড়িভূড়ি জ্বালাইয়া কয়লার মত করিয়া দিবে। অপরদিকে কেহ নির্বিঘ্নে তাহা পার হইবে। আগুন তাহাদিগকে স্পর্শও করিবে না। পরন্তু সে পার হইয়া বলিবে, "কই পুলছিরাত কোথায়?" ফেরেশ্‌তাগণ উত্তর করিবে, "হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহর রহমতে তুমি উহা অতিক্রম করিয়াছ।" আরও বর্ণিত আছে যে, একদল লোক আগুনের ভয়ে মধ্যখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকিবে। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাহাদিগকে প্রশ্ন করিবেন, "তোমরা কেন দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতেছ?" তাহারা বলিবে, "আগুনের ভয়ে।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবেন, "পৃথিবীতে কিভাবে তোমরা সমুদ্র অতিক্রম করিতে?" তাহারা উত্তর করিবে, "নৌকা বা জাহাজে চড়িয়া।" তখন ফেরেশ্‌তাগণ ঐ সকল মসজিদগুলিকে যাহাতে তাহারা জামাতে নামায আদায় করিয়াছিল, নৌকা বা জাহাজের ছুরতে উপস্থিত করিবে এবং তাহারা সেইগুলিতে আরোহণ করিয়া পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে। আর তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া ঘোষণা করা হইবে, "এইগুলি সেই মসজিদ, যাহাতে তোমরা জামাতের সহিত নামায সম্পন্ন করিতে।"

হাদীস শরীফে আরও আছে, "রোজ কিয়ামতে আল্লাহর সম্মুখে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে, যাহার গুনাহরাশি নেক হইতে অধিক হইবে। এইজন্য তাহাকে দোযখে নিক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হইবে। তারপর আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে বলিবেন, "হে জিব্রাইল! তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি কোন আলেমের মাহফিলে বসিয়াছিল? তবে তাহাকে আমলের সুপারিশে মাফ করিয়া দিব।" তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিবে যে সে বসে নাই। হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরজ করিবেন, "হে আল্লাহ! তুমিই তোমার বান্দা সম্পর্কে ভাল জান।" আল্লাহ আবার বলিবেন, "তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কোন আলেমের সাথে ভালবাসা রাখিয়াছিল কিনা?" বান্দা বলিবে, না রাখে নাই। আবার জিজ্ঞাসা করা হইবে, "সে কি কোন আলেমের দস্তরখানে বসিয়া আহার করিয়াছে?" বান্দা উত্তরে না বলিবে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইবে, "সেকি কোন আলেমের গৃহে বসবাস করিয়াছে?" বান্দা উত্তর করিবে, না। আবার জিজ্ঞাসা করা হইবে, "সে কি কোন আলেমের নামে নিজের ছেলের নাম রাখিয়াছে? তাহাতেও তাহাকে মাফ করিয়া দিব।" ইহাও পাওয়া যাইবে না। আবার জিজ্ঞাসা করা হইবে, "সে এমন কোন ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছে কি, যে কোন আলেমকে ভালবাসিত।" এইবার বান্দা উত্তর করিবে 'হ্যাঁ।' তখন আল্লাহ নির্দেশ দিবেন, "তাহাকে বেহেশ্‌তে

পৌঁছাইয়া দাও। কারণ সে পৃথিবীতে আলেমের প্রিয়পাত্রকে ভালবাসিয়াছে।" হাদীস শরীফে আরও আছে, "রোজ কিয়ামতে মসজিদগুলিকে শুভ্র উটের ন্যায় হাশরের মাঠে হাজির করা হইবে। উহার পাগুলি আম্বর নির্মিত হইবে। গলা জাফরানের, মস্তক মেশকের ও পৃষ্ঠদেশ জবরজদের তৈরী হইবে। উহাদের পিঠে জামাতের নামায আদায়কারীগণ সওয়ার হইবে। মোয়াজ্জিনগণ উহার লাগাম ধরিয়া এবং ঈমামগণ হাঁকাইয়া মাঠে লইয়া যাইবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হইবে, "তাহারা কি মর্যাদাশীল ফেরেশতা না কোন নবী ও রাসূল?" উত্তরে বলা হইবে, "হে হাশরবাসীগণ! তাহারা কোন নবী ও রাসূল বা কোন মর্যাদাশালী ফেরেশতা নহে, বরং তাহারা ঐ সকল উম্মতে মুহাম্মদী যাহারা জামাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়াছিল।" আরও বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহ পাক দারদাইল নামক একজন ফেরেশতা পয়দা করিয়াছেন। তাহার দুইখানা পাখা মাশরেক-মাগরেব পর্যন্ত বিস্তৃত। মাগরিবের পাখা ইয়াকুত এবং মাশরিকের পাখা সবুজ জবরজদে নির্মিত হইবে। আর মণিমুক্তা, ইয়াকুত ও মারজান খচিত হইবে। ইহার মস্তক আরশের নীচে এবং পদদ্বয় সপ্ততল মাটির নীচে থাকিবে। তিনি প্রত্যেক রমযান মাসের রাত্রে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "কোন প্রার্থনাকারী আছে কি, আল্লাহ যাহার প্রার্থনা কবুল করিবেন। কোন আকাঙ্ক্ষাকারী আছে কি? তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। কোন তাওবাহকারী আছে কি? তাহার তাহওবাহ, কবুল করা হইবে। কোন ক্ষমাকারী আছে কি? আজ ক্ষমা করা হইবে।" উক্ত ফেরেশতা ফজর পর্যন্ত এইরূপ ঘোষণা করেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

দোযখের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "একদিন জিব্রাইল (আঃ) হুযুর করীম (সঃ)এর নিকট গমন করিলে আঁ হযরত তাহাকে দোযখের বিবরণ দিতে বলিলেন। উত্তরে জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ পাক দোযখকে পয়দা করিয়া এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জ্বালাইলে ইহা লালবর্ণ হয়। আরও এক হাজার বৎসর জ্বালাইলে উহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়। উহার তীব্রতা ও শিখা কখনও নিভিবে না। হযরত মোজাহেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'দোযখে উটের ঘাড়ের ন্যায় এক শ্রেণীর বিষাক্ত সাপ ও বিশ্রী খচ্চরের মত এক শ্রেণীর বিচ্ছু আছে। দোযখীগণ উহার ভয়ে পলায়ন করিতে চাহিলে উহারা তাহাদিগকে তালাস করিয়া ঠোঁট দ্বারা কামড়াইবে এবং মস্তক ও নখ ছাড়া সমস্ত দেহের চামড়া টানিয়া ছিঁড়িবে। শতবার পলাইয়াও তাহারা উহাদের আযাব হইতে রেহাই পাইবে না।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারেস (রাঃ) হুযুর করীম (সঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, "দোযখে উটের ঘাড়ের মত এক শ্রেণীর সাপ আছে। উহা এত ভয়ঙ্কর

যে কাহাকেও একবার দংশন করিলে চল্লিশ বৎসর যাবত উহার বিষক্রিয়া থাকিবে। আবার খচ্চরের মত এক শ্রেণীর বিচ্ছু আছে, উহার দংশনেও বিষক্রিয়া চল্লিশ বৎসর বিদ্যমান থাকিবে।" হযরত আমামা (রাঃ) এজিদ ইবনে ওয়াহাব ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুর (সঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের ব্যবহারের আগুন দোযখের আগুনের তুলনায় সত্তর ভাগের একভাগ তেজসম্পন্ন। দুনিয়ার আগুন পানিতে ধুইলে ব্যবহারের উপযোগী থাকে না আর দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুন হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, একদা জিব্রাইল (আঃ)কে আল্লাহ পাক নির্দেশ করিলেন, "তুমি মালেক (আঃ)এর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ আগুন লইয়া হযরত আদম (আঃ)কে ব্যবহারের জন্য দাও।" আগুন চাহিলে জিব্রাইল (আঃ)কে মালেক (আঃ) বলিলেন, "কি পরিমাণ আগুন আপনি নিতে চান?" জিব্রাইল (আঃ) উত্তর করিলেন, "এক আঙ্গুলের মাথার সমান আগুন চাই।" হযরত মালেক (আঃ) বলিলেন, "এই পরিমাণ আগুন সাত আকাশ ও সাত যমিন বিগলিত করিয়া দিবে।" তিনি আরও বলিলেন, "হে বন্ধু! অর্ধ অঙ্গুলি পরিমাণ আগুনের তাপে বৃষ্টিপাত ও গাছপালা উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে।" তারপর জিব্রাইল (আঃ) আগুনের পরিমাণ সম্পর্কে আল্লাহর নিকট আরজ করিলে, আল্লাহ পাক বলিলেন, "হে জিব্রাইল! কেবল কণামাত্র আগুনকে সাত সাগরে সত্তরবার ধুইয়া সর্বোচ্চ পর্বতের উপর রাখিয়া দাও।" কিন্তু সেই আগুনও পর্বতকে জ্বালাইয়া দোযখে উহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল। পাথরখন্ড ও লোহার মধ্যে উহার ধূম্ররাশি ছাড়িয়া গেল। উহার পরিত্যক্ত ধূম্ররাশি আজও মানুষের ব্যবহারের উপযোগী আগুন সরবরাহ করিতেছে; সুতরাং হে বিশ্বাসীগণ! উহা হইতে হেদায়েত লাভ করুন।

হাদীস শরীফে আছে, "নিকৃষ্টতম দোযখীকে কেবল এক জোড়া আগুনের জুতা পরিধান করান হইবে। উহার তেজে মগজ টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া মস্তক বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে থাকিবে এবং পেটের সমস্ত বস্তু গলিয়া বাহ্যনালী দিয়া গড়াইয়া পড়িবে এবং সে ধারণা করিবে হয়ত তাহাকেই সবচেয়ে কঠিন আযাব করা হইতেছে। মূলতঃ সেই ব্যক্তি নিকৃষ্টতম জাহান্নামী।" দোযখীরা আযাবের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবত হযরত মালেক (আঃ)কে ডাকাডাকি করিবে, কিন্তু তিনি নিশ্চুপ থাকিবেন। বহুকাল পর তিনি বলিবেন, "হে দোযখীগণ! চীৎকার ও ডাকাডাকিতে কোন ফল হইবে না। এই আযাব তোমাদিগকে অনন্তকাল ভোগ করিতে হইবে।" আবার তাহারা আল্লাহর নিকট আরজ করিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ! আমাদিগকে মাফ করুন এবং আযাব হইতে মুক্তি দিন! পুনরায় এমন গুনাহ আর করিব না।" বহুকাল নীরবতার পর বলা হইবে, "হে দোযখীগণ! কান্না-কাটিতে কোন ফল হইবে না। লাঞ্ছিত ও নির্বাকভাবে আযাব ভোগ কর। তোমাদের প্রতি কোন করুণা বর্ষিত হইবে না। তারপর

তাহারা চীৎকার ও বাক্যালাপ করিতে পারিবে না। গাধার প্রথম আওয়াজ 'জাফির' এবং শেষ আওয়াজ 'শাহিক' ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ তাহারা করিতে পারিবে না।"

হযরত মালেক (আঃ) আল্লাহর শপথ করিয়া বলিয়াছেন, "হে নবী! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার শপথ, যদি দোযখের একটি কাপড় আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইত, তবে উহার তাপ ও দুর্গন্ধে জগৎবাসী মরিয়া যাইত। ঐ আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। যদি সূচাগ্র পরিমাণ দোযখের আগুন দুনিয়াতে রাখা হইত, তবে সমস্ত পৃথিবী ছারখার হইয়া যাইত। ঐ আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত জিঞ্জিরের একহাত পরিমাণও যদি কোন পর্বতে রাখা হইত তবে পর্বত ও পৃথিবী জ্বালাইয়া উহা সপ্ততল যমিনের নীচে নামিয়া যাইত। আর হে নবী! ঐ আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, দোযখীদের আযাবের মত কাহাকেও যদি দুনিয়ার মাগ্‌রিব প্রান্তে আযাব করা হইত, তবে মাশরিক প্রান্তবাসীগণ উহার তাপ, প্রচন্ডতা ও ভয়ঙ্করতায় জ্বলিয়া যাইত। দোযখ অতিশয় ভয়ঙ্কর, ভীষণ গভীর অনলকুন্ডবিশিষ্ট। লোহা উহার জ্বালানী হইবে। গরম পানি ও পূঁজ দোযখীদের পানীয় এবং কাত্‌রান নির্মিত্র বস্ত্র উহাদের পরিধেয় কাপড় হইবে।

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়

দোযখের দরওয়াজার বিবরণ

দোযখের সর্বমোট সাতটি দরওয়াজা রহিয়াছে। প্রত্যেক দ্বার নির্দিষ্ট নারী-পুরুষের জন্য সর্বদাই খোলা। প্রত্যেকটি দ্বার ক্রমাগত নিম্নদিকে গিয়াছে এবং একটি হইতে অন্যটির দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথ। ভয়ঙ্কর ও প্রচণ্ডতাও সমপরিমাণ হইবে। একদা হুযুর করীম (সঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে দোযখ ও দোযখবাসীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "হে বন্ধু! দোযখের প্রথম দ্বারের নাম 'হাবিয়া' এবং উহাতে মুনাফেক, ফেরাউন বংশধর, আসহাবে মায়েদার কাফেরগণ থাকিবে! দ্বিতীয় দ্বার 'লাজ্বা'তে ইবলিস শয়তান, তাহার চেলা-সামন্ডা ও আগুন পূজারীগণ থাকিবে। তৃতীয় দ্বার 'হোতামা'তে ইহুদীগণ থাকিবে। চতুর্থ দ্বার 'ছায়ীরে' নাসারাগণ থাকিবে। পঞ্চম দ্বার 'সাকারে' তারকা পূজারীগণ থাকিবে। ষষ্ঠ দ্বার 'জাহিমে' কাফের-মোশরেক থাকিবে। সপ্তম দ্বার 'জাহান্নাম' বলিয়া জিব্রাইল (আঃ) চুপ করিয়া থাকিলে হুযুর (সঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বন্ধু! আপনি চুপ করিলেন কেন? শীঘ্র উহার অধিবাসীর কথা আমাকে বলিয়া দিন।" হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, "হে বন্ধু! উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে

যাহারা কবীরাহ গুনাহ করিয়া বিনা তাওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহারা উহাতে অবস্থান করিবে।" ইহা শ্রবণান্তে আঁ হযরত (সঃ) বেহুঁশ হইয়া পড়িলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন এবং হুযুর (সঃ) চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, "হে জিব্রাইল! আমার উম্মতের দোযখে নিক্ষেপ ও দুরবস্থার কথা আমাকে মর্মাহত, ব্যথিত ও পীড়া দিয়াছে। আমার দুশ্চিন্তা ও ভয় কিছুতেই কমিতেছে না।" জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন,"হাঁ গুনাহগার উম্মতদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। এতদ্‌শ্রবণে হুযুর (সঃ) অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলেন'। জিব্রাইল (আঃ)-ও নিজেকে সম্বরণ করিতে না পারিয়া কান্না শুরু করিলেন। নবী করীম (সঃ) পুনরায় বলিলেন, "হে বন্ধু! আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনি 'রুহুল আমিন, আল্লাহর ফর্মাবর্দার।" তিনি উত্তর করিলেন, "যদি হারুত-মারূত ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের মত আমাকেও পরীক্ষা করা হয়, সেই ভয়ে ক্রন্দন করিতেছি।" তখন আল্লাহ পাক জানাইয়া দিলেন যে, "হে মুহাম্মদ (সঃ) ও জিব্রাইল (আঃ)! আমি তোমাদিগকে দোযখের আগুন হইতে নাজাত দিয়াছি। অতএব আমার শোকরগুজারীর জন্য কাঁদিতে থাক।"

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

জাহান্নামকে হাজির করিবার বিবরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, আছে যে, হুযুর (সঃ) বলিয়াছেন, "রোজ কিয়ামতে জাহান্নামকে সপ্ততল মাটিসহ আরশের বামদিকে এমতাবস্থায় উপস্থিত করা হইবে যে, উহার চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা সারিবদ্ধ থাকিবে এবং প্রত্যেক সারিতে জ্বিন ও মানুষের সত্তর হাজার গুণ ফেরেশ্‌তা থাকিবে। তাহারা উহার রশি ধরিয়া টানিবে। তখন জাহান্নাম চারিটি খুঁটির উপর থাকিবে। প্রত্যেক খুঁটি এক হাজার বৎসরের পথ দূরে থাকিবে। জাহান্নামের ত্রিশ হাজার মাথা ও প্রত্যেক মাথায় ত্রিশ হাজার মুখ থাকিবে, প্রত্যেক মুখে ওহুদ পর্বত হইতে হাজার গুণ বড় ত্রিশ হাজার ধাঁরাল দাঁত থাকিবে। প্রত্যেক মুখে দুনিয়ার সমান দুইটি ঠোঁট ও প্রত্যেক ঠোঁটে সত্তর হাজার কড়াযুক্ত লোহার শিকল থাকিবে এবং প্রত্যেক কড়াতে অসংখ্য ফেরেশতা শক্তভাবে ধরিয়া উহাকে আরশের বামপার্শ্বে আনয়ন করিবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোসণা করিয়াছেন, "জাহান্নাম বিরাট অট্টালিকার মত প্রকান্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতে থাকিবে।"

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

গুনাহগারদিগকে দোযখের দিকে তাড়াইয়া নিবার বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর শত্রু কাফেরদিগকে মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুদ্বয় কুরঞ্জিত রঙ্গে রঞ্জিত ও মুখে মোহর করা অবস্থায় দোযখের দিকে তাড়াইয়া নেওয়া হইবে। ফলে তাহারা বাক্যালাপ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদিগকে দোযখের সন্নিকটে পৌঁছান মাত্র আযাবের ফেরেশতাগণ জিঞ্জির ও তৌক লইয়া সামনে হাজির হইবে এবং সেই তৌকগুলি মুখের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির করিবে। দোযখীদের ডানহাত স্বীয় ঘাড়ের উপর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে এবং বামহাত কলবের ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া বক্ষের মধ্যস্থল দিয়া বাহির করতঃ শক্তভাবে জিঞ্জির দ্বারা বাঁধিবে। একই জিঞ্জিরে দোযখীর সহিত একটি শয়তান বাঁধা পড়িবে। কেহ তাহাদিগকে নীচমুখী করিয়া টানিবে, কেহ লোহার মুদ্গড় দ্বারা প্রহার করিবে। উহারা যখনই দোযখ হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখন দ্বিগুণ জোরে প্রহার করিয়া বলা হইবে, "আজ দোযখের আযাব ভোগ করিয়া দেখ কেমন লাগে!" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তাহারা যখনই দোযখ হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখনই তাহাদিগকে ঢুকাইয়া দিয়া বলা হইবে, তোমরা দোযখের আযাবকে মিথ্যা বলিয়া বিদ্রূপ করিতে, কিন্তু এখন উহা ভোগ করিয়া দেখ কেমন মজা লাগে!"

হযরত ফাতেমা (রাঃ) একদিন স্বীয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কিরূপে আপনার উম্মতদিগকে দোযখের দিকে তাড়াইয়া নেওয়া হইবে এবং কিরূপে দোযখে ফেলিয়া দেওয়া হইবে?" আঁ হযরত (সঃ) উত্তর করিলেন, "হে ফাতেমা! আমার উম্মতদিগকে দোযখের দিকে হাঁকাইয়া নেওয়া হইবে, কিন্তু তাহাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু কুরঞ্জিত হইবে না এবং তাহাদের মুখমন্ডলে মোহর করা হইবে না আর তাহারা তৌক ও জিঞ্জিরাবদ্ধও হইবে না।" বিবি ফাতেমা (রাঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তাহাদিগকে কেমনভাবে বাঁধা হইবে এবং তাহারা কোন ব্যক্তি?" হুযুর (সঃ) বলিলেন, "আমার তিন শ্রেণীর উম্মত দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে– (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) যুবক পাপী, (৩) বদকার রমণী। পুরুষদের শ্মশ্রু ধরিয়া এবং রমণীদের চুলের গুচ্ছ ধরিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে। তখন সে 'হায় দুর্বলতা ও হায় বার্ধক্য' বলিয়া চীৎকার করিবে। অসংখ্য যুবককে কাল শ্মশ্রু ধরিয়া দোযখে ফেলা হইবে। তাহারা 'হায় যৌবনকাল, হায় যৌবন লাবণ্য' বলিয়া চীৎকার করিবে। অসংখ্য রমণীকে কেশগুচ্ছ ধরিয়া দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহারা 'হায় লজ্জা, হায় রূপ' বলিয়া চীৎকার করিবে। তাহাদিগকে হযরত মালেক (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, "হে ফেরেশ্তাগণ! উহারা কে? এই ধরনের পাপী ত দেখি

নাই!" তাহাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল এবং তৌক ও জিঞ্জির পরান হয় নাই!" ফেরেশতাবর্গ বলিবে, "এমনভাবে আনিতেই আমাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।" মালেক (আঃ) তখন স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিবেন, "হে পাপীগণ! তোমরা কাহারা?" উত্তর করিবে, "আমরা উম্মতে মুহাম্মদী।"

অপর এক হাদীসে আছে, "ফেরেশতাগণ পাপীদিগকে হাঁকাইয়া নেওয়ার সময় তাহারা, "ইয়া মুহাম্মদ!" বলিয়া চীৎকার করিবে; কিন্তু মালেক (আঃ)-কে দর্শন করিয়া তাহাও ভুলিয়া যাইবে। মালেক (আঃ) জিজ্ঞাসা করিবেন, "তোমরা কে?" উত্তর করিবে, "আমরা সেই নবীর উম্মত যাহার উপর কুরআন নাযিল হইয়াছিল এবং রমজানের রোযা ফরজ করা হইয়াছিল।" তিনি বলিবেন, "তবে কি তোমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর উম্মত? যাহার উপর কুরআন নাযিল হইয়াছিল?" ইহা শ্রবণ করিয়া তাহারা সমস্বরে, হে মুহাম্মদ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে এবং বলিবে, "হ্যাঁ, আমরা তাঁহারই উম্মত।" মালেক (আঃ) বলিবেন, "পবিত্র কুরআন কি গুনাহর পরিমাণ সম্বন্ধে তোমাদিগকে হেদায়েত করে নাই।" অতঃপর তাহার মূর্তি দেখিয়া বিনয় সহকারে কাতর প্রার্থনা করিবে যেন তাহাদিগকে কায়মনে এক ঘণ্টা ক্রন্দন করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। অনুমতি লাভ করিয়া তাহারা এমনভাবে ক্রন্দন করিবে যে চোখের পানি শেষ হইয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। তখন মালেক (আঃ) বলিবেন, "হায়! এই ক্রন্দন কতইনা ফলদায়ক হইত যদি পৃথিবীর জীবনে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিত! তবে আজ দোযখের আযাব হইতে রেহাই পাইত।"

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

আযাবের ফেরেশতাদের বিবরণ

হযরত মনছুর ইবনে আম্মার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন,"দোযখের দারোগা মালেক (আঃ)এর দোযখীদের সংখ্যানুপাতে হাত পা রহিয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক দোযখীকে আযাব করার ও তৌক-জিঞ্জির পরাইবার জন্য তাঁহার পৃথক পৃথক হস্ত রহিয়াছে। মালেক (আঃ) দোযখের দিকে নজর করিবামাত্র দোযখ, একে অন্যকে গ্রাস করিতে থাকিবে। "বিসমিল্লাহ" শরীফে মোট ঊনিশটি অক্ষর আছে। তদ্রূপ আযাবের ফেরেশতাদের সংখ্যাও ঊনিশ। অতএব যে ব্যক্তি কায়মনে বিসমিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ পাক তাহাকে আযাবের ফেরেশতাদের নিপীড়ন ও অত্যাচার হইতে মুক্তিদান করিবেন। আযাবের ফেরেশতাগণ পা দ্বারা হাতের কর্ম করিতে সক্ষম হইবে। এইজন্য তাহাদিগকে 'জবানিয়া' বলা হয়। তাহারা এক-এক হাত-পা দ্বারা দশ সহস্র কাফেরকে আযাব করিবে। তাহাদের অধীনে অগণিত

ফেরেশতাও রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষুদ্বয় দৃষ্টি হরণকারী বিদ্যুতের মত, দন্তরাজি গাভীর শিং এর মত লম্বা ও তীক্ষ্ণ হইবে! তাহাদের জিহ্বা পা-পর্যন্ত লম্বা ও উহা হইতে আগুনের শিখা-বাহির হইবে! তাঁহাদের কাঁধ এক বৎসরের দূরত্বের সমান হইবে। তাহারা নির্দয় ও পাষাণ হইবে। তাহারা একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসরও যদি দোযখ সাগরে বিচরণ করে, তথাপি নরকাগ্নি তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। কেননা আল্লাহ পাক তাহাদিগকে দোযখের আগুন হইতে উত্তম বস্তু নূর দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। হে আল্লাহ! তাহাদের আযাব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। মালেক (আঃ) পাপীগণকে দোযখে ফেলিতে নির্দেশ করিলে আযাবের ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দোযখে ফেলিবে। তখন তাহারা সমস্বরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলিয়া ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। অমনি দোযখের আগুন তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া যাইবে। মালেক (আঃ) বলিবেন, "হে অগ্নি! সত্বর তাহাদিগকে গ্রাস কর।" আগুন বলিবে, "যাহারা কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করিতেছে তাহাদিগকে আমরা কিরূপে গ্রাস করিব?" মালেক (আঃ) বলিবেন, "হে অগ্নি! আল্লাহ পাক এমতাবস্থায়ই গ্রাস করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন; সুতরাং অতিসত্বর গ্রাস কর।" তখন তাহারা কালেমা পাঠ হইতে বিরত থাকিবে এবং আগুন তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। দোযখের আগুন কাহারও পা, কাহারও হাঁটু, কাহার ও নাভি এবং কাহারও গলা পর্যন্ত জ্বালাইতে থাকিবে। যখন আগুন মুখমন্ডল গ্রাস করিতে চাহিবে তখন মালেক (আঃ) বলিবেন, "হে আগুন! মুখমন্ডল জ্বালাইও না, কেননা উহাদ্বারা সে আল্লাহকে সিজদাহ করিয়াছে। তাহার অন্তরকে জ্বালাইও না, কেননা সে রমজান মাসের রোযায় ক্ষুধা ও পিপাসার মোকাবেলা করিয়া আল্লাহকে রাজী করিয়াছেন। তারপর যতদিন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করিবেন, ততদিন তাহারা দোযখের আযাব ভোগ করিবে।"

চত্বারিংশ অধ্যায়

দোযখীদের আহার্য ও পানীয়

হাদীস শরীফে আছে, "দোযখীদের মুখমন্ডল কাল ও চক্ষু অন্ধ হইবে। তাহারা বিবেকহীন ও চক্ষুদ্বয় কুরঞ্জিত হইবে। তাহাদের মস্তক পাহাড়ের মত বিশাল, শরীর কামারের ফ্যখারের মত বিশ্রী, চক্ষুদ্বয় টিলার মত উচ্চ, কেশগুলি বাঁশের ঝাড়ের মত হইবে। তাহারা না জীবিত না মৃতের মত জাহান্নামে অবস্থান করিবে। তাহাদের শরীর সত্তরটি চামড়ায় ঢাকা হইবে। প্রত্যেক দুই চামড়ার মধ্যে সত্তর স্তর আগুন থাকিবে। ভয়ঙ্কর ও বিকট জাহান্নামী সাপ-বিচ্ছুতে তাহাদের পেট ভর্তি থাকিবে এবং হিংস্র জীব-জন্তু ও গাধার আওয়াজের মত বিকট আওয়াজ শোনা যাইবে। তৌক ও জিঞ্জির দ্বারা তাহারা শৃংখলিত থাকিবে। শাড়াসী দিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে এবং

লোহার হাতুরী দ্বারা আঘাত করা হইবে। পরিশেষে তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।" নবী করীম (সঃ) আরও বলিয়াছেন, "দোযখীগণ ফরিয়াদ করিবে, হে আল্লাহ! দোযখের আগুন আমাদিগকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমরা সংকীর্ণ অবস্থায় আবদ্ধ হইয়া গিয়াছি।" তখন হাজার বিনয়েও তাহাদের আযাব কম করা হইবে না বরং নির্বাক রাখিবার জন্য তাহাদের গলায় তৌক পরাইয়া দেওয়া হইবে। এই কষ্ট ও যাতনা যখন অসহ্য হইবে তখন তাহারা চীৎকার করিতে থাকিবে। পরিশেষে অধৈর্য হইয়া মৃত্যু কামনা করিবে। এইবার কঠিন জিঞ্জির দ্বারা তাহাদিগকে দোযখে বাঁধিয়া রাখা হইবে। সেই কঠিন আযাব ও সংকীর্ণ গন্ডিতে থাকিয়া তাহারা চীৎকার করিবে। তাহাদের শরীর পচিয়া পুঁজের স্রোত বহিতে থাকিবে। তাহাদের শরীর ও মুখমন্ডল কুৎসিত হইয়া যাইবে। দোযখীগণ চীৎকার করিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ! কু-অভ্যাস আমাদিগকে পাপ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। অতএব আমরা পাপী ছিলাম। হে আল্লাহ! একদিনের জন্য হইলেও আমাদের আযাব কমাইয়া দাও। কেননা আমরা বিশ্বাসী হইয়াছি।"

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, আল্লাহ পাক দোযখীদের জন্য একটি পাহাড় তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা আল্লাহর নির্দেশক্রমে এক বৎসর একাদিক্রমে অধঃমুখে চলিয়া উহার শীর্ষদেশে উঠিলে উহা কাঁপিতে শুরু করিবে এবং সকল আরোহী ছিটকাইয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া অতলতলে পড়িয়া যাইবে।" হাদীস শরীফে আরও আছে যে, দোযখীগণ আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিলে একখন্ড কাল মেঘ তাহাদের উপর দেখিতে পাইবে এবং তাহারা মনে করিবে যে, সত্বরই আল্লাহর রহম বর্ষিত হইবে এবং আযাব কিছুটা কম হইবে ও তাহাদের পিপাসার নিবৃত্তি হইবে; কিন্তু উহা হইতে দোযখের সাপ, বিচ্ছু ও প্রস্তরখণ্ড তাহাদের উপর পতিত হইবে। আবার এক হাজার বৎসর পর্যন্ত তাহারা বৃষ্টির জন্য আবেদন করিলে পূর্বের ন্যায় একখন্ড কাল মেঘ দেখিয়া মনে করিবে বৃষ্টি হইবে; কিন্তু উহা হইতে কাল রংএর প্রকান্ড বিষাক্ত সাপ বর্ষিত হইবে। উহাদের বিষের যাতনা এক হাজার বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন,"তাহাদের অশান্তি ও ফ্যাসাদের কারণে আমরা তাহাদের আযাবকে কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া দিয়াছি।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "দোযখীগণ বিনয়ের সহিত সত্তর হাজার বৎসর পর্যন্ত হযরত মালেক (আঃ)এর নিকট ফরিয়াদ করিলে তিনি নিশ্চুপ থাকিবেন। তারপর তাহারা আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ! হযরত মালেক (আঃ) আমাদের আবেদন মঞ্জুর করিতেছেন না।" তারপর মালেক (আঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, "হে মালেক! তাছযিন সরোবর হইতে শুধু এক অঞ্জলি পানি পান করিতে দাও। আগুন আমাদের হাড়, মাংস, শরীর ও হৃদয় জ্বালাইয়া দিয়াছে। পরিশেষে হযরত মালেক (আঃ) জাহান্নাম হইতে এক অঞ্জলি পানি তাহাদিগকে দিবেন। ঐ পানি এত বিষাক্ত হইবে যে,

হাতে লইলে অঙ্গুলি খসিয়া পড়িবে এবং মুখের নিকট পৌঁছিবামাত্র মুখমন্ডল, চক্ষু ও চামড়া খসিয়া পড়িবে এবং ঐ পানি উদরে পরিবামাত্র নাড়িভুড়ি ও কলিজা খন্ড-বিখন্ড হইয়া যাইবে।"

হাদীস শরীফে আরও আছে যে, 'দোযখীগণ যখন আহারের জন্য ফরিয়াদ করিবে তখন তাহাদিগকে যাক্কুম নামক কাঁটাযুক্ত গাছ ভক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে। উহা ভক্ষণ করিবামাত্র উদরস্থ সমস্ত বস্তু টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে এবং দন্তরাজি পড়িয়া যাইবে ও মাথার মগজ উথলিয়া পড়িবে এবং মুখ হইতে আগুনের শিখা বাহির হইতে থাকিবে। উহার যাতনা এতই পীড়াদায়ক হইবে যে, উদরস্থ নাড়ি-ভুড়ি গলিয়া পড়িবে।" হুযুর (সঃ) আরও বলিয়াছেন যে, দোযখীদিগকে কাতরান রঞ্জিত কাপড় পড়িতে দেওয়া হইবে। উক্ত পোশাক পড়িবামাত্র চামড়া খসিয়া পড়িবে এবং দোযখীগণ অন্ধ হইয়া যাইবে। তাহাদের বাকশক্তি রহিত হইয়া যাইবে এবং তাহারা বধির হইয়া যাইবে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তিগণ খাদ্য ভক্ষণ করিতে চায়, কিন্তু দোযখীগণ তাহাও চাহিবে না। মুমূর্ষু ব্যক্তি দীর্ঘায়ু কামনা করে, দোযখীগণ তাহাও করিবে না; কিন্তু তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে মৃত্যু হইবে না।

একচত্বারিংশ অধ্যায়

আমল অনুসারে আযাব হইবার বিবরণ

হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন,"আমার গুনাহগার উম্মতেরা ষাট হাজার বৎসর আযাব ভোগ করিবার পর মুক্তিলাভ করিবে (১) যাহারা হারাম খাদ্য দ্বারা দেহ তাজা করিয়াছে এবং এবাদতের বিমুখ রহিয়াছে, (২) যাহারা বাহ্যতঃ কাপড় পরিধান করিয়াছিল কিন্তু এবাদত-বন্দেগীর কাপড় হইতে উলঙ্গ ছিল, (৩) যাহারা এলেম অনুসারে আমল না করিয়া বাজারের নাদানদের মত হালাল-হারাম ভেদাভেদ না করিয়া অর্থ রোজগার করিয়াছিল, (৪) যাহারা দুনিয়ার ব্যাপারে সজাগ ছিল কিন্তু আখেরাতের সম্বন্ধে অজ্ঞতার ভান করিয়াছিল, তাহাদের জন্য দোযখের সাতটি দরজা খোলা থাকিবে।"

একদা হযরত মূসা (আঃ)কে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন, "হে মূসা! তুমি যদি ওয়াদা ভঙ্গকারী ও আমানতের খেয়ানতকারীর যাতনা ও অধঃমুখে টানিয়া জাহান্নামে ফেলিবার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে তবে অনুধাবন করিতে পারিবে উহা কত বড় জঘন্য পাপ।' আর দোযখীদের বাহুগুলি একস্থানে শিরাগুলি অন্যস্থানে ও অন্তরগুলি বিভিন্নস্থানে ছিটকাইয়া পড়িবে। আমানত-খেয়ানতকারী ও ওয়াদা ভঙ্গকারীর কষ্ট ও যাতনার সীমা থাকিবে না। যখন যাক্কুম গাছের ডালে তাহাদিগকে শুলি দেওয়া হইবে তাহাদের বাহ্যরাস্তা দিয়া অগ্নি ঢুকিয়া নাক, মুখ, কান ও চক্ষু দিয়া বাহির হইবে,

তাহাদিগকে শয়তানের সহিত একই জিঞ্জিরে ও তৌকে বাঁধিয়া রাখা হইবে। তৌক তাহাদের দন্তরাজিও মুখের উপর পড়িয়া থাকিবে। আযাবের যাতনার ফলে তাহাদের মগজ নাকের ভিতর দিয়া বাহির হইবে। এক দন্ডের জন্যও তাহাদের আযাব কম করা হইবে না। কাফেরগণ ওয়াদা ভঙ্গকারী ও আমানতে খেয়ানতকারীর আযাব হইতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ওয়াদা ভঙ্গকারী ও আমানত খেয়ানতকারীগণ নামায তরককারী ও জ্বিনাকারীর আযাব হইতে মুক্তি কামনা করিবে। তাহাদিগকে হোকবার পর হোকবা আযাব দেওয়া হইবে। (আশি বৎসরে এক হোকবা হয়।) হুযুর করীম (সঃ) আরও বলিয়াছেন, "যদি সমস্ত সাগরের পানি কালি হয়, যাবতীয় গাছ-পালা কলম হয়, মানুষ ও জ্বিন উহাদ্বারা দোযখে বসবাসের সময় নিরূপণ করিতে শুরু করে, তথ্যাপি তাহাদের নির্ণেয় অংক শেষ হইবার অনেক আগেই সবকিছু শেষ হইয়া যাইবে। অনুরূপ সত্তর গুণ কালি কলম হইলেও শেষ করা যাইবে না; কিন্তু উপকরণ শেষ হইবার পূর্বেই মানুষ-জ্বিন সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "তাহারা দোযখে হোকবার পর হোকবা অবস্থান করিতে থাকিবে।" একদা হুযুর (সঃ) আসহাবদিগকে হোকবা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। তাহারা আরজ করিলেন– "হুযুর! হোকবা কি তাহা আমরা জানি না। হুযুর (সঃ) বলিলেন, "দোযখের এক হোকবা দুনিয়ার চারি হাজার বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে।" সাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কত মাসে এক বৎসর হইবে?" হুযুর (সঃ) বলিলেন, "চারি হাজার মাসে এক বৎসর এবং চারি হাজার দিনে একমাস হইবে এবং সত্তর হাজার ঘন্টায় একদিন হইবে আর প্রতিটি ঘন্টা দুনিয়ার এক বৎসরের সমান দীর্ঘ হইবে।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুযুর (সঃ) বলিয়াছেন, "রোজ কিয়ামতে হোরায়েশ নামক একটি সাপ দোযখ হইতে বাহির হইবে, উহা বিচ্ছু প্রসব করিবে। উহার মস্তক সাত আকাশের উপরে এবং লেজ সাত যমিনের নীচে থাকিবে। উহা প্রতি বছর এক হাজারবার উদাত্ত কণ্ঠে সাবধান করিয়া বলে, "হে শরাবখোর ও আত্মীয়তার বিভেদকারী! তোমরা কোথায়?" হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাহাকে প্রশ্ন করিবেন, "হে হোরায়েশ তুমি কি চাও?" সে উত্তর করিবে, "আমি পাঁচ প্রকার মানুষকে আযাব করিব–(১) যাহারা নামায পরিত্যাগ করিয়াছে, (২) যাহারা যাকাত প্রদান করে নাই, (৩) যাহারা শরাবখোর, (৪) যাহারা সুদখোর এবং (৫) যাহারা মসজিদে দুনিয়াদারীর কথা বলিয়াছে। আমি অবশ্যই তাহাদিগকে গ্রাস করিব এবং মুখে ভরিয়া দোযখে ফিরিয়া যাইব।"

আল্লাহ পাক আমাদিগকে হোরায়েশের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখুন!

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়

শরাবখোরের আযাবের বিবরণ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন, রোজ কিয়ামতে মদখোর ও শরাবখোরদিগকে হাতে তাম্বুরা ও গলায় পানপাত্র ঝুলান অবস্থায় দোযখের কাষ্ঠের শূলে চড়াইবার জন্য আনা হইবে। এমন সময় জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, "ইহা অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুক স্থানের বাসিন্দা।" তখন তাহাদের মুখ হইতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইবে যে, সমস্ত হাশরবাসী উহাতে অস্থির হইয়া আল্লাহর কাছে আরজী করিবে। তখন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিবার জন্য হুকুম করিবেন। দোযখে পড়িয়া তাহারা হায় তৃষ্ণা! হায় তৃষ্ণা!! বলিয়া হাজার বৎসর যাবত চীৎকার করিবে। তারপর আশি বৎসর পর্যন্ত হযরত মালেক (আঃ)এর নিকট আরজ করিবে; কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিবেন না। তাহাদের দেহ হইতে এমন দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বাহির হইবে যাহাতে শুধু প্রতিবেশীই নয়, স্বয়ং তাহারাও অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহর নিকট আরজ করিবে; কিন্তু অনুনয়ে কোন উপকার হইবে না। পরিশেষে অকস্মাৎ দোযখের আগুন তাহাদিগকে জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। আবার তাহাদিগকে নূতন করিয়া পয়দা করা হইবে এবং আগুন তাহাদিগকে তৌকের আকার চারিদিক হইতে জ্বালাইতে থাকিবে এবং তাহারা বিকট চীৎকার সহকালে আহাজারী করিতে থাকিবে। এমনভাবে পা হাতে মাথা পর্যন্ত জ্বালান হইবে। অবশেষে অধঃমুখে পায়ে জিঞ্জির লাগাইয়া দোযখের মধ্যস্থলে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। দোযখে পড়িয়া যখন পানি পানি বলিয়া চীৎকার করিবে, তখন তাহাদিগকে পানি দেওয়া হইবে। উহা এমন বিষাক্ত হইবে যে, উদরস্থ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাড়িভুড়ি ছারখার হইয়া যাইবে। পুনরায় তাহারা খাদ্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকিবে। তখন যাক্কুম নামক কাঁটাযুক্ত ফল তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইবে। উহা উদরস্থ করিবামাত্র আপাদমস্তক টগবগ করিয়া জোশ-মারিতে থাকিবে এবং মুখ হইতে আগুনের শিখা বাহির হইতে থাকিবে। অবস্থা এমন চরমে পৌঁছিবে যে, সমস্ত নাড়িভুড়ি গলিয়া বিন্দুর মত বাহ্যনালী দিয়া গড়াইয়া পড়িবে। আবার কাহাকেও আগুনের সিন্ধুকে ভরিয়া এক হাজার বৎসর পর্যন্ত আযাব করা হইবে। উহাতে তাহার শরীরের রং পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। পুনরায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত দোযখের জিন্দানখানায় জ্বালান হইবে। সেখানে হাজার হাজার বৎসর ক্রন্দন করিবে। তবুও তাহাদের প্রতি আল্লাহর দয়া হইবে না। সেই জেলখানায় উটের মত সাপ-বিচ্ছু থাকিবে। উহারা তাহাদের পদতল হইতে কাটিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে। তারপর তাহাদের মাথায় আগুনের তাজ ও শরীরের জোড়াগুলিতে লোহার পাত মুড়িয়া ও গলায় তৌক ও জিঞ্জির পরান হইবে। হাজার বৎসর যাবত এমনি আযাব ভোগ করিবার পর 'ওয়াইল' নামক

দোযখের মাঠে নিক্ষেপ করা যাইবে। তথাকার উষ্ণতা অত্যন্ত ভয়াবহ ও ইহার গভীরতা সীমাহীন হইবে। উহাতে অগণিত সাপ, বিচ্ছু তৌক ও জিঞ্জির থাকিবে। সেখানে হাজার বৎসর আযাব ভোগ করিবার পর সে অকস্মাৎ 'হে মুহাম্মদ' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। ইহা শ্রবণান্তে হুযুর (সঃ) বলিবেন, "হে আল্লাহ! আমি আমার এক উম্মতের করুণ ক্রন্দন যেন শুনিতে পাইতেছি?" আল্লাহ পাক বলিলেন, "হ্যাঁ, ইহা তোমার এক শরাবখোর উম্মতের আওয়াজ। সে শরাব খাইয়া মাতাল অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।" পরিশেষে হুযুর (সঃ)এর সুপারিশক্রমে তাহাকে দোযখ হইতে বাহিরে আনা হইবে। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার উসিলায় আমি আজ তাহাকে নাজাত দান করিলাম।"

ত্রয়োশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

দোযখ হইতে বাহির হওয়ার বিবরণ

হাদীস শরীফে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর উম্মতের মধ্য হইতে যাহারা সবশেষে দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে, তাহারা অন্ততঃ নয় হাজার বৎসর পর্যন্ত আযাব ভোগ করিবে। দীর্ঘ চারি হাজার বৎসর পর্যন্ত আযাব ভোগ করিয়া তাহারা অকস্মাৎ 'ইয়া আল্লাহ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। অতঃপর একহাজার বৎসর পর্যন্ত 'ইয়া হান্নানু' বলিয়া আল্লাহ তায়ালাকে ডাকিবে। তারপর এক হাজার বৎসর পর্যন্ত 'ইয়া মান্নানু' এবং এক হাজার বৎসর 'ইয়া ক্বাইয়্যুমু' বলিয়া আল্লাহর যিকির করিবে। পরিশেষে আরও এক হাজার বৎসর 'ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিমু' বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে ডাকিয়া বলিবেন, "হে জিব্রাইল! দোযখের আগুন পাপী উম্মতে মুহাম্মদীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহা একবার দেখিয়া আস।" তখন জিব্রাইল (আঃ) আরজ করিবেন, "হে আল্লাহ! তাহাদের সম্বন্ধে আপনিই অধিক ভাল জানেন।" তারপর আল্লাহ পাক তাঁহাকে তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতে নির্দেশ দিবেন। তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) দোযখের দারোগা হযরত মালেক (আঃ)-কে দেখিতে পাইবেন যে, তিনি দোযখের মধ্যস্থলে আগুনের মিম্বরের উপর বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে দর্শন করিয়াই সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করিবেন, "হে দোস্ত! আপনি কিজন্য এইখানে পদার্পণ করিয়াছেন?" উত্তরে তিনি বলিবেন, "হে মালেক! আমি পাপী উম্মতে মুহাম্মদীদের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য আসিয়াছি।" প্রত্যুত্তরে মালেক (আঃ) বলিবেন, "হে জিব্রাইল! তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং তাহাদের নিবাসস্থল অতিশয় ভীতিপ্রদ। তাহাদের অস্থিমজ্জা আগুনে জ্বলিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র তাহাদের চেহারা ও কপাল ঈমানের নূরের দ্বারা চমকাইতেছে।" জিব্রাইল (আঃ) বলিবেন, "হে প্রিয় বন্ধু! তাহাদের বর্তমান পর্দা

অপসারিত করিয়া আমাকে দর্শন করিবার সুযোগ দিন।" তখন মালেক (আঃ) দোযখরক্ষীদিগকে দোযখের দ্বার খুলিয়া দিতে নির্দেশ দিবেন। দোযখের দ্বার খুলিবার পর দোযখীগণ হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে দেখিয়া অনুমান করিবে যে, তিনি আযাবের ফেরেশতা নহেন। তাহারা মালেক (আঃ)কে প্রশ্ন করিবে, "হে দোযখের দারোগা! এই অনিন্দ্য সুন্দর জ্যোতির্ময় ব্যক্তি কে? তাঁহার সমতুল্য অভূতপূর্ব লাবণ্যময় সুন্দর পুরুষ পূর্বে কখনও আমরা অবলোকন করি নাই?" মালেক (আঃ) উত্তরে বলিবেন, "তিনিই হযরত জিব্রাইল আমীন। ইনিই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর নিকট অহী লইয়া যাইতেন।"

হযরত রাসূলে পাক (সঃ)এর নাম শ্রবণ করিবামাত্র তাহারা জোর গলায় চীৎকার করিয়া অঝোর ধারায় ক্রন্দন করিয়া বলিবে, "হে জিব্রাইল (আঃ)! আমাদের সালাম ও দুরবস্থার কথা অতি সত্বর হুযুর (সঃ)কে খুলিয়া বলুন। আর তিনি যেন আমাদের মুক্তিলাভের ব্যবস্থা করেন, এই কথাও বলুন।" তারপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ পাকের সমীপে উপস্থিত হইলে আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "হে জিব্রাইল! উম্মতে মুহাম্মদীর অবস্থা কিরূপ প্রত্যক্ষ করিলে?" জিব্রাইল (আঃ) ফরিয়াদ করিবেন, "হে আল্লাহ! তাহাদের সঙ্কটাবস্থা ও সংকীর্ণতা সম্বন্ধে আপনিই ভাল জানেন।" পুনরায় আল্লাহ পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাহারা কিছু আরজ করিয়াছে কি?" তিনি বলিবেন, "হে আল্লাহ! তাহারা তাহাদের নবী (সঃ)এর নিকট সালাম জানাইয়া তাহাদের দুরবস্থার খবর জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে।" আল্লাহ পাক তখন জিব্রাইল (আঃ) -কে নির্দেশ দিবেন, "যাও অতি সত্বর তাহাদের নবীর নিকট তাহাদের দুঃসংবাদ জানাও।" তখন জিব্রাইল (আঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় হুযুর করীম (সাঃ)এর সমীপে হাজির হইবেন। তখন হুযুর করীম (সঃ) তুবা বৃক্ষের নীচে সাদা মুক্তার নির্মিত তাঁবুতে অবস্থান করিবেন। উক্ত তাঁবুতে লোহিত সোনার কপাটযুক্ত চারি সহস্র দরওয়াজা থাকিবে। হুযুর (সঃ) তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন, "হে প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (সঃ)! যাহা আমি অবলোকন করিয়াছি যদি তাহা আপনি দর্শন করিতেন তাহা হইলে আপনি আমা হইতে অধিক ক্রন্দন করিতেন। আমি আপনার পাপী উম্মতদের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি। তাহারা কঠিন আযাবে নিপতিত রহিয়াছে। তাহারা আপনাকে সালাম জানাইয়াছে এবং তাহাদের দুরবস্থার খবর বলিতে অনুরোধ করিয়াছে এবং তাহারা আপনার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া ডাকিতেছে।" আল্লাহ পাকের নির্দেশে হুযুর করীম (সঃ) তাহাদের ডাক শ্রবণ করিয়া বলিবেন, "হে আমার অনুসারীগণ! আমি এখনই তোমাদের সাহায্যের জন্য আগমন করিতেছি।" তারপর নবী পাক (সঃ) আরশে মোয়াল্লার নীচে সিজদায় পড়িয়া ক্রন্দন শুরু করিবেন। অপরাপর নবীগণও সেখানে হাজির হইয়া আল্লাহ পাকের তাসবীহ্ পাঠে নিমগ্ন হইবেন, তবে তাহাদের কেহই মহানবী (সঃ)এর সমতুল্য তাসবীহ পাঠ করিতে পারিবেন না। আল্লাহ পাক তখন এরশাদ করিবেন, "হে প্রিয় হাবীব! আপনি মস্তক

উত্তোলনপূর্বক মুনাজাত ও সুপারিশ করুন; আপনার সুপারিশ কবুল করা হইবে।" তখন নবী পাক (সঃ) ফরিয়াদ করিবেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহগার উম্মতের উপর আযাবের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু আমি তাহাদের মাগফেরাত কামনা করিতেছি। আপনি আমার সুপারিশ কবুল করুন।" আল্লাহ পাক তাঁহার প্রার্থনা কবুল করিয়া নির্দেশ দিবেন যে, "তাহাদের নিকট আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিন এবং কালেমা পাঠকারীদিগকে দোযখের বাহিরে লইয়া আসুন।" তখনই নবী পাক (সঃ) অন্যান্য নবীগণের সমভিব্যহারে দোযখের দিকে যাত্রা করিবেন এবং দোযখের দারোগা হযরত মালেক (আঃ) তাহাদিগকে দর্শন করিয়া খোশ আমদেদ জ্ঞাপন করিবেন। হুযুর (সঃ) হযরত মালেক (আঃ)-এর নিকট স্বীয় অপরাধী উম্মতগণের খবর জিজ্ঞাসা করিলে প্রত্যুত্তরে হযরত মালেক (আঃ) বলিবেন, "তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন এবং তাহারা অতিশয় সংকীর্ণতার মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে।" হুযুর (সঃ) তাহাকে দোযখের দ্বার খুলিবার জন্য বলিবেন। দোযখের দ্বার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে পাপীগণ হুযুর (সঃ)কে দেখিয়া ডাকিতে শুরু করিবে এবং বলিবে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোযখের আগুন আমাদের গোশ্‌ত পোশত হাড় জ্বালাইয়া দিয়াছে। আপনি এতদিনই আমাদের কথা বিস্মরণ ছিলেন?" হুযুর (সঃ) বলিবেন–"আমি প্রকৃতই তোমাদের খবর জানিতাম না।" তারপর নবী পাক (সঃ) তাহাদিগকে আগুনে পোড়া কয়লার মত দোযখ হইতে বাহিরে আনিয়া বেহেশতের নহরে হায়াতে গোসল করাইবেন। ফলে তাহারা নধর কান্তি যুবকের রূপ পরিগ্রহ করিবে। তাহাদের শরীর পশম ও গণ্ডদেশে দাড়ি থাকিবে না। তবে আঁখিদ্বয় সুরমামণ্ডিত ভ্রূদ্বারা সুসজ্জিত থাকিবে। তাহাদের মুখমণ্ডল হইবে পূর্ণ শশী কলার মত সমুজ্জ্বল।

কিন্তু তাহাদের কপালে এই লেখা থাকিবে যে, "তাহারা দোযখবাসী ছিল, দয়াময় আল্লাহ পাক তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন।"

তারপর তাহারা সুখময় বেহেশতে দাখিল হইবে, তবে কপালের চিহ্নের দরুন সর্বদা ম্রিয়মান থাকিবে। তাহারা আল্লাহ পাকের সমীপে উক্ত চিহ্ন মুছিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করিবে। পরিশেষে আল্লাহ পাক ইহা বিলীন করিয়া দিবেন আর তাহারা পরমানন্দে বেহেশ্‌তে বাস করিবে। আর কাফেরগণ ঈমানদারগণের মুক্তিলাভ প্রত্যক্ষ করিয়া অনুশোচনা সহকারে বলিবে, "হায়! আমরাও যদি মুসলমান হইতাম!" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "কাফেরগণ আকাঙ্ক্ষা করিবে যদি তাহারাও মুসলমান হইত।"

হুযুরে পাক (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, অবশেষে আল্লাহ পাক মোটাতাজা দুম্বার আকারে মৃত্যুকে বেহেশত ও দোযখের মধ্যখানে উপস্থিত করিয়া বেহেশতীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, "তোমরা মউতকে চিনিয়াছ কি?" তাহারা তখন মউতকে চিনিতে সক্ষম হইবে। পুনরায় আল্লাহ পাক দোযখীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, "তোমরাও মৃত্যুকে চিনিতে পারিয়াছ কি?"

তাহারাও মউতকে চিনিতে সক্ষম হইবে। তারপর বেহেশ্ত ও দোযখের মধ্যস্থলে মৃত্যুকে যবেহ করা হইবে। আর বেহেশতীদিগকে বলা হইবে, "হে বেহেশ্তীগণ! অদ্য হইতে সুখ উপভোগ কর। তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। আর হে দোযখীগণ! তোমরা আজ হইতে চিরকাল দোযখের আযাব ভোগ করিবে। তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না।" যেমন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! কাফেরদিগকে সেই অনুতাপের দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন আল্লাহ পাক আযাবের নির্দেশ ঘোষণা করিবেন।"

হুযুর (সঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন যে, কিয়ামতের দিন দোযখকে টানিয়া আনয়ন করা হইবে। তখন ইহার ভীতিপ্রদ বিকট চীৎকার ও আওয়াজ শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ ভীত কলেবরে নিজ হাঁটুর উপর বসিযা থাকিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! আপনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে হাঁটুর উপর বসিয়া থাকিতে প্রত্যক্ষ করিবেন।" আল্লাহ পাক আরও ঘোষণা করিয়াছেন, "প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সেদিন তাহার কৃতকর্মের প্রতি ডাকা হইবে এবং আমল অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হইবে।" আর তাহারা দোযখের প্রতি লক্ষ্য করিবে এবং পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব হইতে ইহার গুরু গম্ভীর আওয়াজ শ্রবণ করিবে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "উহার ভয়ঙ্কর ও বিকট আওয়াজ তাহারা পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব হইতে শুনিতে পাইবে।" এই সঙ্কট মুহূর্তে নবী রাসূলগণ 'ইয়া নাফ্সি' 'ইয়া নাফ্সি বলিয়া ডাকিতে থাকিবেন। হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ, হযরত মূসা কলিমুল্লাহও 'ইয়া নাফ্সি, 'ইয়া নাফ্সি' বলিতে থাকিবেন; কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাইয়্যেদুল মুরসালীন আল্লাহর হাবীব এই কঠিন মুহূর্তেও আমাদের কথা বিস্মৃত হইবেন না, তিনি সেই সময় আল্লাহ পাকের নিকট 'ইয়া উম্মতি' 'ইয়া উম্মতি' বলিয়া মুনাজাত করিবেন :

আর যখন দোযখকে সমীপবর্তী করা হইবে, তখন আঁ হযরত (সঃ) বলিলেন, "হে আগুন! নামাযী বান্দাদের উছিলায় অথবা দাতাদের উছিলায়, অথবা ধার্মিকদের উছিলায় অথবা রোযাদারদের উছিলায় নির্দিষ্টস্থানে ফিরিয়া যাও।" ইহাতেও যখন আগুন প্রত্যাবর্তন করিবে না, তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, "হে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আপনি এইকথা বলুন, "হে আগুন! তাওবাহকারীদের উছিলায় অথবা তাহাদের চোখের পানির উছিলায় অথবা গুনাহগারদের অনুতাপ ও ক্রন্দনের উছিলায় নিজস্থানে ফিরিয়া যাও।" এইকথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নিজের স্থানে প্রত্যাবর্তন করিবে। তারপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) গুনাহগারদের চোখের পানি আনয়ন করতঃ দোযখে ছিটাইয়া দিলে উহা নিভিয়া যাইবে, যেমন পানি সিঞ্চনে আগুন নির্বাপিত হইয়া যায়।

বিশ্বনবী (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন যে, রোজ কিয়ামতে যখন সমস্ত সৃষ্টজীব হাশর মাঠে জড়ো হইবে তখন দোযখ ইহার সমস্ত দ্বার খুলিয়া তথায় উপস্থিত হইবে এবং হাশরবাসীদের পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে ও নীচের দিক হইতে

পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিবে। তখন হাশরবাসীগণ আঁ হযরত (সঃ)এর নিকট ফরিয়াদ জানাইতে থাকিবে। সেই সময় হযরত জিব্রাইল (আঃ) হুযুর পাক (সঃ)কে বলিবেন, যেন তিনি স্বীয় পবিত্র মস্তকের ধূলাবালি নির্বিঘ্নে উহাতে ঝাড়িয়া ফেলেন। তারপর আল্লাহ পাক হুযুর (সঃ)এর মাথার ধূলাবালি দ্বারা একখণ্ড বৃষ্টি বহনকারী মেঘমালা সৃষ্টি করতঃ ঈমানদারদিগকে ছায়া প্রদান করিবেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর পরামর্শ অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) দাড়ি মোবারক ঝাড়িয়া দিলে আল্লাহ পাক ঐগুলি দ্বারা দোযখ এবং তাহাদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি দেয়াল তৈরী করিয়া দিবেন। আবার হযরত জিব্রাইল (আঃ) -এর পরামর্শ অনুসারে হযরত নবী করীম (সঃ) স্বীয় দেহ মোবারকের ধূলি-বালি ঝাড়িয়া দিবেন। ফলে ঐগুলি দ্বারা আল্লাহ পাক তাহাদের পায়ের নীচে এমন ফরাশ বিছাইয়া দিবেন যাহাতে দোযখ তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে সক্ষম হইবে না।

আঁ হযরত (সঃ) আরও এরশাদ করিয়াছেন, রোজ কিয়ামতে একজন লোককে আল্লাহ পাকের সমীপে উপস্থিত করা হইবে। তাহার পাপরাজি নেক হইতে অনেক বেশী হইবে। এইজন্য আল্লাহ পাক তাহাকে দোযখে নিক্ষেপের নির্দেশ দিবেন। তখন তাহার চক্ষুর একটি ভ্রূ আল্লাহ পাকের নিকট আরজ করিয়া বলিবে, "ইয়া আল্লাহ! আপনার হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এরশাদ করিয়াছিলেন, যাহার চক্ষু আল্লাহর ভয়ে অশ্রুপাত করিয়াছে, আল্লাহ পাক সেই চক্ষুকে দোযখের আগুনের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে অশ্রুপাত করিয়া একটি পশমও সিক্ত করিয়াছে, আল্লাহ পাক তাহাকে উহার বদলায় মাফ করিবেন।" হে আল্লাহ! আমি আপনার ভয়ে অশ্রুপাত করিয়াছি। অতএব আমাকে দোযখের লেলিহান শিখা হইতে বাহির করিয়া দিন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, সে বলিবে, "আমাকে মাফ করুন।" অতএব আল্লাহ পাক তাহাকে সেই ভ্রূর উছিলায় ক্ষমা করিয়া দিবেন। তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে কেহ ঘোষণা করিবে, "অমুকের ছেলে অমুককে শুধু কেবল ভ্রূর উছিলায় ক্ষমা করা হইয়াছে।"

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

বেহেশতের বিবরণ

হযরত ওয়াহাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় কামনা অনুসারে যথা বেহেশত নির্মাণ করিয়াছেন। আর আকাশমন্ডল ও ভূ-মণ্ডলের বিস্তৃতি অনুযায়ী উহার প্রস্থ নির্ধারণ করিয়াছেন। উহার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কাহাকেও পরিজ্ঞাত করেন নাই। কিয়ামতের দিন যখন যাবতীয় আকাশ ও ভু-মণ্ডল বিলয় হইয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তা'য়ালা উহার বিস্তৃতি আরও পরিবর্ধিত করিবেন, যাহাতে সমস্ত বেহেশ্তবাসী পরম আনন্দে উহাতে বসবাস করিতে সক্ষম হয়।

বেহেশত রাজ্যে মোট একশত দরওয়াজা থাকিবে। এক দরওয়াজা হইতে অন্য দরওয়াজার দূরত্ব হইবে পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। উহাতে পবিত্র প্রস্রবণ কুলকুল রবে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। বেহেশ্‌তী ফলগুলি স্বীয় বৃক্ষের অগ্র-পশ্চাতে অধঃমুখী ঝুলিয়া থাকিবে যেন বেহেশ্‌তীগণ স্বীয় ইচ্ছা ও কামনা অনুযায়ী ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয়।

বেহেশতে 'হুরেঈন' নামক বড় চক্ষু বিশিষ্টা পবিত্রা রমণী থাকিবে। আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে স্বীয় নূর দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। তাহারা ইয়াকুত ও মারজানতুল্য লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী হইবে। তাহারা সর্বদা আনত নয়না হইয়া থাকিবে। তাহারা সর্বদা নিজ নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। তাহারা স্বীয় স্বামী লাভ করিবার পূর্বে কোন মানব-দানব কর্তৃক স্পর্শিতা হইবে না। আর তাহাদের সহিত যতই সঙ্গম করা হইবে, তাহাদিগকে ততই নবতর কুমারীর মত অনুভব হইবে। তাহাদের শরীরে বিভিন্ন রংয়ের মোট সত্তরটি অলংকার পরিশোভিত হইবে। কিন্তু সেগুলি একটি পশমের সমতুল্যও ভারী বোধ হইবে না। তাহাদের হাড়ের মগজ, হাড়, মাংস ও অলঙ্কারের ভিতর দিয়া পরিদৃষ্ট হইবে। যেমন শুভ্র কাচ পাত্রের ভিতর দিয়া লোহিত পানীয় পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদের কেশগুচ্ছ ইয়াকুত, মুক্তা খচিত হইবে। হে আল্লাহ! আমাদিগকেও এমন উত্তম রিযিক প্রদান করুন। আমিন!

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

বেহেশতের দরওয়াজার বিবরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতে সর্বমোট আটটি দরওয়াজা রহিয়াছে। সেইগুলি মূল্যবান জাওহার খচিত স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত। প্রথম দরওয়াজার উপর লিখিত থাকিবে, "আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই; হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।" সেই দরওয়াজার মধ্য দিয়া নবী, রাসূল, আলেম, শহীদ ও দানশীল ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিবেন। দ্বিতীয় দরওয়াজা দিয়া উত্তমরূপে নামায আদায়কারী, অজু সম্পাদনকারী ও উহাদের তরতীব রক্ষাকারীগণ প্রবেশ করিবেন। তৃতীয় দরওয়াজা পথে খালেস অন্তকরণে ও সন্তুষ্ট হৃদয়ে যাকাত আদায়কারীগণ প্রবেশ করিবেন। চতুর্থ দরওয়াজা পথে পুণ্যকর্মের আদেশকারী ও মন্দকার্যে নিষেধকারীগণ প্রবেশ করিবেন। পঞ্চম দরওয়াজা পথে কুপ্রবৃত্তি ও কামনার বস্তু হইতে নিজ প্রবৃত্তিকে সংযত রক্ষাকারীগণ দাখেল হইবেন। ষষ্ঠ দরওয়াজা পথে পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ আদায়কারীগণ দাখেল হইবেন। সপ্তম দরওয়াজা পথে ধর্মযোদ্ধা বীর পুরুষগণ দাখেল হইবেন। আর অষ্টম দরওয়াজা পথে একত্ববাদিগণ এবং যাহারা স্বীয় দৃষ্টিশক্তিকে হারাম দৃষ্টি হইতে বিরত রাখিয়াছেন আর মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার ও অন্যান্য সৎকার্য সম্পাদনকারীগণ প্রবেশ করিবেন।

প্রত্যেক দরওয়াজা বা বেহেশতের পৃথক নাম রহিয়াছে। প্রথম দরওয়াজা শুভ্র-মুক্তা দ্বারা নির্মিত এবং উহার নাম 'দারুল জেনান।' দ্বিতীয় বেহেশত লোহিত ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত এবং উহার নাম 'দারুছ্ ছালাম।' তৃতীয় বেহেশত সবুজ জবরজদ দ্বারা নির্মিত এবং উহার নাম 'জান্নাতুল মাওয়া।' চতুর্থ বেহেশত হলুদ মারজান দ্বারা নির্মিত উহার নাম 'জান্নাতুল খোল্দ। পঞ্চম বেহেশত অত্যন্ত শুভ্র রৌপ্য দ্বারা নির্মিত এবং উহার নাম 'জান্নাতুল ফেরদাউস।' সপ্তম বেহেশত শুভ্র মোতির দ্বারা নির্মিত এবং উহার নাম 'জান্নাতুল আদন।' আর অষ্টম বেহেশতের নাম 'জান্নতুল ফেদ্দা' এবং উহাই সর্বোৎকৃষ্ট বেহেশত। উহার দরওয়াজাদ্বয় স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত এবং উহাদের পরস্পরের দূরত্ব আকাশ পাতাল সমতুল্য হইবে। উহার একটি ইট স্বর্ণের, একটি রৌপের আর উহার গাঁথুনী মেশকের হইবে। আর উহার মাটি মেশ্‌ক জাফরানে মিশ্রিত হইবে এবং বালাখানাগুলি লুলু নামক মুক্তার দ্বারা নির্মিত হইবে।

বালাখানার জানালা দরওয়াজাগুলি জওহার দ্বারা নির্মিত হইবে। আর উহাতে আবে রহমতের একটি ঝর্ণা থাকিবে এবং প্রত্যেক বেহেশতে উহার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত থাকিবে। উহার পাথর ও কঙ্করগুলি হইবে মোতির। আবে রহমতের পানি বরফ হইতে শীতল, মধু হইতে সুমিষ্ট ও দুধের চেয়ে অধিক সাদা হইবে। আর উহাতেই থাকিবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)এর 'হাউজে কাউসার।' সেই বেহেশতের বৃক্ষরাজি মুক্তা ও ইয়াকুত দ্বারা নির্মিত হইবে। এই বেহেশতে আরও চারিটি নহর থাকিবে, যথা–নহরে কাকুর, নহরে তাছলিম, নহরে ছালছাবিল ও নহরে মাখতুম অর্থাৎ মহরকৃত নহর। তাহাছাড়া এই বেহেশতে আরও নহর থাকিবে।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "আমাকে মেরাজের রাত্রে যখন আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল পরিভ্রমণ করান হইল, তখন আমি বেহেশতের মধ্যে পানি, মধু, শরাব ও দুগ্ধের চারিটি নহর অবলোকন করিলাম। যেমন আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতে গন্ধবিহীন একটি পানির নহর, অপরিবর্তীত স্বাদবিশিষ্ট একটি দুধের নহর, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু একটি শরাবের নহর ও একটি বিশুদ্ধ মধুর নহর রহিয়াছে।"

হুযুর করীম (সঃ) বলিয়াছেন, "আমি উহাদের উৎপত্তি স্থান ও পতিত স্থান সম্বন্ধে হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, "এই নহরগুলি হাউজে কাউসারে পতিত হইয়াছে, কিন্তু উহাদের উৎপত্তি স্থান সম্বন্ধে আমি অবগত নহি; বরং আপনি আল্লাহ তায়ালার নিকট উহা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। তবেই আল্লাহ পাক আপনাকে উহা বলিয়া দিবেন বা দেখাইয়া দিবেন।" সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিলাম। তখনই আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিলেন। উক্ত ফেরেশ্‌তা আমাকে চক্ষু বন্ধ করিতে বলিলেন, আমি তাহাই করিলাম। আর কিছুক্ষণ পর চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম আমি একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে একটি সুবৃহৎ শুভ্র মোতির গম্বুজের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। সেই গম্বুজের সবুজ ইয়াকুত নির্মিত দরওয়াজাগুলির

মধ্যে লোহিত বর্ণের স্বর্ণের তালা ঝুলিতেছে। সেই গম্বুজটি আমার এত প্রকাণ্ড মনে হইল যে, যদি পৃথিবীর সমস্ত মানব-দানব উহাতে রাখা হইত, তবে মনে হইত যেন একটি ক্ষুদ্র পাখী পাহাড়ের শীর্ষদেশে বসিয়া রহিয়াছে। আর গম্বুজের উপর একটি বৃহৎ পেয়ালা দেখিতে পাইলাম। আর দেখিলাম যে, সেই চারিটি নহর উক্ত পেয়ালার নিম্নদেশ হইতে প্রবাহিত হইতেছে। অতঃপর আমি ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তখন সেই ফেরেশতা আমাকে গম্বুজের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি উহাতে কিরূপে প্রবেশ করিব? উহা যে বন্ধ দেখা যাইতেছে? তিনি বলিলেন, "তালাটি খুলিয়া ফেলুন?" আমি বলিলাম, "কিরূপে উহা খুলিব? আমার কাছে ত উহার চাবি নাই?" ফেরেশতা বলিলেন, "কেন উহার চাবি ত আপনার হাতেই রহিয়াছে। আমি বলিলাম, "কই উহার চাবি?" তিনি উত্তর করিলেন, উহার চাবি–

بسم الله الرحمن الرحيم–

উচ্চারণঃ–"বিছ্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম," অর্থাৎ অনন্ত দয়াময় ও পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি, সুতরাং আমি ঐ তালার নিকট গিয়া "বিসমিল্লাহ" শরীফ পাঠ করিতেই উহা খুলিয়া গেল। আর আমি উহাতে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে উহার চারিটি কোণ হইতে চারিটি নহর প্রবাহিত হইতেছে।

তারপর আমি উহা হইতে বাহির হইতে চাহিলাম, তখন উক্ত ফেরেশতা বলিলেন, "আপনি উহার উৎপত্তিস্থল কি দেখিয়াছেন?" আমি উত্তর করিলাম, হ্যাঁ, দেখিয়াছি।" তিনি পুনরায় আমাকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন।

এইবার আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম গম্বুজের চারি কোণেই "বিসমিল্লাহ শরীফ" লেখা রহিয়াছে। আমি আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে بسم বিস্মির মিম অক্ষর হইতে পানির নহর প্রবাহিত হইতেছে। আর الله। আল্লাহ শব্দের 'হা' অক্ষর হইতে দুধের নহর প্রবাহিত হইতেছে। الرحمن। 'রাহমানির' শব্দের মিম অক্ষর হইতে শরাবের নহর প্রবাহিত হইতেছে। الرحيم। 'রাহীম' শব্দের মিম অক্ষর হইতে মধুর নহর প্রবাহিত হইতেছে। তখন আমি উপলব্ধি করিলাম যে, 'বিস্মিল্লাহ্ শরীফ' হইতেই চারিটি নহর প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময় অলক্ষ্যে থাকিয়া যেন আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা দান করিল, "হে মুহাম্মদ! তোমার যে সকল উম্মত সর্বান্তকরণে এই নামে আমাকে ডাকিবে, তবে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে এই সকল নহর হইতে পান করাইব।"

তাহাদিগকে সোমবারে দুধ ও মঙ্গলবারে শরাব পান করাইব। শরাব পান করিয়া তাহারা বেহুঁশ হইয়া উড়িতে থাকিবে। পরিশেষে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত উড়িয়া তীব্র গন্ধবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া উপবেশন করিবে। আর সেই পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে নহরে ছাল্ছাবিল প্রবাহিত হইতে থাকিবে, সেই নহর হইতে বুধবার দিন পানি পান করিয়া পুনরায় তাহারা উড়িতে আরম্ভ করিবে এবং এক হাজার বৎসর পর্যন্ত উড়িয়া অবশেষে এক বালাখানায় গিয়া উপস্থিত হইবে। সেই বালাখানা অগণিত সুউচ্চ খাট, পালঙ্ক, পানপাত্র, সারিবদ্ধ তাকিয়া, বিছানা, গালিচা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকিবে। আর তাহারা প্রত্যেকে এক একটি খাটের উপর বসিয়া পড়িবে। তখন উপর হইতে তাহাদের উপর জান-জাবিল পানীয় বর্ষিত হইবে। সেই পানি তাহারা বৃহস্পতিবার পান করিবে। তারপর আল্লাহ্তায়ালা আম্বরের শুভ্র মেঘ হইতে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত হোল্লা এবং এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জাওহার বর্ষিত করিবেন! এক একজন হুর এক একটি জাওহার ধারণ করিয়া পরমানন্দে হাজার বৎসর পর্যন্ত উড়িতে থাকিবে। তারপর তাহারা শুক্রবার দিন মহা প্রতিপান্বিত আল্লাহ্ পাকের সন্নিকটে 'মাকয়াদে সিদ্ক' বা সত্য মজলিসে আসন গ্রহণ করিবে। সেখানে তাহারা 'খোলদ' নামক দস্তর খানে আহারে বসিবে। তথায় তাহাদিগকে এমন মধু খাইতে দেওয়া হইবে, যাহার পাত্রের মুখ মেশ্ক দ্বারা মোহর করা থাকিবে। আর বলা হইবে, "ইহারাই পুণ্যকার্য সম্পাদন করিয়াছিল এবং পাপকার্য হইতে রিবত থাকিয়াছিল।"

হযরত কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা হুযুর করীম (সঃ)-কে বেহেশতের বৃক্ষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে হুযুর (সঃ) বলিলেন, "বেহেশ্তী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কখনও পরিশুষ্ক হইবে না। এমন কি পত্র-পল্লবও ঝরিয়া পড়িবে না এবং ফল কখনও নিঃশেষ হইবে না। আর বেহেশতের মধ্যে তুবা নামক এক বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে। উহার মূল শুভ্র মণির তৈরি, উপরাংশ স্বর্ণের তৈরী এবং মধ্যমাংস রূপার তৈরী। সেই বৃক্ষের শাখাগুলি জবরজদ ও পত্রগুলি 'সুনদূস্' পদার্থ দ্বারা নির্মিত। তুবা বৃক্ষের সত্তর হাজার শাখা আছে। সেইগুলি এতই বিস্তৃত যে উহার বৃহৎ শাখাগুলি আরশের পায়ার সহিত এবং ক্ষুদ্র ডালাগুলি আকাশের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। বেহেশতের প্রত্যেক কামরায় উহার এক একটি শাখা আছে। সেই বৃক্ষ প্রত্যেক বেহেশতবাসীকে ছায়াদান করিবে এবং তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ফল প্রদান করিবে। সেই বৃক্ষটি আকাশে অবস্থিত সূর্যের তুল্য হইবে –যেমন সূর্য আকাশে থাকিয়াও পৃথিবীর সকল প্রান্তকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া থাকে।"

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্তের বৃক্ষগুলি রৌপ্য নির্মিত হইবে, তবে কিছু শাখা স্বর্ণের ও কিছু শাখা রৌপ্যের হইবে। মোটকথা বৃক্ষটি স্বর্ণের হইলে শাখাগুলি হইবে রৌপ্যের। পক্ষান্তরে মূল বৃক্ষটি রৌপ্যের হইলে শাখাগুলি হইবে স্বর্ণের। দারুত্ তাক্লীফ অর্থাৎ পৃথিবীর গাছগুলির মূল যেমন যমিনে এবং শাখাগুলি উপরে, কিন্তু বেহেশতী বৃক্ষগুলির মূল উপরে এবং

শাখাগুলি নীচে হইবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, "উহার ফলগুলি নিকটবর্তী হইবে।" বেহেশতের মাটি মেশ্ক, আম্বর ও কাফুরের হইবে এবং উহার নহরগুলি দুধ, মধু, পানি ও শরাবে পরিপূর্ণ হইবে। বাতাসের আলোড়নের সহিত পাতাগুলি হইতে খুব সুন্দর আওয়াজ বাহির হইবে।

মানুষ যতক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকিরে, তাস্‌বীহ পাঠে ও এস্তেগ্‌ফার ও কুরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তাহাদের জন্য বালাখানা ও বৃক্ষ রোপণে নিমগ্ন থাকেন। আর যখনই মানুষ পুণ্যকর্ম হইতে বিরত হয়, তখন ফেরেশতাগণ বালাখানা তৈরী ও বৃক্ষ রোপণ হইতে বিরত থাকেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি পবিত্র রমজান মাসে রোযা রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহার সহিত শুভ্র মোতি নির্মিত তাঁবুতে আবদ্ধ 'হুর' এর বিবাহ দিবেন। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন, "এমন হুরদের সহিত বিবাহ দিবেন। যাহাদিগকে তাঁবুতে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।" সেই সকল রমণীদের জন্য সত্তরটি লাল ইয়াকুত নির্মিত পালঙ্ক থাকিবে। প্রত্যেক পালঙ্কের উপর সত্তরটি মায়েদা বা খাদ্যের থালা থাকিবে এবং প্রত্যেক থালায় হাজার স্বর্ণের পেয়ালা থাকিবে। সমপরিমাণে তাহাদের স্বামীও প্রদান করা হইবে। এই সকল নেয়ামত উহাদিগকে দান করা হইবে, যাহারা রমজান মাসে রোযা ছাড়াও অন্যান্য সৎকর্মও সম্পাদন করিয়াছেন।

ষড়চত্বারিংশ অধ্যায়

বেহেশতবাসীগণের সুখের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জনাব নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, পুলছিরাতের পিছনে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ রহিয়াছে। উহাতে অনেক সুন্দর ও মনোরম গাছ আছে এবং প্রত্যেক গাছের নীচে উত্তরে দক্ষিণে প্রলম্বিত দুইটি নহর রহিয়াছে। আর সেই নহরগুলি বেহেশ্‌ত হইতে উৎপন্ন হইতেছে। নেককার বান্দা কবর হইতে উঠিয়া হিসাব-নিকাশের জন্য দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং প্রখর সূর্যের উত্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া অতিশয় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় পুলছিরাত অতিক্রম করিয়া যখন একটি নহর হইতে পানি পান করিবে, তখনই তাহাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, ক্লান্তি ও অবসাদ বিদূরিত হইয়া যাইবে। এমন কি সেই পানি বক্ষস্থলে পৌঁছিবামাত্র সমস্ত হিংসা, বিদ্বেষ, কিনা ও খেয়ানতের অপবিত্রতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর সেই পানি উদরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উদরস্থ সমুদয় প্রস্রাব পায়খানা এবং রক্ত জাতীয় নাপাকী হইতে দেহ পবিত্র হইয়া যাইবে।

তারপর অন্য নহরের পানি দ্বারা তাহারা নিজেদের মস্তক ও শরীর ধৌত করিবে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও রেশমী বস্ত্রের ন্যায়

কোমল ও নরম হইয়া যাইবে। আর সেই দেহ হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতে থাকিবে। তারপর তাহারা নিজ নিজ বেহেশতের দ্বারদেশে গিয়া উপনীত হইবে। সেইখানে পৌছিয়া তাহারা দরজার লাল বর্ণের ইয়াকুত-মুক্তার শিকলে করাঘাত করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। তাহাদের করাঘাতের মৃদু শব্দ শ্রবণ করিয়া হুরগণ অনুভব করিতে পারিবে যে, তাহাদের প্রতিক্ষিত স্বামীগণের আগমন ঘটিয়াছে। অতএব তখনই তাহারা স্বীয় স্বামীর শুভাগমনে আনন্দিত হইয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া গিয়া নিজ নিজ স্বামীকে আলিঙ্গন করিবে এবং তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিবে। আর বলিতে থাকিবে, "ওগো প্রিয়তম! তুমিই আমার পরম সুহৃদ বন্ধু, আমি তোমাতেই সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট থাকিব। আর আমি কখনও তোমার প্রতি বিরাগ ও অসন্তুষ্ট হইব না।" তাহারা এইরূপভাবে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবে। তাহাদের জন্য বেহেশতের মধ্যে সত্তরটি পালঙ্ক থাকিবে এবং প্রত্যেক পালঙ্কে সত্তরটি বিছানা ও প্রত্যেক বিছানায় সত্তরজন করিয়া বিবি থাকিবে এবং তাহাদের প্রত্যেকের শরীরে সত্তরটি অলঙ্কার থাকিবে আর সেইগুলির ভিতর দিয়া তাহাদের নলার হাড়ের ভিতরের মগজ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হইবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "যদি বেহেশতি হুরগণের একটি কেশও পৃথিবীতে পতিত হইত, তাহা হইলে উহার আলোকে সমুদয় পৃথিবীবাসী আলোকিত হইয়া যাইত।"

হযরত নবী করীম (সঃ) আরও ফরমাইয়াছেন যে, "বেহেশত রাজ্য অত্যন্ত চমকদার শুভ্র আলোতে ঝলমল করিবে। সেখানে বেহেশতীগণ কখনও নিদ্রাচ্ছন্ন হইবে না, কারণ নিদ্রা মৃত্যুর ভাই। স্মরণ রাখা দরকার যে, বেহেশত রাজ্যে দিবা-রাত, চন্দ্র-সূর্য কিংবা নিদ্রা-তন্দ্রা কিছুই থাকিবে না, তবে সর্বদাই উহা স্বর্গীয় আভায় ঝলমল করিতে থাকিবে। বেহেশ্‌ত রাজ্য মোট সাতটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। তন্মধ্যে প্রথম প্রাচীরটি রৌপ্য নির্মিত, দ্বিতীয়টি স্বর্ণ নির্মিত, তৃতীয়টি ইয়াকুত নির্মিত, চতুর্থ ও পঞ্চমটি মাওয়ারিদ পাথর নির্মিত, ষষ্ঠটি জবরজদ নির্মিত আর সপ্তমটি চমকদার নূরের দ্বারা তৈরী। প্রতি দুইটি প্রাচীরের মধ্যবর্তী দূরত্ব হইবে পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। বেহেশতী বান্দাদের মুখে দাড়ী ও শরীরে পশম গজাইবে না, কিন্তু পুরুষদের মুখে সবুজ রংয়ের গোঁফ থাকিবে। ফলে তাহাদের সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের নয়নে সুরমা লাগানো থাকিবে। বেহেশতবাসীগণ সকলে তেত্রিশ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট যুবক হইবে। নর এবং নারীর মধ্যে পার্থক্যের নিমিত্ত পুরুষদের মুখে সবুজ গোঁফ থাকিবে।

হযরত নবী করীম (সঃ) আরও ফরমাইয়াছেন যে, বেহেশতবাসী প্রত্যেকের শরীর সত্তরটি অলঙ্কারে পরিশোভিত হইবে। প্রত্যেকে প্রতি ঘন্টায় সত্তর প্রকার রং ধারণ করিবে। বেহেশতবাসী পুরুষ তাহার মুখচ্ছবি হুরদের মুখমণ্ডলে, বক্ষে ও উরুদ্বয়ে (আয়নার মত) দেখিতে পাইবে। পক্ষান্তরে হুরগণও তাহাদের মুখমন্ডল

তাহাদের স্বামীর মুখমণ্ডলে, বক্ষদেশে ও উরুদ্বয়ে অবলোকন করিবে। তাহারা কফ, থুথু নিক্ষেপ করিবে না বা নাক ঝাড়িবে না। তাহাদের বগলের নীচে ও নাভীর নীচে অবৈধ লোম গজাইবে না; কিন্তু তাহাদের চক্ষুতে ঘন ভ্রূ ও মাথায় সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ শোভা পাইবে। তাহাদের সৌন্দর্য ও লাবণ্য দিন দিনই পরিবর্ধিত হইবে। যেমন পৃথিবীতে ক্রমাগত বার্ধক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রত্যেক পুরুষ পানাহার ও সঙ্গম ক্রিয়ায় একশত পুরুষের সমতুল্য সামর্থবান হইবে। পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী যেমন সঙ্গম করিয়া থাকে, তেমনি বেহেশতবাসীরাও হোকবার পর হোক্‌বা (আশি বৎসরে এক হোক্‌বা) সঙ্গম উপভোগ করিবে। বেহেশতের বিছানাপত্রে কোন পিপীলিকা বা কোন ছারপোকার উপদ্রব ঘটিবে না। বেহেশতী হুরদের সহিত যতই সঙ্গম করা হইবে তাহাদিগকে ততই নবতর কুমারী বলিয়া অনুমিত হইবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, "হুরদের সমতুল্য সুন্দরী লাবণ্যময়ীর সংবাদ কখনও কেহ শ্রবণ করে নাই। এইজন্য উহাদের পূর্ণ বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নহে।"

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট বৃক্ষ রহিয়াছে, যাহার উপর হইতে হোল্লা নামক স্বর্গীয় পোশাক নির্গত হইবে এবং নীচের দিক হইতে পঙ্খীরাজ ঘোটকীর আবির্ভাব ঘটিবে। উহার জিনপোশে মণিমুক্তা ও ইয়াকুত খচিত থাকিবে; কিন্তু উহারা কোন প্রকার পায়খানা-প্রস্রাব করিবে না। আল্লাহ পাকের অলী বান্দাগণ উহাদের উপর সওয়ার হইয়া বেহেশত রাজ্যে বিচরণ করিবেন। তাহাদের এই মর্তবা দর্শন করিয়া নিম্নবর্তী বান্দাগণ আল্লাহ পাকের নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলিবেন, "হে আল্লাহ! তাহারা কি কার্যের বিনিময়ে এইরূপ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছে?" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, "যখন তোমরা সুখ নিদ্রার কোলে বিভোর ছিলে, তখন তাহারা নামাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। তোমরা যখন মনের আনন্দে খানাপিনা করিতে, তখন তাহারা পবিত্র রোযা পালনে নিরত ছিল। আর যখন তোমরা ধনরত্ন সঞ্চয় করিতে এবং উহা ব্যয় করিতে কৃপণতা প্রকাশ করিতে, তাহারা তখন মুক্ত হস্তে দান করিত। আর তোমরা যখন ভীরু ও কাপুরুষের মত কালযাপন করিতে তাহারা তখন ধর্মযুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িত।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ রহিয়াছে যাহার সুশীতল ছায়া একশত ঘোড়া দৌড়াইয়াও শেষ করা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, "এবং বেহেশতে সুবিস্তৃত ছায়াবান বৃক্ষ রহিয়াছে।" পৃথিবীর বুকে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরক্ষণে সেইরূপ ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করিয়াছেন, "হে মুহাম্মদ (সঃ)! তুমি কি ভাবিয়া দেখ নাই যে, তোমার প্রতিপালক (সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর) কিরূপ ছায়া বিস্তার করিয়াছেন?"

হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "আমি কি তোমাদিগকে এমন

একটি সময়ের কথা বলিব না, যাহা সুখময় বেহেশতের অনুরূপ হইবে? সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ ও সূর্যাস্তের পরক্ষণই বেহেশতী সময়ের সদৃশ; কিন্তু এই ছায়ার মত বেহেশতী ছায়া ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর নহে। উহা যেমনই চিরস্থায়ী তেমনই আরামদায়ক।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, বেহেশ্‌তের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ আছে। যাহার ফলগুলি মাখন হইতে কোমল, মধু হইতে সুমিষ্ট এবং মেশ্‌ক হইতে সুগন্ধযুক্ত হইবে; কিন্তু নামাযী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগ্যে উহা আস্বাদন সম্ভব হইবে না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

বৃহৎ নয়না ব্রীড়াময়ী হুরদের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত নূরনবী (সঃ) বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ তায়ালা হুরদের মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ, সাদা, সবুজ ও হলুদ রংয়ের সংমিশ্রণে পয়দা করিয়াছেন। আর তাহাদের শরীর মেশক, আম্বর, কাফুর ও জাফরান দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। তাহাদের কেশগুচ্ছ লবঙ্গ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা হুরদের পদযুগল হইতে হাঁটু পর্যন্ত অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত জাফরান দ্বারা তৈরী করিয়াছেন। হাঁটু হইতে বক্ষস্থল পর্যন্ত মেশ্‌ক দ্বারা এবং বক্ষস্থল হইতে ঘাড় পর্যন্ত সুগন্ধি আম্বর দ্বারা আর ঘাড় হইতে উপরের অংশটুকু খালেছ কাফুর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তাহাদের কেহ শুধুমাত্র একবার পৃথিবীর বুকে থুথু নিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ মেশকের সুগন্ধে বিমোহিত হইয়া পড়িত। ব্রীড়াময়ী হুরদের বক্ষস্থলে তাহাদের স্বামীর নাম ও আল্লাহ তায়ালার একটি সিফতি নাম লিখিত থাকিবে। তাহাদের সুবিন্যস্ত বক্ষস্থল দৈর্ঘ ও প্রস্থে এক ক্রোশ পর্যন্ত হইবে। তাহাদের উভয় হস্তে দশটি করিয়া চুড়ি বা কঙ্কন থাকিবে এবং অঙ্গুলিগুলিতে এক একটি অঙ্গুরি থাকিবে। আর তাহাদের পদযুগলে থাকিবে দশটি করিয়া 'খালখাল' বা খাড়ু।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতের মধ্যে 'লোবা' নামক একজন হুর রহিয়াছে। দয়াময় আল্লহ্ তায়ালা তাহাকে মেশ্‌ক, আম্বর, জাফরান ও কাফুর এই চারি প্রকার সুগন্ধি বস্তু দ্বারা পয়দা করিয়াছেন। তিনি এই সকল বস্তুকে আবেহায়াতের পানি দ্বারা গুলিয়াছেন। বেহেশতের সমস্ত হুরগণ তাহার প্রেমে মাতোয়ারা। সে যদি একবারও মহাসাগরে স্বীয় থুথু নিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে সেই সাগরের লবণাক্ত পানি সুমিষ্ট হইয়া যাইত। আর তাহার বক্ষস্থলে এই কথাগুলি লিখিত থাকিবে, "কেহ যদি আমার মত পরমাসুন্দরী হুর লাভ করিতে আশা পোষণ করে তবে সে যেন আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন যে, 'আল্লাহ তায়ালা 'জান্নাতুল আদন' পয়দা করিবার পর, হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে ডাকিয়া নির্দেশ প্রদান করিলেন যে, তিনি যেন সেই সকল বস্তু পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন, যাহা তিনি উহাতে তাঁহার প্রিয় বান্দা ও আউলিয়ায় কেরামদের জন্য পয়দা করিয়াছেন। নির্দেশ মোতাবেক হযরত জিব্রাইল (আঃ) যখন 'জান্নাতুল আদনে' ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন, তখন একজন হুর একটি সুন্দর মহল হইতে তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার সুবর্ণ দন্তরাজির উজ্জ্বল আলোকে "জান্নাতুল আদন' ঝলমল করিয়া ফুটিয়া উঠিল। এই উজ্জ্বল আলোক দর্শন করিয়া হযরত জিব্রাইল (আঃ)কে মাথা উত্তোলন করিতে অনুরোধ করিলেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) মস্তক উত্তোলন করিয়া হুরকে দেখিয়া বলিলেন, 'আপনার সৃষ্টিকর্তা প্রশংসনীয়।' হুর আরজ করিলেন, "হে আমিনুল্লাহ! আমিনুল্লাহ!! আমি কাহার জন্য সৃষ্টি হইয়াছি, তাহা আপনি অবগত আছেন?" হযরত জিব্রাইল (আঃ) উত্তর করিলেন, "না আমি তাহা অবগত নহি।" উক্ত হুর বলিলেন, "আল্লাহ পাক আমাকে ঐ পুণ্যবান বান্দার ভোগের জন্য পয়দা করিয়াছেন, যিনি নিজের কামনা-বাসনাকে আল্লাহ পাকের রেজামন্দির জন্য বিসর্জন দিয়া থাকেন।" অপর এক হাদীসে হযরত নবী করীম (সঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "পবিত্র মেরাজের রাত্রিতে আমি বেহেশতে একদল ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম যে, তাহারা স্বর্ণ, রৌপ্য দ্বারা সুন্দর 'বালাখানা' তৈরী করিতেছে। অকস্মাৎ তাহারা নির্মাণ কার্য বন্ধ করিয়া দিলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ফেরেশেতাগণ! সহসা নির্মাণ কার্য হইতে বিরত হইলে কেন? প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিল, "আমাদের পুঁজি শেষ হইয়া গিয়াছে", আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি তোমাদের পুঁজি?' তাহারা উত্তরে বলিল, "এই সুন্দর বালাখানার মালিক যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাকের এবাদতে মগ্ন থাকেন, ততক্ষণ আমরাও নির্মাণ কাজ চালাইয়া যাই। আর তিনি আল্লাহ তায়ালার এবাদত জিকির হইতে বিরত হইলে আমরাও নির্মাণ কাজ বন্ধ করিয়া দেই।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে "আল্লাহ পাকের অলী বান্দাগণ বেহেশতে ইচ্ছানুরূপ ফল ভক্ষণ করিবার পর আরও খাদ্য গ্রহণের আশা পোষণ করিবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আরও অধিক খাদ্য আনয়ন করিতে নির্দেশ দিবেন। আর তৎক্ষণাত সত্তর হাজার খেদমতগার তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে মোতি ও ইয়াকুতের সত্তর হাজার সুবর্ণ খাদ্যভাণ্ডার থাকিবে এবং প্রত্যেক খাদ্যভাণ্ডারে এক হাজার স্বর্ণের পেয়ালা থাকিবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করিয়াছেন–

"আর তাহাদের আশে-পাশে স্বর্ণের খাদ্যভাণ্ডার ও পানপাত্র লইয়া খাদেমগণ বিচরণ করিবে। সেইগুলি প্রাণের কাম্য দ্রব্যসামগ্রীতে ভরপুর থাকিবে এবং চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে এবং তোমরা উহাতে চিরকাল অবস্থান করিবে।" আর প্রত্যেক খাদ্যভাণ্ডারে সত্তর হাজার প্রকারের খাদ্যদ্রব্য থাকিবে। সেই সকল খাদ্যবস্তু আগুন দ্বারা পাক করা হইবে না, কিংবা কেহ পাক করে নাই বা কোন পাত্রে করাও হয় নাই বরং আল্লাহ পাকের নির্দেশেই সেইগুলি সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ পাকের অলী বান্দাগণও তাহাদের সহধর্মিনীগণ একত্রে পরমানন্দে পরিতৃপ্তির সহিত সেই সকল খাদ্যভাণ্ডার হইতে আহার গ্রহণ করিবেন। ভক্ষণ করিতে করিতে যখন তাহারা পরিতৃপ্তি লাভ করিবে, তখন একটি বেহেশতী পাখী উড়িয়া আসিবে। উহার হাড়গুলি উটের হাড়ের মত হইবে। ইহা স্বীয় পাখার উপর ভর করিয়া আল্লাহ তায়ালার অলী বান্দাগণের মাথার উপর বসিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ পাকের অলী বান্দা! আপনি কি আমার টাটকা মাংস ভক্ষণ করিতে আগ্রহী? আমি নহরে ছাল্‌ছাবিল ও নহরে কাফুরের পানি পান করিয়াছি এবং বেবেশ্‌তের বাগানে পরিভ্রমণ করিয়াছি। আর উহার অমৃত সুধা পান করিয়াছি।" আল্লাহ তায়ালার অলী বান্দাগণ উহা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র আল্লাহ পাকের নির্দেশে উহা অলী বান্দার কামনা অনুসারে ভুনা হইয়া খাদ্যের বর্তনে আসিয়া পড়িবে। অলী আল্লাহগণ স্বীয় ইচ্ছানুরূপ ইহার সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করিবেন। কিছুক্ষণ পর সেই পাখী আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে উড়িয়া চলিয়া যাইবে। শত খাইলেও বেহেশতের খাদ্যদ্রব্য শেষ হইবে না এবং এমন কি কমিবেও না। যেমন পবিত্র কুরআন শরীফ লোকে পাঠ করে, অন্যকে শিক্ষা দেয়, কিন্তু কোন অবস্থাতেই উহার পরিবর্তন কিংবা হ্রাস হয় না, তেমনি বেহেশতের খাদ্যদ্রব্য যত ভক্ষণই করা হউক না কেন, তাহা হ্রাস পাইবে না বা কমিবেও না।"

হাদীস শরীফে আছে, জনাব নবী করীম (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "বেহেশতী বান্দাগণ পরমানন্দে পানাহার করিবে এবং বিবিধ প্রকারে উহার ফল ভক্ষণ ও আস্বাদন করিবে; কিন্তু সেই সকল খাদ্য উদরে পৌঁছিয়া হাওয়া হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। সেই বাতাসে থাকিবে মেশ্‌ক ও কাফুরের সুগন্ধ। যেমন মাতৃগর্ভে শিশু প্রস্রাব পায়খানা করে না, এমনিই বাঁচিয়া থাকে।"

হে পরম করুণাময় ও অনন্ত ও দয়াময় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে জনাব হুযুর করীম (সঃ)এর এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনদের উছিলায় মাফ করুন। হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ! একমাত্র আপনি সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত। আমীন! আমীন!! আমীন!!!

জমীমা

(সংযোজিত অংশ)

আল্লাহ পাকের প্রশাসন ব্যবস্থা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, সৃষ্টজগত, নির্দেশ জগত, পরিকল্পনার জগত, নূরে মুহাম্মদীর জগত ও স্বীয় একাধিপত্যের জগত এই পাঁচটি স্তরে নিজের প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার এই বিন্যাসের মাঝে কোন রকম পরিবর্তন নাই, ব্যত্যয় নাই বা রূপান্তর নাই। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে, "লা তাবদিলা লিখাল্‌ক্বিল্লাহ" = অর্থাৎ- আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন নাই।

এই পরিবর্তন না থাকার অর্থ হইল সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে আল্লাহ পাকের যে শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা নিয়মিতভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে; সুতরাং আল্লাহ পাকের প্রশাসন ব্যবস্থার পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলে কোন অবস্থাতেই মূল পরিকল্পনাকে অনুধাবন করা সহজ হইবে না। এইবার লক্ষ্য করা যাউক, কেমন করিয়া আল্লাহ পাকের প্রশাসন ব্যবস্থা কাজ করিতেছে ও সক্রিয় রহিয়াছে।

আল্লাহর আধিপত্য

আল্লাহ পাক এক ও অদ্বিতীয়। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহার হইতেও কেহ জন্মিত নহে। আল্লাহ পাকের সমকক্ষ কেহই নাই। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি সর্বদা কায়েম আছেন এবং সবকিছুকে কায়েম করিতে পারেন। নিদ্রা এবং তন্দ্রা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আসমান ও যমিনে যাহা কিছু আছে, তাহার সবকিছুতে তাঁহারই সার্বভৌমত্ব বিরাজমান। তাঁহার অনুমতি ছাড়া কেহই তাহার নিকট সুপারিশ করিতে পারে না। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল। আল্লাহ পাকের বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের দ্বারা সবকিছুই পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। তাঁহার আধিপত্য সবকিছুকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এই বিশ্বজগতকে পরিচালনা করিতে আল্লাহ পাকের কোনই অসুবিধা হয় না। তিনি ক্ষমতাবান ও প্রজ্ঞাময়। তিনি অসীম ও অনন্ত। তাঁহার জড়া, মৃত্যু কিছুই নাই। সবকিছুই তাঁহার ইচ্ছার অধীন। আল্লাহ পাক সর্বত্র বিরাজমান। তিনি সর্বদর্শী ও পরম কৌশলী। তাঁহার মহিমার অন্ত নাই, কৌশলের সীমা নাই।

এই জগতের মানুষের বুঝিবার জন্য দিন, কাল, যুগ, সময় ও উপমা উদাহরণের প্রয়োজন হয়। কেননা উদাহরণ ছাড়া মানুষ কোন কিছু বুঝিতে পারে না। চিনিতেও সক্ষম হয় না। এইজন্য মানুষকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ পাক দিন, কাল ও সময় এবং উদাহরণের দৃষ্টান্ত খোলা রাখিয়াছেন। যাহাতে তাহারা বুঝিয়া শুনিয়া চলিতে পারে এবং আল্লাহকে চিনিতে সক্ষম হয়।

এমন একটা সময় ছিল, যখন আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আস্‌মান, যমিন, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, কীট-পতঙ্গ, তৃণ-লতা, কিছুই ছিল না। কেবল আল্লাহ পাক ছিলেন। কিছুই নাই, কেবল আল্লাহ আছেন।

এইভাবে কত কাল, কত যুগ চলিয়া যায় তাহার হিসাব একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। তাহা আর কাহারও জানা নাই।

আল্লাহ পাক স্বীয় অনন্ত গুণাবলীসহ এককভাবে বিরাজমান ছিলেন; কিন্তু তখন আল্লাহর কোন পরিচয় প্রকাশ ছিল না। অপরিচয়ের পর্দার অন্তরালে আল্লাহ পাক নিজের সার্বভৌমত্ব লইয়া আপন মহিমায় ভাস্বর ছিলেন। এই অবস্থাকে তুলিয়া ধরিয়া আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন, "কুন্‌তু কান্‌জান্‌ মাখ্‌ফিয়ান" = অর্থাৎ আমি একটা লুক্কায়িত ধন ছিলাম। কেহই আমাকে জানিত না এবং কেহই আমাকে চিনিত না। এই একক আধিপত্যের মাঝে আল্লাহর অনন্ত-কৌশল বিকশিত হইতেছিল। তিনি নিজেই নিজের পরিপূর্ণতা অবলোকন করিতেছিলেন। আপন কুদরতে কামেলার হাজারো নূরানী ঝলকে আল্লাহর অস্তিত্ব সমুজ্জ্বল ছিল।

নূরে মুহাম্মদীর জগত

তাহার পর পরিচিত হইবার বাসনা আল্লাহ পাক অনুভব করিলেন। তাঁহার মাঝে প্রেমের আবির্ভাব হইল। তিনি ভালবাসিলেন; কিন্তু এই ভালবাসা এক তরফা হইতে পারে না। এমন কি এককভাবে ভালবাসার প্রকাশ ঘটিতে পারে না। তাই এই ভালবাসার পরিপূর্ণ রূপ হিসাবে তিনি স্বীয় নূর হইতে নূরে মুহাম্মদীকে শাইজুদা করিলেন। নিজের পরিচয়, নিজের পূর্ণ স্বরূপের প্রতিবিম্ব হিসাবে নূরে মুহাম্মাদী আত্মপ্রকাশ করিলে আল্লাহ পাকের অপরিচয়ের পর্দা সরিয়া গেল। তিনি পরিচিত হইলেন এবং পবিত্র প্রেমের সার্থক রূপায়ণ ঘটিল। আল্লাহর প্রিয়সখা নূরে মুহাম্মদী আল্লাহর প্রতি ভালবাসা জ্ঞাপন করিলেন- "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর لا اله الا الله মাধ্যমে। আল্লাহ পাক প্রেমিক এবং নূরে মুহাম্মদী হইলেন প্রেমাস্পদ। তাই স্বীয় প্রেমাস্পদের প্রেম নিবেদনে তিনি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। নিজের উজাড় করা ভালবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" محمد رسول الله এই নিবেদন ও সাড়া দানের ভিতর দিয়া আল্লাহ পাক ও নূরে মুহাম্মদীর মাঝে মিলন ঘটিল। মিলনের আনন্দে আল্লাহ পাক খুশী হইলেন ও নূরে মুহাম্মদীর প্রতি রাজী হইলেন। আর নূরে মুহাম্মদী আল্লাহর প্রেমের সাগরে নিজেকে ফানা করিয়া দিলেন। ইহাতে আল্লাহ পাক আরও খুশী হইলেন এবং বলিলেন, হে আমার হাবীব! আমার পরিচয় আপনার মাঝে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং আমার ইচ্ছার পরিপূর্ণতা সাধিত হইয়াছে; সুতরাং আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনিই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়। হে আমার হাবীব! আমার আর কিছুরই দরকার নাই। আপনি যেমন আমার পূর্ণ

প্রশংসা ও পরিচয় দান করিয়াছেন এবং আমার 'রাব্বুল আলামীন' নামকে সার্থক করিয়াছেন। তাই আমিও আপনার প্রশংসাকে সমুন্নত করিব এবং আপনাকে রাহমাতুল্লিল আলামীনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিব এবং আপনাকে আমার নিকট 'রাসূলুল্লাহ' ও সৃষ্টজগতে 'মুহাম্মদ' ও প্রশংসিতরূপে পরিগণিত করিব। আমি আপনার ভালবাসার প্রতিদান পরিপূর্ণ করিয়া তুলিব।

পরিকল্পনার জগত

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ নতমস্তকে মানিয়া লইলেন এবং আল্লাহর মর্জি মেতাবেক হামদ্ ও প্রচারের পন্থা পরিকল্পনা করিতে মনস্থ করিলেন। এইসময় সাতটি ঘোষণার মাধ্যমে সেই পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটিল। ঘোষণা করিবার মঞ্চ তৈয়ার হইল। এই মঞ্চের নাম হইল 'বিসমিল্লাহ'। আল্লাহ পাকও তাহা অনুমোদন করিলেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া প্রথমবার ঘোষণা করিলেন, 'কুনতু কানজান, মাখফিয়ান'। দ্বিতীয়বার ঘোষণা করিলেন, 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'। তৃতীয়বার ঘোষণা করিলেন, 'আনামিন নূরিল্লাহ'। চতুর্থবার ঘোষণা করিলেন, 'নূরমিন্ নূরিল্লাহ'। পঞ্চমবার ঘোষণা করিলেন, 'নূরে মিন্ নূরী। ষষ্ঠবার ঘোষণা করিলেন, 'খালাকা মিন্ নূরী' এবং সপ্তমবার ঘোষণা করিলেন, 'ইয়া আমীর-আল্লাহু আকবার।"

এই সাতটি ঘোষণাই ছিল নূর হইতে নূরের শাইজুদা হওয়ার পরিকল্পিত রূপ। এই নকশার মাঝে সমস্ত সৃষ্টজগতের শ্রেণীবিন্যাস প্রচ্ছন্ন ছিল। আর যাহা কিছু হইবে এবং ঘটিবে উহার পূর্ণ রেখাচিত্রও সেই সকল ঘোষণার বিমূর্ত ছিল। আল্লাহ পাক ছিলেন ছাকেন ও বাতেন এবং রাসূলুল্লাহ ছিলেন জাহের ও হাজের। আল্লাহর পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরিকল্পনায় ফুটিয়া উঠিল। তারপর আল্লাহ পাক বলিলেন, হে আমার প্রিয় হাবীব! এই পরিকল্পনাকে প্রশাসনিক দপ্তরে বন্টন করা হউক এবং ইহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হউক।

নির্দেশ জগত বা আলমে আমর

পূর্ব ঘোষিত পরিকল্পনাগুলির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ পাক স্বীয় ইচ্ছাশক্তিকে 'কুন্ ফাইয়াকুনের' মাধ্যমে প্রকাশ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহকে ইহার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে নিজ পবিত্র যবানে প্রকাশ করিলেন এবং 'কুন ফাইয়াকুনের' দ্বারা স্বীয় নূর হইতে মাখলুক সৃষ্টির পথ রচনা করিলেন। সেই রচনায় সবকিছুই তৈরী হইল এবং এইগুলির বিকাশের জন্য আলমে খালকের বা সৃষ্টজগতের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইল। এই সময় আল্লাহ পাক প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে বুঝাইয়া দিলেন। হে আমার হাবীব! 'কুন ফাইয়াকুনের' দ্বারা আলমে আমর সবকিছুই সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইবে। একটি পলকেরও দেরী হইবে না। এইভাবে সবকিছুর মূল আলমে আমরে বা নির্দেশ জগতে প্রস্তুত হইয়া গেল। ইহা ছিল 'কুন ফাইয়াকুনের' প্রথম অবস্থা। এইবার ইহার দ্বিতীয় অবস্থার কথা ব্যাখ্যা করিয়া আল্লাহ পাক বলিলেন,

হে আমার হাবীব! কুন ফাইয়াকুনের দ্বিতীয় অবস্থায় এই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ পর্যায়ক্রমে পরিসাধিত হইবে। অর্থাৎ আলমে আমরে 'কুন ফাইয়াকুনের' মাধ্যমে যে গাছটির জন্ম হইয়াছে ও পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা সৃষ্ট জগতেআস্তে আস্তে, স্তরে স্তরে, পর্যায়ক্রমে পরিপূর্ণতা অর্জন করিবে। প্রথমে বীজ রোপিত হইবে। তারপর অঙ্কুর উদ্‌গম ঘটিবে। তারপর চারা উৎপন্ন হইবে। তারপর গাছটি বড় হইতে থাকিবে এবং পরিপূর্ণ হইয়া ফলদান করিবে।

সৃষ্ট জগত বা আলমে খালক

প্রতিটি সৃষ্টির মাঝেই আল্লাহ পাকের অনুপম কুদরত ও রাসূলুল্লাহর (সঃ) অবারিত রহমত বিরাজমান রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সৃষ্টি আল্লাহর কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষর ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রহমতের পূর্ণাঙ্গ বাহার ধারণ করিয়া নিজ নিজ অস্তিত্বকে টিকাইয়া রাখিয়াছে। কেননা প্রতিটি সৃষ্টিই রাসূলুল্লাহর (সঃ) নূরের শাইজুদা প্রতিবিম্ব মাত্র। আর এইজন্যই আল্লাহ পাক নিজেকে 'রাব্বুল আলামীন' এবং রাসূলুল্লাহকে (সঃ) 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' রূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন আর সৃষ্টজগতের সবকিছুর লয় আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে; কিন্তু আলমে আমর বা তদুর্দ্ধ-জগতে কোন কিছুরই লয়, ক্ষয় ও মৃত্যু নাই। সৃষ্টজগতের মাঝে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস এবং আনুগত্যের ভিতর দিয়া যাহারা জীবন অতিবাহিত করিবে তাহারাই উর্দ্ধজগতে উন্নত হইতে সমর্থ হইবে এবং সুখময় অনন্ত জীবন লাভ করিবে; কিন্তু যাহারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপর ঈমান আনিবে না এবং বেঈমানী ও কুফরীর কাজে জীবন কাটাইবে, তাহারা অনন্ত শাস্তির নিলয় দোযখে প্রবেশ করিবে। সৃষ্টজগতে আল্লাহ পাকের হাম্দ ও রাসূলুল্লাহর না'ত সমুচ্চারিত হউক ইহাই আল্লাহ পাকের বিধান। এই বিধান অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে এবং আল্লাহ পাকের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইবে।

আল্লাহ পাকের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল অধিকর্তা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তার দায়িত্ব আল্লাহর উপরই ন্যস্ত। তিনি প্রতিনিধিশীল দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাঁহার প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপর এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হইতে সেই দায়িত্ব বনী-আদমের উপর অর্পিত হইয়াছে। এই প্রশাসন ব্যবস্থা যুগে যুগে বহু নবী, রাসূল ও আউলিয়ায়ে কেরাম কাজ করিয়া যাইতেছেন এবং করিতে থাকিবেন। তাহারা যাহা কিছু করেন, তাহা আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেকেই করিয়া থাকেন।

বিসমিল্লাহ মঞ্চ বা মোকাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক সমর্থিত একটি সুশোভিত মঞ্চ ও আসনস্বরূপ। বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানে এই মঞ্চটিতে আল্লাহ পাক বিভিন্ন আকারে ও রঙে সজ্জিত করিয়াছিলেন। নিম্নে আমরা "বিসমিল্লাহ'র" দশটি মোকামের কথা উল্লেখ করিতেছি। তাহা হইতে উহার মূল অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে।

১। 'বিসমিল্লাহ' আল্লাহ পাক কর্তৃক নির্বাচিত ঐ মঞ্চ যাহা প্রথমেই আল্লাহ পাক মনোনীত করিয়াছিলেন এবং যেখান হইতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পরিকল্পনাগুলির ঘোষণা জারী করিয়াছিলেন। যখন লওহ, কলম, বেহেশ্‌ত, দোযখ, ফেরেশতা, আসমান, যমিন, সূর্য, চন্দ্র, জ্বিন, ইনসান কিছুই ছিল না, তখন সৃষ্টজগতকে বিকশিত করিবার লক্ষ্যে সেই মঞ্চ তৈরী করা হইয়াছিল। আর এই মোকামেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে সম্বর্ধনা দেওয়া হইয়াছিল।

২। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নূর হইতে নূরে মুহাম্মদী শাইজুদা হইয়াছিলেন। আর এই নূরে মুহাম্মদীই হইল সকল সৃষ্ট জগতের মূল। এই নূরই আল্লাহ পাকের মূল প্রতিনিধি।

৩। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখান হইতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, আমি ঐ সময়ও নবী ছিলাম যখন আদম (আঃ) মাটি এবং পানিতে সংমিশ্রিত ছিলেন।

৪। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখান হইতে নূরে মুহাম্মদী স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা এই পৃথিবীর নকশা অঙ্কন করিয়াছিলেন। তিনি যে নক্‌শা স্থির করিয়াছিলেন এই পৃথিবী সেই নক্‌শার উপরেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহারও কোন পরিবর্তন হইবে না। সাগর, পাহাড়, স্থলভাগ যা যেখানে তিনি ইশারার দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা সেইভাবেই অটুট রহিয়াছে এবং থাকিবে।

৫। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখান হইতে আল্লাহ পাকের আইন জারী করা হইয়াছে। আর সেই আইন হইল 'আল্‌ কুরআন' যাহা প্রথমে লৌহে মাহফুজে সংরক্ষিত হয়। তারপর প্রথম আকাশে একসঙ্গে রাখা হয়। তারপর দীর্ঘ তেইশ বছরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপর মক্কা এবং মদীনায় কিছু কিছু করিয়া নাযিল করা হয়।

৬। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখান হইতে আল্লাহ পাক প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর নাম আসমান, যমিন, চন্দ্র, সূর্য পয়দা করিবার বিশ লক্ষ বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করাইয়ছিলেন। আর এই নামই আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয়।

৭। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখানে আল্লাহ পাক হযরত আদমের দেহ কাঠামোকে স্বীয় কুদরতে ফেরেশতাদের দ্বারা পয়দা করিয়াছিলেন এবং আপন মর্যাদার মহিমান্বিত 'রূহ' সেই দেহে ফুৎকার করিয়াছিলেন। তারপর আদম (আঃ) যখন মস্তক উত্তোলন করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন আরশে লেখা রহিয়াছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

৮। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখানে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মেরাজ হইয়াছিল। আল্লাহর সহিত পরিপূর্ণ দীদার হইয়াছিল। আল্লাহ পাকের সহিত আলাপ আলোচনা হইয়াছিল। সেই মোকামেই আল্লাহ পাক সালাত কায়েম করা ও যাকাত আদায় করার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর তিনি সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

৯। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যাহার খেয়াল করিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় শাহাদত অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করিয়াছিলেন। চন্দ্র দুই টুকরা হইয়া জাবালে আবু কোবায়েসের দুই পার্শ্বে কাঁপিতেছিল।

১০। বিসমিল্লাহ ঐ মোকাম যেখান হইতে আল্লাহ পাক জিব্রাইল ফেরেশতাকে 'ইকরা বিছমের' নির্দেশ দিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সঃ) নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই মোকামের উপর দাঁড়াইয়া তিনি প্রথম অহী গ্রহণ করতঃ জগত সংসারকে নূরের মহা প্লাবনে প্লাবিত করিয়াছিলেন। এইজন্য সকল মুসলমানের উপর নির্দেশ রহিয়াছে যে কাজের শুরুতে তোমরা বিসমিল্লাহ বল। বিসমিল্লাহ বলিয়া কাজ না করিলে সেই কাজের বরকত হয় না। বিসমিল্লাহর মঞ্চের নমুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পবিত্র জীবনের সর্বত্র দেখিতে পাইতেছি।

কেমন করিয়া বুঝা যায়

১। بسم الله الرحمن الرحيم বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-এ সাকীন আলিফসহ সর্বমোট ১৯টি বর্ণ রহিয়াছে। এই ১৯ এর একক হইল ১+৯=১০। ইহাই দশ মোকাম যাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। আর ১০ এর একক হইল ১+০=১ অর্থাৎ আল্লাহ। কারণ আল্লাহ পাকই এই মোকাম বা মঞ্চকে রাসূলুল্লাহর (সঃ) সম্মান বর্ধিত করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন।

২। সাকীন আলীফকে ছাড়া বিসমিল্লাহতে ১৮টি বর্ণ রহিয়াছে। এই ১৮এর একক হইল ১+৮=৯। এই ৯ সবকিছুর মূল। অর্থাৎ নূরে মুহাম্মদী (সঃ) দুনিয়ার জীবনে তিনি ৬৩ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। এই ৬৩এর এককও ৬+৩=৯। আর পবিত্র মেরাজে ২৭ বছর অতিবাহিত হইয়াছিল। এই ২৭এর এককও ২+৭=৯।

৩। বিসমিল্লাহির জাহের বর্ণ ১৮ এবং ইহার ধ্বনি সমষ্টি ৪৫। জাহেরের একক যেমন ৯ তেমনি ধ্বনি সমষ্টির এককও নয়। অর্থাৎ ৪+৫=৯। এখন এই জাহের এবং ধ্বনি সমষ্টির সংখ্যাদ্বয়কে যোগ করিলে দেখা যায় ১৮+৪৫=৬৩ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ৬৩ বছর দুনিয়াতে আল্লাহর বিধান জারী করিয়াছিলেন। আর এই ৬৩ মূলতঃ ৯ এরই বিকাশ।

৪। আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (সঃ)কে যে আইন গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পবিত্র কুরআন। এই قران শব্দে চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। যিনি এই কুরআনকে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম হইল মুহাম্মদ محمد। এখানেও দেখা যায় ৫টি বর্ণ রহিয়াছে। এখন হইল ৪ সংখ্যা ও ৫ সংখার যোগফলও ৯ই হয়। মূলতঃ জাহের কুরআনের পরিপূর্ণ বাতেনী রূপই ছিল রাসূলুল্লাহর (সঃ) পবিত্র জীবনাদর্শ। যাহা সর্বকালে পৃথিবীর বুকে অম্লান থাকিবে।

৫। সংখ্যা তত্ত্বের দিক হইতে ৯ হইল বৃহত্তম ও পরিপূর্ণ সংখ্যা। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র ইসলামের পরিপূর্ণতা কেবল রাসূলুল্লাহ (সঃ)ই সাধন করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট তাঁহার মর্যাদাই সর্ববৃহৎ ও সর্বোত্তম। এইজন্যই বলা হয় 'বাদ আজ খুদা বুযুর্গ তুইঁ কিচ্ছ মোখতাছার' অর্থাৎ আল্লাহর পরে রাসূলুল্লাহর (সঃ) মত বুযুর্গ আর কেহই নাই।

ইসলামের পবিত্র সংস্কার

পৃথিবীতে বিভিন্ন সময় পবিত্র ইসলামের সংস্কারের জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে হেদায়েতের সংকল্প লইয়া বহু নবী ও রাসূল প্রেরিত হইয়াছেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) বিশ্বের জন্য শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। হযরত আদম (আঃ) হইতে যে ইসলামের যাত্রা শুরু হইয়াছিল, তাহাই রাসূলুল্লাহর প্রচারিত ধর্ম এবং তাহারই তিনি পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন এবং এই ইসলাম ধর্মই জগতের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ হিসাবে চিহ্নিত থাকিবে।

নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর আলোতে আলোকিত থাকেন। সেই আলো স্বাভাবিক ভাবেই কালের দূরত্বের দরুন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। মানুষ যখন সেই আলো হইতে বহুদূরে চলিয়া যায়, আল্লাহ পাককে ভুলিয়া যায়, উচ্ছৃঙ্খলতাকে আকড়াইয়া ধরে, তখনই তাহাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক নূতন করিয়া নবী বা রাসূল প্রেরণ করেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন শেষ নবী এবং আর যখন কোন নবী প্রেরিত হইবেন না, তখন কালের প্রভাবে কলঙ্কিত নিস্তেজ পাপাচারী সমাজকে সজীব ও আলোকিত করিবার উপায় কি? কেমন করিয়া সম্ভব?

আল্লাহ পাক অঙ্গীকার করিতেছেন যে, "তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সৎকার্য সম্পাদনকারী নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীর আধিপত্য প্রদান করিবেন যেরূপ তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্মকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিবেন, যাহা তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের ভীতির পর শান্তি প্রত্যাবর্তিত করিবেন।"

আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করিয়াছেন, "তিনি স্বীয় অদৃশ্য বিষয় কাহাকেও প্রকাশ করেন না, তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রহরী পরিচালনা করেন।

এই আয়াতের অদৃশ্য শব্দের দ্বারা বুঝা যায় যে, শেষ নবীর পর কঠোর সাধনার সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহ আল্লাহর মনোনীত অলী আল্লাহগণ বহন করিয়া চলিয়াছেন এবং বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করিয়া অনেক

অব্যক্ত শক্তির আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছেন। ফলে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা মূল ইসলামের স্বাক্ষরই বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতকের প্রারম্ভে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, যিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কার করিয়া থাকেন।" এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একশত বৎসর অতিবাহিত হইলে ধর্মে কিছুটা তমসাচ্ছন্নতা দেখা দেয়। তখন সেই তমসা দূরীকরণার্থে ও তাহাকে পুনর্জীবিত করণার্থে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কালের দূরত্বের জন্য তমসা যেমন অধিক হইয়া থাকে তখন হাজার বছর অন্তে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন মোজাদ্দেদের আবির্ভাব হয়। এই নিরীখে আমরা দেখিতে পাই যে, নিম্নলিখিত মোজাদ্দেদগণ ইসলামের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

১। হযরত ওমর বিন্ আবদুল আজিজ (রহঃ) । মৃত্যু ১০১ হিজরী।

২। হযরত ইমাম শাফী (রহঃ)। মৃত্যু ২০৪ হিজরী।

৩। হযরত ইবনে সুরাইজ (রহঃ)। মৃত্যু ৩০৬ হিজরী।

৪। হযরত ইমাম বাকেল্লানী মোহাম্মদ বিন্ তাইয়েব (রহঃ)। মৃত্যু ৪০৩ হিজরী।

৫। হযরত ইমাম আছফ্রায়সী আহম্মদ বিন্ মুহাম্মদ (রহঃ) মৃত্যু ৪০৬ হিজরী।

৬। হযরত আবু হামেদ ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)। মৃত্যু ৫০৫ হিজরী।

৭। হযরত ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রহঃ)। মৃত্যু ৬০৬ হিজরী।

৮। হযরত ইবনে দকিক অলীদ মুহম্মদ বিন আলী (রহঃ)। মৃত্যু ৭০২ হিজরী।

৯। হযরত ঈমাম বুলকিনী সিরাজউদ্দিন (রহঃ)। মৃত্যু ৯০৫ হিজরী।

১০। হযরত জালালউদ্দিন আল্ সুয়ূতী (রহঃ)। মৃত্যু ৯১১ হিজরী।

১১। হযরত ইমানে রাব্বানী শায়খ আহমাদ ছেরহিন্দী ফারুকী (রহঃ)। মৃত্যু ১০৩৪ হিজরী।

হিজরী ১০০০ সাল হইতে বর্তমান ১৪০৬ হিজরী পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইসলামের সংস্কার কাজ বিভিন্ন মহাত্মাগণ আঞ্জাম দিয়াছেন। এককভাবে সারা পৃথিবী জুড়িয়া কোন সংস্কারকই এই ৪০৬ বছরে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা অনেকটা খণ্ড চিত্রের মত। কারণ সাইয়্যেদেনা হযরত হোসাইন (রাঃ) দুস্তর কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করিবার পর ইসলামের কেন্দ্রীয় শাসন পরিবর্তিত হইয়া প্রাদেশিক বা খণ্ড প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়। এই খণ্ড ব্যবস্থা বর্তমানেও চালু রহিয়াছে।

ইসলামের এই নাজুক পরিস্থিতিতে সাধারণ মুসলমানগণ নানামত নানাপথে বিভক্ত হইয়া এমন দুর্যোগের সৃষ্টি করিয়াছে যে, কে আসল এবং কে নকল তাহা যাচাই করিয়া চলিবার পথও মানুষ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কারণ যাহারা জাহেরী রেওয়াতের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহাদের মাঝে আধ্যাত্ম শক্তির বিকাশ নাই বলিলেই চলে। তাহারা যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাতে খোলস আছে মাত্র। কিন্তু প্রাণ সঞ্চারের নাম গন্ধও নাই। আবার এমন অনেক আধ্যাত্ম সাধকও রহিয়াছেন, যাহারা জাহের রেওয়াতের সাথে কোন রকম সম্পর্কই রাখেন না। তাহারাও যাহা কিছু করিতেছেন, ইহার সহিত আল্লাহ পাকের প্রশাসন ব্যবস্থার কোনই যোগাযোগ নাই। এমতাবস্থায় প্রকৃত করণীয় কাজ, পালনীয় পন্থার মধ্যে যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূরীকরণ সাধারণ জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্ভব নহে। ইহা কেবল আল্লাহ পাকের তরফ হইতেই সাধিত হওয়া সম্ভব।

তবে প্রশ্ন হইতে পারে ইহা কেমন করিয়া হইবে। এর উত্তর এতটুকু বলা যায় যে, ইসলামের যাবতীয় বিবাদ, বিসংবাদ, বিরোধ ও মতপার্থক্য যিনি দূর করিবেন, তিনি হইলেন সাইয়্যেদেনা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)। তাঁহার দ্বারাই সকল বিরোধের অবসান হইবে এবং একটি মাত্র মিল্লাত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কালামুল্লাহ শরীফের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইবে। তিনিই সেই ব্যক্তিত্ব যাহাকে আল্লাহ পাক এই কাজের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। তাহার দ্বারাই সারাজাহান রাসূলুল্লাহর (সঃ) আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে এবং প্রকৃত ইসলাম বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িবে। বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার আগমন অত্যাসন্ন। আমরা সেই মহান সত্তার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছি। তাঁহার হেদায়েত আমাদের সকলের নসীব হউক এবং রাসূলুল্লাহর (সঃ) পবিত্র ঝান্ডার নীচে আমরা সমবেত হই। এই কামনা নিয়েই এই আখ্যানের ইতি টানিতেছি। আমীন! ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

দেখরে চেয়ে চক্ষুষ্মান

সাইয়্যেদুল্ মুরছালীন, রাহমাতুল্লিল্ আলামীন, শাফিউল মুজ্‌নাবীন জনাব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিয়ামতের দিন সকল পাপী উম্মতের জন্য শাফায়াত করিবেন। আল্লাহ পাক তাঁহাকে শাফায়াতের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। অন্য কোন নবী ও রাসূল রোজ কিয়ামতে শাফায়াত করিতে পারিবেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলিয়াছেন, মুমিনদিগকে কিয়ামতের দিন অপেক্ষা করান হইবে। এমন কি তজ্জন্য তাহারা হয়রান, পেরেশান ও বিব্রত হইয়া পড়িবে। তাহারা বলিবে, যদি আমাদের পরওয়ারদিগারের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করা হইত তবে আমরা

আমাদের স্থানে আরাম অনুভব করিতাম। তারপর তাহারা হযরত আদম (আঃ)এর নিকট আসিয়া বলিবে, আপনি সকল মানুষের পিতা। আল্লাহ পাক আপনাকে স্বীয় কুদরতী হস্তদ্বারা পয়দা করিয়াছেন এবং আপনাকে স্বীয় জান্নাতে বসবাসের স্থান দিয়াছেন। আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ আপনাকে সিজদাহ করিয়াছেন এবং তিনি আপনাকে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়াছেন; সুতরাং আজ এই বিপদের দিনে আপনি আমাদের জন্য শাফায়াত করুন আমরা খুবই উদ্বিগ্ন আছি। যেন আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আরাম বোধ করিতে পারি। তিনি বলিবেন, আমি তোমাদের শাফায়াত করিবার জন্য এখানে অবস্থান করিতেছি না। তখন তিনি তাঁহার সেই কথা উল্লেখ করিবেন, যাহা তাহাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি জান্নাতে উপভোগ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিবেন, হে মানবমন্ডলী! তোমরা নূহের নিকট যাও। আল্লাহ তায়ালা তাহাকেই প্রথম নবী করিয়া দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন। তখন সকল মানুষ হযরত নূহের নিকট গমন করিবে এবং তাহার নিকট শাফায়াত করিবার জন্য আবেদন করিবে। তাহাদের আবেদনের উত্তরে তিনি বলিবেন, হে লোক সকল! আমি এইখানে, তোমাদের শাফায়াত করিবার জন্য অবস্থান করিতেছি না। আমি নিজেই লজ্জিত। আমি আমার ঐ গুনাহের কথা স্মরণ করিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, যাহা না জানিয়া আমি আল্লাহ পাকের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলাম; সুতরাং আমার অবস্থা কি হইবে এই নিয়া আমি খুবই বিমর্ষ ও চিন্তিত। বরং তোমরা আল্লাহর বন্ধু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর নিকট যাও। তিনি হয়ত তোমাদের জন্য কিছুটা উপকার করিতে সক্ষম হইবেন। আমি তোমাদের কোনই উপকার করিতে পারিব না।

তখন সকল মানুষ নিরুপায় হইয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর নিকট উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহ পাকের নিকট শাফায়াত করিবার জন্য আবেদন জানাইবে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জনতার আবেদন শ্রবণ করিয়া বিনয় ভাবে বলিবেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের জন্য শাফায়াত করিবার নিয়তে এইস্থানে আসি নাই। আমি অন্যের জন্য কি শাফায়াত করিব। আমার নিজের অপরাধের জন্যই আমি লজ্জিত ও ম্রিয়মান আছি। আমি জীবনে তিনটি ভুল করিয়াছি। এইজন্য আল্লাহ পাক আমাকে কি দণ্ড প্রদান করিবেন, এই নিয়াই আমি ভাবনায় আছি। বরং তোমরা হযরত মূসার (আঃ) নিকটে যাও। আল্লাহ পাক তাহাকে তাওরাত কিতাব দিয়াছেন এবং তাহার সহিত কথা বলিয়াছেন এবং তাহাকেও অত্যন্ত নৈকট্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি হয়ত তোমাদের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন।

তখন সকল লোক হযরত মূসার (আঃ) নিকট গমন করিবে এবং তাহাদের জন্য সুপারিশ করিবার আবেদন পেশ করিবে। হযরত মূসা (আঃ) মানুষের আবেদন

শুনিয়া বলিবেন, হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সুপারিশ করিবার জন্য এই স্থানে অবস্থান করিতেছি না। আমি বড়ই অপরাধী। আমি নিজের অনিচ্ছায় একজন কিব্‌তীকে হত্যা করিয়াছিলাম। তজ্জন্য আল্লাহ পাকের নিকট আমি খুবই লজ্জিত। আমি কেমন করিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে মুখ দেখাইব এই চিন্তায় আমি পেরেশান রহিয়াছি। আল্লাহ পাক যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি মুক্তির আশা করিতে পারি! অন্যথায় আমার কোনই উপায় নাই; সুতরাং তোমরা আল্লাহ পাকের বান্দাহ, তাঁহার রাসূল, তাঁহার রূহ ও তাঁহার কালেমা হযরত ইসার (আঃ) নিকট যাও। তিনি হয়ত তোমাদের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন। তাহার পক্ষে শাফায়াত করা হয়ত সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি কিছুতেই শাফায়াত করিতে পারিব না।

এই কথা শুনিয়া সকল মানুষ হয়রান-পেরেশান হইয়া হযরত ঈসার (আঃ) নিকট গমন করিবে এবং আল্লাহ পাকের নিকট তাহাদের জন্য শাফায়াত করিতে আবেদন করিবে। হযরত ঈসা (আঃ) তখন বলিবেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদের শাফায়াতের জন্য এখানে আগমন করি নাই। আমি আমার নিজের অবস্থা লইয়াই বড় চিন্তিত আছি। আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিবেন কিনা, সেই ভাবনায়ই আমি অস্থির; সুতরাং তোমরা আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর নিকট যাও। তিনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। তিনি তোমাদের জন্য শাফায়াত করিতে পারিবেন। আল্লাহ পাক তাঁহার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন। তিনিই শাফিউল মুজনাবীন।

নবী করীম (সঃ) বলেন, তখন সকল মানুষ আমার নিকট আগমন করিবে। তখন আমি আমার প্রতিপালকের সন্নিধানে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিব। আল্লাহ পাক আমাকে অনুমতি প্রদান করিবেন। আমি আল্লাহর দর্শন লাভ করিয়া সিজদায় পড়িয়া যাইব। তিনি আমাকে যতক্ষণ ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। তারপর তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিবেন, হে মুহাম্মদ (সঃ)! উঠ এবং তোমার নিবেদন পেশ কর, তোমার কথা শোনা হইবে এবং শাফায়াত কর, তোমার শাফায়াত কবুল করা হইবে। তারপর আমি আমার মস্তক উত্তোলন করিব এবং আল্লাহ পাকের এমন প্রশংসা করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তারপর আমি শাফায়াত করিব; কিন্তু আমার শাফায়াতের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। আমি তখন বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিব এবং তাহাদিগকে জান্নাতে লইয়া যাইব।

তারপর আমি দ্বিতীয়বার আসিয়া আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিব। তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। যখন আমি আল্লাহ পাককে দেখিব তখন সিজদায় পড়িয়া যাইব। তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এই

অবস্থায় রাখিবেন। তারপর তিনি বলিবেন, হে প্রিয় মুহাম্মদ উঠ! এবং বল, তোমার কথা শোনা হইবে এবং শাফায়াত কর, ইহা কবুল করা হইবে এবং যাহা ইচ্ছা চাও, তাহা দেওয়া হইবে।

তারপর আমি আমার মস্তক উত্তোলন করিয়া আমার পরওয়ারদিগারের এমন প্রশংসা করিব, যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তারপর আমি শাফায়াত করিব; কিন্তু ইহার সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। আমি বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিব এবং জান্নাতে লইয়া যাইব।

তারপর আমি তৃতীয়বার আমার প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিব। আল্লাহ পাক আমাকে অনুমতি প্রদান করিবেন। যখন আমি তাহাকে দেখিব সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় পড়িয়া যাইব এবং তিনি বলিবেন, হে প্রিয় মুহাম্মদ! উঠ এবং বল, যাহা তুমি বলিতে চাও। তোমার কথা শোনা হইবে। তুমি শাফায়াত কর, তোমার শাফায়াত কবুল করা হইবে এবং তুমি চাও, তোমার চাহিদা পূরণ করা হইবে।

তারপর আমি মস্তক উত্তোলন করিয়া আমার পরওয়ারদিগারের এমন প্রশংসাবাদ করিব যাহা তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তারপর আমি শাফায়াত করিব; কিন্তু আল্লাহ পাক সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তারপর আমি বাহির হইয়া আসিয়া তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিব এবং জান্নাতে লইয়া যাইব। এমনকি তখন দোযখে আর কেহ থাকিবে না। কেবল ঐ ব্যক্তিগণ থাকিবে যাহাদিগকে কুরআন শরীফ আবদ্ধ রাখিবে। অর্থাৎ যাহারা চিরস্থায়ী দোযখে থাকিবে, তাহাদের ব্যতীত সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন, "আল্লাহ পাক তোমাকে মাকামে মাহমুদায় উপনীত করিবেন, যাহার ওয়াদা করা হইয়াছে।" সুতরাং মাকামে মাহমুদাই রাসূলুল্লাহর (সঃ) জন্য নির্দিষ্ট স্থান যাহার প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, শেষ বিচারের দিন ঐ লোকদের জন্য আমার শাফায়াত করিবার সৌভাগ্য হইবে যাহারা খালেস নিয়তে অন্তরের দ্বারা বলিয়াছে, "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই।"

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করিয়াছেন, "আমার উম্মতের অনেক লোক অনেক দলের জন্য শাফায়াত করিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ এক কাওমের জন্য শাফায়াত করিবে। আর তাহাদের মধ্যে কেহ একজনের জন্য শাফায়াত করিবে যে পর্যন্ত তাহারা জান্নাতে না যায়।"

সুতরাং হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি! তুমি তোমার চোখ আর বন্ধ করিয়া রাখিও না। দেখহ চাহিয়া নয়ন মেলিয়া প্রিয় নবীর দয়ার ছবি। হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত অগণিত নবী এবং রাসূল তাহাদের উম্মতদের অত্যাচার ও উৎপীড়নে অসহ্য হইয়া তাহাদের উপর আযাব ও গজবের জন্য বদ-দোয়া করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ পাকের নিকট ইনসাফ চাহিয়াছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আঃ) বদ-দোয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি এই পৃথিবীতে কোন অবিশ্বাসীকে জিন্দা রাখিও না এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও। ফলে প্রলয়ঙ্করী তুফানে গুটি কয়েক লোক ছাড়া সকলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন নবীর উম্মত বানর হইয়া গিয়াছে, কাহারও উম্মত শূকর হইয়া গিয়াছে এবং কাহারও উম্মত নদীগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, কাহারও উম্মত প্রবল তুফানে নিপাত হইয়া গিয়াছে, কাহারও উম্মতের উপর পাথর বর্ষিত হইয়াছে এবং কাহারও উম্মত অগ্নিবর্ষণে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন নবীর উম্মতের বসবাস স্থল জমিনকে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে বিভিন্ন আসমানী-গজবে তাঁহারা অপদস্থ ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের নুরনবী, ধ্যানের ছবি, দয়ার সাগর, রাহমাতুল্লিল্ আলামীন শুধু তাঁহার উম্মতের জন্যই নহে বরং সমস্ত মানব জাতি ও সমস্ত সৃষ্টির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি, নিরাপত্তা ও মুক্তির জন্য আজীবন আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং সকলের জন্য নেকদোয়া করিয়াছেন। তিনি কাহারও জন্য বদ-দোয়া করেন নাই এমন কি ভুলক্রমেও কাহাকে অন্যায়ভাবে কষ্ট দেন নাই। বিপক্ষ শত্রুগণ তাঁহাকে হাজারো অত্যাচারে জর্জরিত করিয়াছে, নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত করিয়াছে, নীপিড়নে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি তাহাদের জন্য নেক দোয়াই করিয়াছেন। কখনও বদ-দোয়া করেন নাই।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (সঃ) গুনাহ্গার উম্মতদের মুক্তির জন্য একদিন সমস্ত রাত্রি এই আয়াত পাঠ করিতে করিতে দোয়া করিতেছিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি যদি অপরাধের কারণে আমার উম্মতদিগকে আযাব দিতে চান, তবে তাহারা ত আপনারই বান্দাহ। আর যদি ক্ষমা করিয়া দেন, তবে সেই অধিকার কেবল আপনারই আছে, কারণ আপনি শক্তিশালী ও মহাবিজ্ঞানী।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তায়েফে গমন করিয়া তথাকার লোকদিগকে পবিত্র ধর্ম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তখন সেখানকার অবিশ্বাসীগণ মনে করিল যে, তিনি একজন পাগল। তাই তাহারা পবিত্র দেহ মোবারকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নূর নবীর (সঃ) নূরের বদন রক্তে লালে লাল হইয়া গেল। এমন সময় হযরত জিব্রাইল ফেরেশতা ক্রোধান্বিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর সহ্য হইতেছে না। আপনি অনুমতি প্রদান করুন, তায়েফের যমিনকে উল্টাইয়া দেই ও তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, "হে জিব্রাইল! এমন কাজ কখনও করিবেন না। তাহাদিগকে মারিবেন না। কারণ তাহাদের ঔরশে ঈমানদার সন্তানও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। আজ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলে কে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহর (সঃ) প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে? কে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে? কেমন করিয়া ইসলাম এই পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে?"

ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিপক্ষের শত্রুদের অস্ত্রের আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমনকি শত্রুপক্ষের পাথর নিক্ষেপের ফলে দান্দান মোবারকের একটি অংশও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবুও তিনি তাহাদের জন্য বদ-দোয়া করেন নাই; বরং দয়াল নবী দয়ার সুরে বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ! আপনি আমার কাওমের লোকদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন! কেননা তাহারা বুঝে না। যদি তাহারা বুঝিত, তাহা হইলে এমন নিষ্ঠুর হইতে পারিত না। হে আল্লাহ! আপনি তাহাদিগেক সঠিক বুঝ দান করুন এবং ক্ষমা করিয়া দিন।"

একদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মতের জন্য দোয়া করিবার সময় বলিলেন, "হে আল্লাহ! আমি একজন মানুষ। তাই কোন সময় যদি ইচ্ছা করিয়া আমার কোন উম্মতের জন্য বদ-দোয়া করিয়া থাকি, তাহা যেন তাহাদের জন্য ধ্বংসের কারণ না হয়; বরং এই দোয়া যেন তাহাদের শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হয়, সেই ব্যবস্থা আপনি করিয়া দিন।"

আমীরে মুআবিয়ার মাতা ও আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ সাইয়্যেদেনা হযরত হামজাহ্ (রাঃ)এর বক্ষ চিড়িয়া কলিজা বাহির করিয়া কাঁচা চিবাইয়া ফেলিয়াছিল। হিজরী অষ্টম সালে মক্কা বিজয়ের পর সেই হিন্দা মুখের উপর আঁচল ঢালিয়া দিয়া রাসূলুল্লাহ্র (সঃ) দরবারে ক্ষমা প্রার্থীনি হইলে দয়াল নবী বলিলেন, "হে হিন্দা! যাও, তুমি মুক্ত। আমার প্রাণের চাচার রক্তের বদলা আমি মাফ করিয়া দিলাম।"

তিনি দুনিয়ার জিন্দেগীতে সর্বদাই আল্লাহ পাকের দরবারে "ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মাতী" বলিয়া কাতর ফরিয়াদ করিতেন। উম্মতের জন্য তাহার মায়ার কোন সীমা ছিল না, দয়ার কোন তুলনা ছিল না। এমন দয়াল নবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা ও তাঁহাকে মহব্বত করা আমাদের উচিত নয় কি? কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? কে আমাদের জন্য পরিত্রাণের ব্যবস্থা করিবে? নাই আর কেহই

নাই। এমন পরম বন্ধু আর কেহ নাই। তাঁহার প্রতি জান-মাল উৎসর্গ করা ও তাঁহার মহব্বতের সাগরে অবগাহন করা সকলেরই দরকার।

তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার কোন শেষ নাই। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতার আগমনের সংখ্যা দ্বারা আমরা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতার আগমনের সংখ্যা দ্বারা আমরা তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতা–

১। হযরত আদম (আঃ)এর নিকট ১৪ বার আসিয়াছিলেন। অপর এক বর্ণনা মতে ১২ বার আসিয়াছিলেন।

২। হযরত ইদ্রিস (আঃ)এর নিকট ৪ বার আসিয়াছিলেন।

৩। হযরত নূহ (আঃ)এর নিকট ৫ বার আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছেলে বেলায় ২বার আসিয়াছেলেনভ

৪। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)এর নিকট ৪২ আসিয়াছিলেন।

৫। হযরত মূসা (আঃ)এর নিকট ৪০০ বার আসিয়াছিলেন।

৬। হযরত ঈসা (আঃ)এর নিকট ১০ বার আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে ছেলে বেলায় ৩ বার আসিয়াছিলেন।

৭। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)এর নিকট ফতোয়ায়ে জিনিয়ার বর্ণনাতে ২৪ হাজার বার আসিয়াছিলেন। মেশকাতুল আনোয়ারের বর্ণনাতে ২৭ হাজারবার আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছেলেবেলায় ১৪ বার আসিয়াছিলেন।

সুতরাং আসুন আমরাও রাসূলূল্লাহকে (সঃ) ভালবাসতে চেষ্টা করি এবং বলি, “আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা ছাইয়্যেদেনা মুহাম্মদ, ওয়া আলা আলি ছাইয়্যেদেনা মুহাম্মদ (সঃ)।

সমাপ্ত